মাক্টিস বলিলেন "শোন বাপ! তোমাকে বলি, কালি হইতেই আমার সঙ্গে দোকানে যাইবে। 'বাপ্‌কো বেটা' তুমি যে আমার কাজ শিখিবার জন্য তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে, আমি তার ছন্দাংশও মনে ভাবি নাই। দেখি, তোমার বয়স কত, আমার ঠিক্ মনে পড়ছে না।

গ্রিচেন বাষ্পপূর্ণ লোচনে বলিলেন, বড় দিন আসিলে আমার কুইণ্টিনের বয়স ১০ বৎসর হইবে। তুমি জান, সে লাইসার চেয়ে দুবছরের বড়। বাছা লাইসা—এতদিনে বারো বছরের মেয়ে হইতে।"

পিতা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। পরে প্রিয়দর্শন কুইণ্টিনের উত্তোলিত চক্ষু তাঁর চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইলে প্রফুল্লানন প্রকাশ করিলেন। এক প্রিয় পুত্র তাঁহার সকল সন্তানের মৃত্যুশোক অপহরণ করিয়াছে, অনেক পিতার ন্যায় ও তিনি তাহাকে হারাইয়া আবার স্থিরচিত্ত হইয়াছেন। মাতার হৃদয় কেবল আমরণ পরলোকগত সন্তানদিগের চিন্তা ভুলিতে পারে না।

মাক্টিস্ তাঁহার কর্কশ অঙ্গুলি কুইণ্টিনের সুন্দর কোঁকড়ান চুলে জড়াইয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন "ভাল, কাজ শেখা আরম্ভ করিবার পক্ষে দশ বৎসর বয়স কম নয়; আমার বয়স যখন আরো কম, তখন আমার পিতা আমাকে কাজে প্রবৃত্ত করেন; তবে আমি কুইণ্টিনের চেয়ে সবল ছিলাম বটে এবং বারোটী ভাই বোনের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু কুইণ্টিনকে কিছু শক্ত কাজ করিতে হইবে না, যেমন তেমন কাজে নিযুক্ত থাকিলে দুষ্টতা করিতে পারিবেক না, অল্প বয়সে পরিশ্রম অভ্যাস হইবে—শ্রমজীবী বালকদের পক্ষে ইহা বড় ভাল। আমি তার তরে যে মোহরের জালা রাখিয়া যাইব তা নয়, তবে কি না, সকলি ঈশ্বরেচ্ছা, কখন কার ভাল মন্দ হইবে কে বলিতে পারে?" পরে কর্ম্মকার স্বগত উক্তি শেষ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কুইণ্টিন! যদি তুমি ইচ্ছা কর কল্য হইতে তুমি তোমার বাবার মত কর্ম্মকারের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিবে।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল "আমি আরো এই রকম বাজু অনেক গুলিত করিতে পাইব?"

পিতা হাস্য করিয়া উঠিলেন। "তুমি যদি এইরূপ সকের জিনিষ ভিন্ন আর কিছু করিতে না চাও, তোমার টাকা রোজকার করা ভার হইবে। প্রেক, ঘোড়ার নাল, লাঙ্গলের ফাল, দা, কুড়ুল ইত্যাদি গড়িতে শিখিতে হইবে।" কিন্তু বালককে কিছু বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন "অসন্তুষ্ট হইও না, তুমি যদি পসন্দ কর এখন তখন বাজু গড়িতে পার, ভাল কারীকর যদি হও আংটীও গড়িতে শিখিও। এখন তোমার মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, এ মতলব ভাল বলেন কি না?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন "নাথ! তুমি যা ভাল বিবেচনা করিবে, তাতে আমার অনিচ্ছা হইবার বিষয় কি? কিন্তু ছেলেটী গেলে আমি ঘরে একা পড়িয়া থাকিব। যা হউক, তুমি এক একবার উহাকে পাঠাইয়া দিও, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।"

"আচ্ছা, তাই ভাল; এখন সব স্থির হইল, আলো নিবাও, চলো আমরা বিশ্রাম করি, অনেক রাত্রি হইয়াছে, কুইণ্টিন আমার কোলে অর্দ্ধ নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছে।"

গ্রিচেন পুত্রকে চুম্বন করিয়া কোলে লইলেন। তাহার নিদ্রার প্রাক্ কালীন প্রার্থনা বলিতে শুনিলেন, পরে তাহাকে তৃণশয্যোপরি শয়ন করাইলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে কুটীর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইল এবং ক্ষুদ্র পরিবারটী দিনের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন।

স্বা। প্রিয়তম মোহিনি; আইস আমরা দুই জনে এই বৃক্ষতলে বসিয়া আত্মার মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করি। দেখ স্থানটী কেমন সুরম্য ও সুন্দর। পাখীরা গাছের উপর বসিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে। আহা! সম্মুখে গোলাপ ও বেল ফুল গুলি কেমন ফুটিয়াছে, উহার সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে মন আমোদিত হইতেছে। এমন উৎকৃষ্ট স্থানে ইচ্ছা হয় তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কিয়ৎ কাল আলাপ করি।

স্ত্রী। আমারও অনেক দিন হইতে এই রূপ ইচ্ছা যে তোমার নিকটে ধর্ম্মের কথা কিছু শুনি এবং উপদেশ গ্রহণ করি। সমস্ত দিন কেবল সংসার সংসার করিয়া ব্যস্ত থাকি, ভাল কথা কিছুই শুনিতে

পাই না। আমার যাহাতে সংসারাসক্তি চলিয়া যায় এবং ঈশ্বরেতে মতি হয় এমন উপায় যদি বলিয়া দেও, আমার বড় উপকার হয়।

স্বা। তোমার এরূপ ইচ্ছা শুনিয়া কত আনন্দিত হইলাম বলিতে পারি না। অনেক বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। কিসে তোমার সাংসারিক অভাব সকল মোচন হয় ও সুখ বৃদ্ধি হয় এজন্য অনেক চেষ্টা করিলাম। ধন দিয়া বস্ত্র দিয়া অলঙ্কার দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এত করিয়াও না তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম, না আমি নিজে সুখী হইলাম। আমাদের সংসারে ধর্ম্মের পবিত্র সুখও নাই, সাংসারিক সুখেও আমাদের তৃপ্তি নাই। আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ প্রণয় না হইলে আমরা কিছুতে সুখী হইতে পারিব না।

স্ত্রী। যথার্থ প্রণয় ভিন্ন সুখ হয় না ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু আমি তো তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসি ও তোমার সেবাতে প্রাণ মন সকলি সমর্পণ করিয়াছি। তবে কেন আমি সুখী হই না?

স্বা। তুমি যে আমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ভাল বাস ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। নিঃস্বার্থ ও প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা স্মরণ হইলেই আমার চক্ষু হইতে অনবরত প্রেমাশ্রুবর্ষণ হয় এবং আমি ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। যথার্থই তুমি স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় বন্ধু আমি আর কোথায় পাইব? কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি আমাকে ভাল বাস ইহা হৃদয়ের ভাল বাসা—আত্মার প্রণয় নহে।

স্ত্রী। আমি তো জানিতাম প্রণয় একই প্রকার। আত্মার প্রণয় আবার কি রূপ?

স্বা। ইহার মূল ধর্ম্মেতে ও ঈশ্বর প্রীতিতে। যদি আমরা ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বর প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে ভাল বাসি, তাহা হইলে আমাদের প্রেম স্বর্গীয় হইবে। স্বামী স্ত্রীর প্রণয় নিঃস্বার্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা পার্থিব। ইহা এক প্রকার মায়া ও মমতা মাত্র। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ হইলে ইহা আরও মধুর ও পবিত্র হয়। দেখ আমাদের বর্ত্তমান প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোভ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি নীচ ভাব অনেক আছে। আমরা কত সময় পরস্পরের প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হই, কতবার ভাল বাসার অনুরোধে আমরা বিষয়ী হইয়া ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। ইহা কি তুমি স্বীকার কর না?

স্ত্রী। হাঁ ঠিক্ বলিয়াছ। প্রণয়ের দ্বারা মন পবিত্র না হইয়া

অনেক সময় অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইয়াছে। তোমাকে ভাল বাসিতে গিয়া আমি কৈ ঈশ্বরকে তাদৃশ প্রেম দিতে পারি না।

স্বা। আমিও ঐ কথা বলিতেছি। যথার্থ স্বর্গীয় প্রেম আমাদিগের মধ্যে থাকিলে তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং মন দিন দিন নির্ম্মল হয়। পরস্পরকে যতই পবিত্র ভাবে ভাল বাসিবে, ততই ঈশ্বরকে ভাল বাসিবে এবং ঈশ্বরের প্রতি যত অনুরাগ বাড়িবে, ততই পরস্পরের প্রণয়ে আমরা সুখী হইব। এইরূপ স্বর্গীয় প্রেমযোগ আমাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত। এই যোগই প্রকৃত বিবাহ, বিবাহের অন্য কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। ভাবিয়া দেখ আমরা কোথায় ছিলাম, পরস্পরকে জানিতাম না, ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে একত্র করিলেন এবং উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। তিনিই প্রণয়ের সঞ্চার করিলেন এবং তিনিই এত দিন হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ করিয়া সংসার ব্রত পালনে উভয়কে পরস্পরের সহায় করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় যে এই হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগে পরিণত হয়। যাঁহার কৃপায় আমরা এক হৃদয় হইলাম, তাঁহার প্রসাদে এক আত্মা হইতে হইবে। সংসারে যেমন সম্মিলিত হইয়াছি, উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যে সেইরূপে মিলিত হইতে হইবে। অন্যান্য সংসারীরা যেমন বিবাহ করে, আমাদের সেরূপ বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে, এখন দেবভাবে বিবাহ করিতে হইবে।

স্ত্রী। অবশ্য, দয়াময় আমাদিগকে এইজন্য একত্র করিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে আরও ভাল বাসিব এবং মিলিত হইয়া তাঁহার সেবা করিব, এজন্য নহে যে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার নিকটে অপরাধী হইব। মায়ার জন্য অথবা পাপের জন্য বিবাহ নহে, স্বর্গীয় প্রণয় ও স্বর্গীয় সুখের জন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে সেইরূপ প্রণয় ও সুখ কবে হইবে বল? তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া ইচ্ছা হইতেছে, এখনি পিতার কাছে এইরূপ উচ্চ দেব-প্রণয়ের জন্য প্রার্থনা করি। অসার সাংসারিক ভালবাসায় তৃপ্তি নাই। তোমাকে প্রাণ মন সকল দিয়াছি, এখন দুই জনে যথার্থ প্রেমে মিলিত হইয়া পিতার পদসেবা ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া চিরদিন স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করি এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

স্বা। ইহা হইতে আর অধিক সুখ পৃথিবীতে কি আছে? তোমাতে আমাতে দয়াময়ের পদতলে সর্ব্বদা বাস করিলে হৃদয়ে যে কত আনন্দ হইবে তাহা বলিতে পারি না। আহা! ঐ স্বর্গীয় দৃশ্য ভাবিলেও চক্ষে জল আইসে। প্রিয়তম

মোহিনি! এমন দিন কবে হবে? আহা! কি সুখের দিন!

হে দয়াময়! বিনীত হৃদয়ে আমরা দুইজনে তোমার পদতলে প্রণত হইয়া কাতর অন্তরে এই মিনতি করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে পবিত্র প্রণয় যোগে বদ্ধ কর, যেন তোমার দাস দাসী হইয়া এক হৃদয়ে চিরদিন তোমার সেবা করি ও তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হই।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম দিনাজপুরের মহারাণী ভারতসংস্থার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২০০ শত টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন।

২। কিছু দিন হইল বিয়েনা নগরে যে একটী প্রদর্শন হয় তাহার বিবরণ লিখিবার জন্য আমেরিকা হইতে ১৬ জন Female reporter সংবাদ লেখিকা আসিয়াছিলেন।

৩। রোম নগরে ২ জন ইহুদী স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা পদের উপযুক্ত হইয়াছেন, এখানে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

৪। সুরাটে ভিকি বাই নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহার বয়স ১১৪ বৎসর। তাঁহার ৩ টী কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠাটীর বয়স ৭৫ বৎসর। এই কন্যার আবার একটী কন্যা আছে তাহারবয়স ৫০ বৎসর। ভিকি বাই ক্রমান্বয়ে ছয়পুরুষ স্বচক্ষে দেখিতেছেন এবং তাঁহার চারি দিকে তাঁহার বংশধর অসংখ্য সন্তান আহ্লাদে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

৫। গত ২৪এ কার্ত্তিক কলিকাতায় একটি ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর এলাহাবাদস্থ, বাবু গোপাচন্দ্র ঘোষ। কন্যা ঢাকা নিবাসিনী সারদা সুন্দরী। বরটী স্ত্রী হীন, কন্যাটী ৫ বৎসর বয়সে স্বামিহীনা হন।

৬। বেকার নামে এক সাহেব মধ্য আফ্রিকায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তথায় একটী বালিকার মূল্য ১০ টী শুক। এ দেশে ফলে ইহা অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না।

৭। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন খিদির পুরস্থ রোমান্ কাথলিক খৃস্টানগণ নিরুপায় ও পতিতা স্ত্রী লোকদিগের উপকারার্থ ৩৪০০০ টাকায় ২৯ বিঘা জমী শুদ্ধ একটী বাটী ক্রয় করিয়াছেন। ঈশ্বর ইহাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ করুন্, যাহাদের কেহ নাই ইহাঁরা তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী!

৮। বাঙ্গালা প্রদেশে অনাবৃষ্টি হেতু শস্য জন্মিবার ব্যাঘাত হওয়াতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাগণ অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়াছেন। আমাদিগের দয়াশীল গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক এজন্য আপাততঃ ২০ লক্ষ টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন এবং নানা

স্থানে রাস্তা, রেলওয়ে, খাল ইত্যাদি কার্য্যের আরম্ভ করিয়া দরিদ্র শ্রমজীবী দিগের সাহায্য করিবার আদেশ করিয়াছেন। সুযোগ্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যারপর নাই যত্ন, পরিশ্রম ও হিতৈষিতা প্রকাশ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের কোমল হৃদয় অনেক পাঠিকা উত্তর পশ্চিমের দুর্ভিক্ষ সময়ে গায়ের অলঙ্কার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিয়া দুঃখী দিগকে সাহায্য করিয়াছেন, এখন তাঁহাদের স্বদেশের জন্য অধিক চিন্তিত হইতে হইতেছে। এসময় যিনি মিতব্যয়ী হইয়া গরিব দিগের জন্য দুপয়সা সঞ্চয় করিতে পারিবেন, তাঁহার যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে।

বামাগণের রচনা।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের বক্তৃতা।

আজ আমাদিগের কি শুভ দিন! আজ এই পারিবারিক উৎসব চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিয়া দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রথম ইহা স্কুল সম্বন্ধে পারিতোষিক উপলক্ষে এই শ্রাবণ মাসের ২৩ সে দিবসে সংস্থাপিত হয়, অদ্যাপিও সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য চলিতেছে। অন্তঃপুর বয়স্থা ও বালিকা ভগ্নীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ এবং শিল্পাদি পারিবারিক কার্য্য শিক্ষা দানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

জগদীশ কৃপায় এতদ্দ্বারা আমরা বয়স্থা ও বালিকা ভগ্নীগণকে শিক্ষা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদিগের ন্যায় স্ত্রীজাতির পক্ষে আশার অতীত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইহারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিক্ষিতা ছাত্রীগণ দ্বারা গত বৈশাখ মাসে কাঁসারী পাড়ায় ও তাহাদিগের দৃষ্টান্তে গত মাঘ মাসে সিমুলিয়ায় দুইটী বয়স্থা ও বালিকা বিদ্যালয় এবং গত ফাল্গুণ মাসের ৫ই দিবসে সিন্দুরীয়াপটীতে একটী সাপ্তাহিক ব্রাহ্মিকা সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন স্থানেই পুরুষদিগের সংস্রব নাই। ইহা দ্বারা যদি একটী ভগ্নীও জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নতা হইয়া আমাদিগকে আরো উৎসাহিত করেন, তাহাতেই পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া বোধ করিব এবং আমাদিগের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে পুরুষদিগের সহায়তা ব্যতিরেকেও স্ত্রীদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

কেনই বা না হইবে? জগদীশ্বর স্ত্রীজাতিকে কিছু মূর্খা অজ্ঞানা থাকিবার জন্য সৃজন করেন নাই; বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মাদি সম্ভোগের জন্য সকলকেই সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন, আশা করি এইরূপ

সুশিক্ষিতা ভগ্নীগণ আদর্শ স্বরূপ হইয়া ভগ্নী ভাবে ও প্রীতির সহিত সম্মিলিতা হইয়া আপন আপন বাটীতে কিম্বা পাড়ার মধ্যে কোন একটী সুপ্রশস্ত গৃহে প্রতি বেশী অজ্ঞানা ভগ্নীদিগকে একটু ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান প্রদান করিলে দেশের কুসংস্কার ও অসত্য বিশ্বাস এবং পরিবার মধ্যে বিবাদ কলহাদি কুভাব সকল বিদূরিত হয় ও ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মের বল পবিত্রতার বল সকল ভগ্নীর হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদিও এক্ষণে প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক গৃহে কন্যা ও বধূগণ শিক্ষা লাভ করিতেছে, কেহ স্বামী সন্নিধান, কেহ ভ্রাতার নিকট কেহবা সাধারণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। তত্রাপি তাহাদিগের স্বভাবগত যে সকল প্রবৃত্তি আজও পর্য্যন্ত মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই, পরস্পরে ভগ্নীভাবে নিবদ্ধা হইয়া ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে শিক্ষিতা হইলে তাহা হইতে মধুর ফল ফলিতে পারে। কিন্তু তাহার অভাব প্রযুক্ত এক্ষণে ভগ্নীগণ মধ্যে অনেকেই দুই চারি খানি পুস্তক উল্টাইয়া এক নূতন বেশ ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। স্ত্রীস্বভাবসুলভ যে সকল কোমলতা ও লজ্জাশীলতা দয়াশীলতা এবং স্নেহ ভক্তিগুণ ছিল, তাহা প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। পূর্ব্বে ইহারা পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যে রূপ অনুগত ও সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন এক্ষণে বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ অধিক ফল লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। ভগ্নীগণ! তোমরা দুঃখিতা হইও না, তোমাদিগের বর্ত্তমান কালের ভাব দর্শনে আমাদিগের চিত্ত তোমাদিগের জন্য নিয়ত ক্রন্দন করিতেছে। আরো দুঃখ হয় যখন আবার তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মিকা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কোথায় তাঁহার আদর্শ স্বরূপ হইয়া নারী স্বভাব গত কার্য্যানুষ্ঠানে রত হইবেন, না তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালী ভক্তি শূন্য, প্রেম শূন্য ও প্রীতি শূন্য। কেন তোমরা দুই খানি পাতা উল্টাইয়াই তোমাদের প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত অনুষ্ঠান প্রণালী হারাইবে? তোমরাত সকলেই জান এবং পূর্ব্ব কালের পুরাবৃত্ত পাঠেও অবগত আছ সীতা, সাবিত্রী দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই রাজকন্যা ও রাজবধূ হইয়া ও কি না করিয়াছিলেন? দ্রৌপদী প্রতিনিয়ত একাকী স্বামীদিগের ও বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর শুশ্রূষায় রত থাকিতেন এবং তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন এবং আপনিই গৃহসংস্কার ও গৃহোপকরণ মার্জ্জন করিতেন। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়া বিবাহ পরেই অন্ধ শ্বশুরের ও বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর এবং দরিদ্র স্বামীর সেবার জন্য অকপট হৃদয়ে নিযুক্ত হইলেন

তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সীতা পিতামাতার একমাত্র দুহিতা হইয়া ও দশ হাজার শ্বাশুড়ীর বধূ হইয়াও কিছু দিন তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে স্বামিসহ বনগমন করিলেন। সমুদায় পরিজনবর্গের অনুনয় বিনয় রক্ষা করা এ সম্বন্ধে তাঁহার কণামাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল না। হায়! কি চমৎকার তাঁহাদিগের দৃঢ় নিষ্ঠা এবং ভক্তি প্রবৃত্তি!

হে কাঁশারী পাড়া, সিমুলিয়া এবং সিন্দুরিয়াপটী স্কুলের ভগ্নীগণ! তোমরাও যেন পুস্তকের দুই খানি পাত উলটাইয়া স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইও না, দেখিও সাবধানে পুস্তক হস্তে লইও। যেমন তোমরা এক্ষণে আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, তৎ সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মের যোগ রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিও না। একটু বিদ্যার প্রাথর্য্য হইলেই যেন উগ্রতা ও চঞ্চলতা এবং অবিনয়িতা দোষে দোষী হইও না। পারিবারিক কার্য্যে রত হইয়া স্ত্রীজাতির চির সম্বল লজ্জা ও কর্ম্মশীলতা, মৃদুভাষিতা, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি মহৎগুণে ভূষিতা হও। কেন লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া গুণবতী ও পবিত্রা হইলে? জগতের মঙ্গল হইবে, পরিবার মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। এই হেতু তোমরা বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষমা হও এবং দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া দিন দিন পবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্র উপাসনায় যোগ দিয়া জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সচেষ্টিত হও! তোমরা স্থির চিত্তে একটু ভাবিয়া দেখ দেখি জীবনের কি করিয়াছ? সংসারের কার্য্যে আমোদ প্রমোদে ও শোক দুঃখের স্রোতে পড়িয়াই এই অমূল্য জীবনকে অতিবাহিত করিতেছ, প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে শূন্য ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। ইহ জীবন চিরদিনের নহে। এই যেমন নিশ্চয় জীবিত আছ, তেমনি নিশ্চয় এই সংসারের নানা প্রকার সুখ ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে; সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও মৃত্যুর হাত অতিক্রম করিবার উপায় নাই তাহারই হস্তে আসিয়া এক সময় পতিত হইতে হইবে, তখন আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। ভাই ভগ্নী বন্ধু বান্ধব ব্যাকুল ভাবে সেই সর্ব্ব সংহারক মৃত্যুর সন্নিধানে ক্রন্দনের সহিত প্রার্থনা করিলেও শ্রবণ করিবেক না। সে আপনকার বল প্রকাশ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া যাইবে।

ক্রমশঃ।

নন্দিনী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২৪ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

এসকুইমা জাতি।

গ্রিনলণ্ড, তৎ সন্নিহিত দ্বীপসমূহ এবং আসিয়া ও আমেরিকার উত্তর-খণ্ড এসকুইমা জাতির বাসস্থান। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব, বদন চেপটা, হনু উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র, গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল, শরীর শুভ্র ও চিক্কণ। ইহাদের পুরুষদের দাড়ি গোঁফ না থাকাতে দূর হইতে স্ত্রী পুরুষ চিনা ভার। এই বহুবিস্তৃত দেশ প্রায়ই সর্ব্বদা তুষারাবৃত, এখানে বহু সপ্তাহ সূর্য্যের এককালে দেখা নাই, কোন শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, জল পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য তথাপি এখানকার লোক অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক। দেশের এমনি মায়া বটে! শীতের প্রখরতাহেতু ইহারা ইজার, কুর্ত্তি, জুতাপ্রভৃতি সমস্ত পরিধেয় সলোমচর্ম্মে প্রস্তুত করে, গ্রীষ্মের পোষাক অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ পাতলা এই মাত্র প্রভেদ। বামাগণের মস্তকাবরণ প্রকাণ্ড—শিশুগণ ২।৩ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত উহার মধ্যেই অবস্থান করে, অপর কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় না। ইহাদিগের বাসগৃহ দ্বিপ্রকার। বর্ষার্দ্ধব্যাপী গ্রীষ্মে তাম্বু এবং শীতে বরফাবাস। দীর্ঘ নিশার অবসান হইয়া সূর্য্য দেখা দিলে তথায় বসন্তের প্রারম্ভ হয়। তৎকালে হরিণ শিং, বা তিমি মৎস্যের অস্থি এবং কোথায় বা একটী কাষ্ঠের খুঁটি পুতিয়া তদুপরি চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া, উহার চারিধার পাথর দিয়া চাপিয়া রাখে, ইহাই তাহাদিগের গৃহ। গৃহ সকল গোলাকার, উর্দ্ধে ৩ বা ৩॥ হাত এবং

ব্যাস পরিমাণে ৬ হাত। শীতকালে চতুঃপার্শ্বে বরফ স্তূপাকার হইতে থাকিলে এক জন বড়২ চাপ কাটিতে থাকে, অপরে গোল করিয়া দেয়াল দেয়। ইহারা ২।৩ঘণ্টা মধ্যে ৬।৭ হাত উচ্চ ও ৬হইতে ২০হাত ব্যাস বিশিষ্ট গুম্বজ নির্ম্মাণে সক্ষম। দক্ষিণে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইলেই বরফাগার ক্রমশ দ্রবীভূত হইয়া যায়। তখন ইহারা প্রদেশের দক্ষিণাংশে ৩।৪হস্ত ভূমি খনন করিয়া তন্মধ্যে বাহাদুরী কাষ্ঠ পুতিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে এবং তদুপরি ক্ষুদ্রং পর্ব্বতাকৃতি মৃত্তিকারাশি সঞ্চয় করে, মধ্যদেশে একটীমাত্র গবাক্ষদ্বার ইচ্ছামতে খোলা বা বন্ধ করা যায় এমত করিয়া নির্ম্মাণ করে। শীতকালে বরফ মধ্যে মনুষ্যের বাসের কথা পড়িলে বা শুনিলে বালিকা ও যুবতীদিগের বিস্ময় হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল গৃহ বিলক্ষণ গরম, উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেক গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিতে হয়।

ইহারা মাংসভোজী—মৎস্য, পশু, পক্ষী, সকলেরই মাংস আহার করে। মস্তিষ্ক ও চরবি ইহাদিগের উপাদেয় খাদ্য এবং সেই নিমিত্ত পাথর দিয়া হাড় থেঁথলাইয়া মজ্জা বাহির করিয়া লয়। অনেকেই কাঁচা মাংস খায় এবং সেই নিমিত্তই ইহাদের নাম এসমকুইমা বা আম মাংস-ভোজী। কখনং জল ও মাংস পূর্ণ পাত্রে উত্তপ্ত শিলাখণ্ড ফেলিয়া উহা সিদ্ধ করিয়া লয়। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা মধ্যেং বন্য ফল এবং মধ্যখণ্ডের লোকেরা হরিণের পাকস্থলিস্থ অর্দ্ধপরিপাক শৈবাল উপাদেয় বলিয়া উদরস্থ করে, কিন্তু উত্তরাংশের লোকেরা এককালে উদ্ভিজ্জ বিবর্জ্জিত।

আহার দ্বারা যে আমাদিগের কেবলমাত্র বল হয় এমত নহে। ইহাতে আমাদিগের শরীর গরম রাখে। সকল কালেই নরদেহের সমান তাপ। শীত ঋতুতে চতুর্দ্দিকের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হয়, সুতরাং দেহ রূপ গৃহকে গরম রাখিবার নিমিত্ত তৎকালে অধিক পরিচ্ছদ ও তৈলাক্ত খাদ্য উদরস্থ করা আবশ্যক এবং এই জন্যই শীতপ্রধান দেশবাসীরা অধিক ভোজনশীল। কিন্তু এসকুইমাদিগের আহারের কথা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহারা এক বৈঠকে ৪।৫ সের মাংস খায়। গুরুভোজনহেতু এক প্রকার নেসা হয়, তাহাতে আর বসিতে না পারিয়া শুইয়া পড়ে। ইহাদের চক্ষু মুদ্রিত ও বদন আরক্তিম হয়, কেবল মুখটী হাঁ করা থাকে। তৎকালে

উহাদিগের ভার্য্যারা, অঙ্গ ঠেলিয়া জাগরিত করত মাংসখণ্ড গালে অঙ্গুলী দিয়া ঠাসিয়া দেয় এবং অন্য কিছু না থাকিলে মধ্যে চরবি দিয়া পূরাইয়া দেয়। কর্ত্তাদের মাঝে২ চোয়ালমাত্র নড়ে এবং অবশেষে তাহাও বন্ধ হইলে উদর পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়। তখন স্ত্রীলোকেরা গল্প ও আহার করে। পশুরক্ত ও জল ইহাদিগের পানীয়। শীতকালে ইহাদিগের দেশে জল পাওয়া সুদুষ্কর। বরফ মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় ইহাদের ছাতি ফাটে। তৎকালে তুষার মুখে দিলে উহা জ্বলিতে থাকে এবং ঠোঁঠ ও জিহ্বা ফাটিয়া রক্ত পড়ে। গৃহমধ্যে এক জন স্ত্রীলোক প্রদীপে নিয়ত বরফ গলাইয়া কিয়ৎপরিমাণে জল প্রস্তুত করিতে থাকে, তাহাই পানার্থ ব্যবহৃত হয়।

ইহাদিগের স্ত্রীগণ এবং কোথায়২ পুরুষেরা উল্কি পরে। বামারা অধর বা গণ্ডদেশ ফুটা করিয়া, তন্মধ্যে অস্থি বা পাথরের গহনা পরে এবং ব্যাঘ্র বা শৃগাল দন্তমালা ও লোমের শৃঙ্খল দ্বারা অঙ্গ শোভা সম্পাদন করে। স্বামীকে আহার করান, আবশ্যকমতে মাংস সিদ্ধ করা, দীপে বরফ গলা-

ইয়া জল করা, চর্ম্ম বস্ত্রোপযোগী করা, উহাতে তুষার পড়িলে তাহা ঝাড়িয়া হস্তদ্বারা চর্ব্বণপূর্ব্বক উহার কর্কশতা দূর করা, জমাট মৎস্য-তৈল বা চরবি চিবাইয়া ব্যবহার যোগ্য করা, এবং ঘর, তাম্বু ও নৌকা মেরামত ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পুরুষেরা অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ও তদ্বিষয়ে অতুল্য। তীর ধনুক ও হাড় বা পাথরের কোচ, বঁড়সা, ছুরি ও বঁড়সীদ্বারা শিকার করিয়া থাকে। ইহাদের গৃহস্থালির দ্রব্য সামগ্রী (দীপ, কড়া ইত্যাদি) সকলি পাথর বা হাড়ে নির্ম্মিত।

ইহারা এক প্রকার ঢাক বাজায়, নৃত্য গীতেও অনভিজ্ঞ নয় এবং অস্ত্র ও যন্ত্রোপরি খুদিয়া ও রং দিয়া সামান্যতর চিত্র করিতেও সক্ষম।

পৃথিবী মধ্যে কেবল এই জাতি আপনা আপনি বা অপরাপর জাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে না। অপরের দ্রব্য অপহরণ করিতে আজিও শিখে নাই। জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, মিথ্যা কথা, প্রতারণা ইহারা কিছুই জানে না। বোধ হয় যেন বিজ্ঞ ও সভ্যদেশ সমস্ত হইতে তাড়িত হইয়া,সরলতা ও সাধুতা এখানে আসিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহারা অতিথি সেবক। অভ্যাগতকে প্রথনত তৃপ্ত না করিয়া আপনারা জলগ্রহণ করে না।

বিবাহ সম্বন্ধে পুরুষেরা বহুপত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। যুবতী, সুন্দরী ও চতুরা হইলে কোন কোন রমণী দুই পতির সহধর্ম্মিণী হন! আত্মীয় বন্ধুকে কিছুকালের নিমিত্ত ভার্য্যাঋণ দেওয়া দোষাবহ বলিয়া গণ্য নয়।

মৃত্যু হইলে ইহারা শবকে বেশভূষা ও চর্ম্মাবৃত করিয়া অস্ত্র শস্ত্রসহ কোন উচ্চ স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলে। নিতান্ত শিশু হইলে ঐ উপলক্ষে অনভিজ্ঞের আত্মাপুরীর পথ প্রদর্শক স্বরূপ কুক্কুরকে বধ করিয়া গোরের মধ্যে তাহার মস্তক নিহিত করে। প্রসূতি মরিলে তাহার সঙ্গে সজীব পুতিয়া ফেলে। প্রাচীন, অথর্ব্ব, রুগ্ন ও মুমূর্ষাবস্থ ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে, তন্মধ্যে দীপ ও কিঞ্চিৎ আহারসহ তাহাদিগকে এককালে আবদ্ধ করিয়া আইসে। আর অনুসন্ধান লয় না।

ধর্ম্ম—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ইহাদের অস্পষ্ট বোধ আছে। এক

দেবী তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এইটী সাধারণ বিশ্বাস। ইহারা পরকাল এবং স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব স্বীকারকরে। পাপভোগস্থল নিয়ত তমসাবৃত, বরফপূর্ণ; তথায় সর্ব্বদা ঝড় বৃষ্টি, এবং শিকার করিবার পশুর অভাব। ইহাদিগের মধ্যে ওঝারা অতিশয় মান্য। উহাদিগের অধীনে একটী চণ্ডু আছে তাহা নামাইয়া ভবিষ্যৎ কথনে উহারা যে সক্ষম সে বিষয়ে ইহাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। পীড়া হইলে ইহারা হস্ত দ্বারাই ঝাড়ায় এবং শিকারাদি শুভ কর্ম্মে দৈবজ্ঞদের মত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

গণনা সম্বন্ধে এসকুইমারা নিতান্ত অপটু। বহু সন্ততি থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া উহাদিগের সংখ্যা নির্ণয়ে অক্ষম।

সদাশয় পাদরী সাহেবেরা ইহাদিগের মধ্যে সভ্যতার বীজ বপন করিতেছেন। সদুপদেশ ও চিন্তাদ্বারা বুদ্ধি পরিচালিত ও মার্জ্জিত হইলে, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে কুপ্রথা সমস্ত দেশ হইতে যে তিরোহিত হইবেক ইহা বিলক্ষণ সম্ভব। ভবিষ্যতে যদি ইহারা এক্ষণকার ন্যায় সরল ও দয়াপূর্ণ থাকে,তাহা হইলে মানবমণ্ডলী মধ্যে ইহারাই প্রকৃত সুখী ও ধার্ম্মিক জাতি বলিলে অত্যুক্তি হইবেক না।

কর্ম্মকার পুত্র ও চিত্রকর দুহিতা।

কুটীরে মৃত্যু।

"কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।"

"কল্যকার সুখের আশায় স্ফীত হইও না, অদ্যই তোমার কি হইবে কে বলিতে পারে?" এই কথাটী অতি সমীচীন ও শোক ভাবোদ্দীপক। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এই বাক্যটী লিখিয়াছেন, তিনি ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, অনেক ব্যক্তি ভাবী সুখের পথে কণ্টক রোপিত দেখিয়া এবং অনেক ব্যক্তি আনন্দোল্লাস করিতে করিতে হঠাৎ ভূতলশায়ী হইয়াও ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন সুখী অথবা স্বীয় সুখে এমন আস্থাশীল কে আছেন, যাঁহার ভয় করিবার কিছু মাত্র কারণ

নাই? অতএব উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ যাঁহার শ্রবণ বা চিন্তা পথে উদিত হইবে, তাঁহারই মনে অসীম ত্রাসের সঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই।

বড়দিনের আনন্দকর উৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। কর্ম্মকারের ক্ষুদ্র পরিবারে কেবলি আশার হিল্লোল বহিতেছে। হলণ্ডে প্রবল শীত রাজত্ব বিস্তার করিল, কিন্তু যে দেশে জমাট জল লইয়া সকল ক্রীড়া কৌতুক, সে দেশে এরূপ শীত আমোদের একটী অঙ্গস্বরূপ। গ্রিচেন পশমের গাত্রাবরণ এবং সুন্দর ফিতা কিনিয়াছেন, বড় দিনের ভেট সামগ্রী সকলি প্রস্তুত এবং বড় দিনের ভোজেরও আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মকার-পত্নী সকল উদ্যোগ সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তির সার একটী বড় রূপার বাটী এবং পৈতৃক চরকা বাহির করিয়াছেন। অবশেষে ৮টী খোদিত কাষ্ঠের বাটী বাহির করিলেন, প্রত্যেক সন্তানের জন্মোপলক্ষে ইহার এক একটী সংগৃহীত হইয়াছে এবং এক একটী এক এক সন্তানের নামাঙ্কিত। ইহাঁদিগের এক বৃদ্ধ আত্মীয় অতি নিপুণ কারীকর ছিলেন, তিনি এইরূপ সক করিয়া কর্ম্মকারের আসবাব বাড়াইয়া দেন। গ্রিচেন একে একে বাটী কয়েকটী বাহির করিলেন এবং ভাল করিয়া মাজিতে লাগিলেন— এক একটী বাটী হাতে করিয়া মাজিবার সময় তাঁহার চক্ষু হইতে নীরবে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। পরে তিনি সে গুলি যথাক্রমে সাজাইয়া রাখিলেন; গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আর ৭টী সাজাইলেন, কেবল কুইণ্টিনের বাটীটী পৃথক্ রাখিলেন। পরে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কুটীরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সব ঠিক্ হইয়াছে কি না? তখন গৃহমধ্যে একাকী আর থাকিতে পারিলেন না, প্রাণটা ধড় ফড় করিতে লাগিল। মাথায় ঘোমটা দিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বামী ও পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিনটী শীতকালের অতি সুন্দর দিন; রৌদ্র নাই, ধবল বর্ণ বরফে মণ্ডিত হইয়া সকল পদার্থ অতি কোমল ও মনোহর দেখাইতেছে। কুজ্ঝটিকায় ধর্ম্মালয়ের ঘণ্টাধ্বনি উচ্চতর ও নিকটতর বোধ হইতে লাগিল; সে পবিত্র ধ্বনিতে মন হইতে সমুদায় চিন্তা ও দুর্ভাবনা অপসারিত করিল; গ্রিচেন একাগ্রমনে সেই শব্দের প্রতি কর্ণপাত করিয়া আছেন,

তাঁহার হৃদয়সঞ্চিত শোকদুঃখ ভার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইল। ওলন্দাজ রমণীর নিজে বড় একটা মতলব টাহরাইবার ক্ষমতা নাই। প্রীতি দেবী তাঁহার প্রশান্ত চিত্তাকাশে যে কল্পনার পুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিল,তিনি তাহারই আলোচনায় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত সন্তান গুলির কথা অগ্রেই স্মরণ হইল। তাহারা যে পৃথিবীগর্ভে নিহিত আছে, তিনি সে কথা মনে করিলেন না, কিন্তু স্বর্গে তাঁহার ততগুলি দেবরক্ষক বাড়িয়াছে, ইহাই বিশ্বাস করিলেন।

গ্রিচেনের চিন্তা এখন তাঁহার জীবিত আপন জনের প্রতি ধাবমান হইল, তাঁহার স্বামী এবং কুইণ্টিন। মাফ্টিসের বিষয় ও তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, পরে ক্রমে ক্রমে স্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ দু এক পয়সা হস্তগত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের কুটীর খানি পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুদ্রাকারই রহিয়াছে বটে, কিন্তু এখন ইহাতে অনেক সুখের দ্রব্য সামগ্রী হইয়াছে, প্রথম ঘর সংসার করিবার সময় তাহার কিছুই ছিল না। সকলি মাফ্টিস্—সাধুচরিত্র পরিশ্রমী মাফ্টিসের হইতে। তাঁহার নিজের মিতব্যয়িতা ও শ্রমশীলতা হেতু স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ যে কত সঞ্চিত ও রক্ষিত হইয়াছে তাহা একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। পরে তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, গণিতে লাগিলেন কত দিনে তাঁহার স্বামী সকল পরিশ্রম হইতে অবসর পাইবেন, কুইণ্টিন পিতার ব্যবসায় চালাইতে সক্ষম হইবে। পরে কুইণ্টিন যেন বড় হইয়াছে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিয়া নব বধূ গৃহে আনিবেন ভাবিয়া একবার মনে মনে হাসিলেন—ভাবিলেন কত নাতী পুতী হইবে, স্বামী ও তিনি আবার ছেলে মানুষ হইয়া ছেলের দলের সহিত খেলা করিতে থাকিবেন।

কর্ম্মকারের পত্নী এই সকল চিন্তা ও আশার স্বপ্নে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় স্বামীর লৌহ তাড়ন শব্দ নিস্তব্ধ হইল। অন্য দিবস অপেক্ষা কিছু সকাল সকাল হইল। কিন্তু গ্রিচেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইলেন না। পূর্ব্বের

সময় উপস্থিত, মনে করিলেন বড় দিনের পূর্ব্ব দিন একটু সকাল সকাল ঘরে আসিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলিয়াছেন। এখন স্বামী আসিতেছেন ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবার জন্য এবং শীতে অবশ-প্রায় হস্ত একটু তাতাইয়া লইবার জন্য বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুত্রও পিতার কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, অতএব শীতার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত পিতাপুত্র উভয়ে ভাল করিয়া অগ্নি সেবন করিবে এজন্য অগ্নিকুণ্ডে অধিক কাষ্ঠ চাপাইয়া দিলেন। তিনি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু পিতাপুত্রের কেহই আসিল না; অল্প অল্প গোধূলির ক্ষীণালোকও অদৃশ্য এবং অন্ধকারে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। তবু তাঁর মনে কোন শঙ্কার উদয় হইল না এবং তিনি নিস্তব্ধ ভাবে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন!

অবশেষে বন্ধ কবাট উদ্‌ঘটিত হইল এবং ক্ষুঁদে কুইণ্টিন ভিতরে ধাইয়া আসিল। সে তাহার মলিন মুখ মাতার বক্ষস্থলে ঢাকিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। "কি হয়েছে? আমার ক্ষুঁদে কুইণ্টিনকে কে কি বলিয়াছে? বলিয়া মাতা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।;'

বালক মৃদুস্বরে বলিল "না মা! কেউ নয়; কিন্তু তারা আমাকে বল্‌তে বারণ করেছে। বাবা—"

"তোমার বাবা কোথায়? ঘরে কি আস্‌ছেন?"

"হাঁ ঘরে আস্‌ছেন—তারা তাঁকে আন্‌ছে; কিন্তু তিনি আর কথা কন না, তাঁর চেহারা ঠিক্ আমার বোন লাইশার মত দেখাচ্চে। তাতেই আমি ভয় পেয়েছি।"

এই সময়ে কতকগুলি প্রতিবাসী গৃহে প্রবেশ করিল, তাহারা মাষ্টিসকে ধরাধরি করিয়া আনিয়াছিল। পত্নী তাঁহার পানে ছুটিয়া গেলেন, আর্ত্তনাদ করিয়া বাহুদ্বয়ে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না, গ্রিচেনও অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইলেন না তাহারা গ্রিচেনকে সরাইয়া দিয়া মাষ্টিসকে খাটে শোয়াইল। আগুণ উজ্জ্বল করিয়া দিলেই গ্রিচেন মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইলেন।

আশা ও উদ্যমের পূর্ণ বেগ বহিতেছিল, এমন সময়ে আকস্মিক ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসিয়া মাফিসের প্রাণ হরণ করিয়াছে। কর্ম্মকার অন্য দিনের মত কাজ করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ঘোটকটীর নাল পরাইতে ছিলেন, সে সজোরে তাঁহার ললাটদেশে পদাঘাত করিল। তিনি ভূমিতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং আর চৈতন্য লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না!

বঙ্গীয় যুবতীদিগের ধর্ম্ম ভাব।

শিক্ষা প্রভাবে দেশীয় যুবকদিগের মধ্যে যেমন কুসংস্কার মূলক ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ধর্ম্মভয় এক্ষণে আর স্থান প্রাপ্ত হয় না, তেমনি শিক্ষালব্ধ নারীসমাজেও পূর্ব্বতন ধর্ম্ম বিশ্বাসের আর আদর নাই। অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকেরাও কৃতবিদ্যদিগের পথই অনুসন্ধান করেন। এইজন্য সাধারণতঃ যুবকদিগের জীবনে প্রায় কোন প্রকার ধর্ম্মের লক্ষণ আর লক্ষিত হয় না। যেমন পৌত্তলিক ধর্ম্মের অসারতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যে অধিক জ্ঞান লাভ করিয়া সত্য মিথ্যা কুসংস্কার সুসংস্কারের প্রভেদ পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে। বিদ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি সভ্যতার সুখ তরঙ্গের প্রথম উচ্ছ্বাসে তাঁহাদের চিত্ত বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। কুসংস্কারমূলক আচার ব্যবহার এবং দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সভ্য এবং ভদ্র হইতে বড় অধিক বিলম্ব লাগে না, বোধোদয়ের দুই চারিটী পত্র অতিক্রম করিলেই তাহা সম্পন্ন হয়। কিন্তু মানবহৃদয়ের সেই শূন্য স্থান ঈশ্বর প্রেম ও সাধুভাব দ্বারা পূর্ণ করাই বড় কঠিন কার্য্য। নূতন বিধ বিলাস বাসনার জন্যই হউক কিম্বা জ্ঞানালোকের অভ্যুদয়েই হউক, বঙ্গীয় যুবতীদিগের হৃদয় ধর্ম্মভাব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শূন্য হইলেই অসুরেরা তাহাতে আসিয়া বাঁস করে। যে স্থান ঈশ্বরের আনন্দময়

বিলাস ভবন, তাহা যদি একবার অসুর দিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তবে আর পরিবার মধ্যে আকর্ষণ কি থাকে? কিন্তু আধুনিক শিক্ষার্থিনী নব্য মহিলাদিগের অবস্থাতে তাহাই ঘটিয়াছে। বিকৃত স্বাদ উদ্দীপক কতিপয় কাব্য এবং নাটক আর কারপেট বুনিবার (উল) পশম অনেকের জীবনসর্ব্বস্ব। যে সকল সরলমতি নারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল, তাঁহারা কল্পনা ও অসত্যের স্থানে একমাত্র সত্যস্বরূপ প্রেমময় ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের মহত্ব রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু সে প্রকার ধর্ম্মপিপাসু নারী কয়জন? অধিকাংশ নব্য মহিলা ধর্ম্মভাব বিহীন হইয়া অতিশয় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। নারী সমাজের পবিত্রতা, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা জনসমাজের বন্ধন। কিন্তু সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া যদি সেই উচ্চ ভাব তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন, তবে পরিবারে পরিবারে নাস্তিকতা ও পাপের স্রোতঃ বহিতে থাকিবে। পুরুষেরা যথেচ্ছাচারী হইলে নারীদিগের দ্বারা তাহার অনিষ্ট কারিতা বিদূরিত হয়,কিন্তু নারীরা যখন ক্রমে সেরূপ হইয়া উঠিবেন, তখন অমঙ্গলের আর সীমা থাকিবে না। এদেশে নারীগণের মধ্যে বিদ্যার যে কিঞ্চিৎ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রথম ফল বড় আশা জনক বোধ হয় না। এজন্য আমাদের অনুরোধ যে কেমন করিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করিতে হয়, কি উপায়ে তাঁহার উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারা যায়, এ সকল বিষয় তাঁহারা অগ্রে শিক্ষা করেন। অজ্ঞান নাস্তিকের মত বিড়ম্বিত জীব এ সংসারে আর কেহই নাই। নারীরা জ্ঞান বিষয়ে দরিদ্র হইলেও ধর্ম্মের জন্য চিরদিন বিখ্যাত, কেবল ধর্ম্মভাবেই তাঁহারা চিরদিন লোকের পূজনীয় হইয়া আসিয়াছেন এবং পরিবারের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল নারী যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যদি আসার জ্ঞান মদে মত্ত হইয়া নাস্তিকের ন্যায় জীবন কর্ত্তন করেন, তবে স্ত্রীশিক্ষার পথ রোধ হওয়াই শ্রেয়স্কর। ধর্ম্মহীন, ঈশ্বরোপাসনা বিহীন নারী রাক্ষসী হইতেও ভয়ঙ্করী। বিদ্যাবতী হইয়া যিনি দিনান্তে একবার কৃতাঞ্জলিপুটে সেই জীবনের জীবনকে না ডাকেন, তাঁহার জীবনে সহস্র ধিক্। এ প্রকার নারীর সন্তান সন্ততি নরকের দূত হইয়া যে বংশকে কলঙ্কিত করিবে তাহা বলা বাহুল্য,অতএব আমাদের পাঠিকা ভগিনীদিগের

নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন কেহ ঈশ্বর পূজা বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন না করেন।

শিক্ষিতা মহিলাগণের গুরুতর দায়িত্ব।

মানবমণ্ডলীর অতি আদিমাবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত যে কিছু উদ্ভেদ হইয়াছে, কেহ২ তাহাকে প্রকৃতির অনুসারী, অতএব ভাবী উন্নতির মূল বলিয়া গ্রহণ করেন; কেহ২ তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন আদিমাবস্থায় শারীরিক বলেরই সর্ব্বত্র আধিপত্য ছিল। সুতরাং দুর্ব্বল স্ত্রীগণকে পুরুষেরা ক্রীড়ার সামগ্রী করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগের কোন বৃত্তিরই উন্মেষ হইতে দেয় নাই। সুতরাং প্রথম হইতে একাল পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা কিছু স্থির হইয়াছে, সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। সত্য বটে আমরা প্রাচীন বিধিবিধানে স্ত্রীগণের বিরুদ্ধে সমূহ পক্ষপাত ও অন্যায় দর্শন করিয়া থাকি; কিন্তু এক কথা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়, মনুষ্যের বিধি ব্যবস্থাতে কখন কোন দিন তাহার গতি সম্যক্ অবরুদ্ধ হয় নাই। সহস্র বিধি ব্যবস্থা উত্থিত এবং বিনষ্ট হইয়াছে, অথচ প্রকৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে। প্রথমাবস্থায় শারীরিক বল, দ্বিতীয়াবস্থায় মানসিক বল, তৃতীয়াবস্থায় হৃদয়ের বল, পরিণতাবস্থায় অবস্থাত্রয়ের সামঞ্জস্য, এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি, যখন শারীরিক বলের একাধিপত্য ছিল, তখনও স্ত্রীপ্রকৃতি স্বীয় প্রভাব এবং প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। বাস্তবিক কথা এই, মনুষ্যের প্রথমাবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়া আসিয়াছে, মানবীয় কোন প্রকার উন্নতি তাহা হইতে মূলতঃ সম্যক্ বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পন্ন হইতে পারিবে না, কেন না তাহা করিতে গেলেই, উন্নতির পরিবর্ত্তে পুনরায় পূর্ব্ব অনুন্নতির অবস্থা সমাগত হইবে।

ব্যক্তি, গৃহ, এবং সমাজ আদিকাল হইতে এই তিনটী ক্রমে পরিণত হইয়া আসিয়াছে, জনসমাজে এই তিনটিকে মানবমণ্ডলীরূপ দেহের

প্রধান যন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার কোনটির বিশৃঙ্খলতা তেই সেই দেহের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। উন্নতির নিয়মানুসারে প্রথমতঃ ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ গৃহ, তৃতীয়তঃ সমাজ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। * কিন্তু এই তিনের সামঞ্জস্য অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা, জনসমাজ এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিয়া কখন দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। ইহার একটীর ব্যাঘাত জন্মাইতে গেলে যেটীর ক্রিয়াধিক্য হইবে, সেইটি আপনাকে বিকৃত এবং অন্যগুলিকে ক্ষীণ দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে।

জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সংসারজনিত সুখ এই ত্রিবিধ সুখেচ্ছা ব্যক্তিগত। পরিবার এবং মনুষ্যমণ্ডলীর নিরপেক্ষ হইয়া এই তিনের সাধন করিলেই ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য উপস্থিত হইল এবং স্বার্থপরতা তখন তাহার নিয়ামক হইল। নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি উপেক্ষাশীল হইয়া এই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কেবলমাত্র পরিবারকে করিতে ইচ্ছা হইলে, উহা মোহরূপে পরিণত হয়। সমাজ বা মনুষ্যমণ্ডলী অতিবিস্তৃত। অত্যল্প লোকেরই মনঃ এত উচ্চ এবং সময় এত অধিক, যে উহা লইয়া আপনাকে ব্যাপৃত করে। যাঁহারাও আপনাদিগকে এইরূপে ব্যাপৃত করিবেন, তাঁহারা অবশ্য নিকটস্থ কতকগুলি লোককে সেই সুখত্রয়ের বিষয় করিবেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই সকল লোকই এক নূতন পরিবার হইয়া উঠে। নিজের প্রতি উপেক্ষাশীল থাকিলে এই ভাব জীবিত থাকে না, এমন কি উত্থিতই হয় না, সুতরাং এটীর অপব্যবহার অন্য রূপ। নিজের প্রতি উপেক্ষা, পরিবারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সমাজের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন অথচ সেই ব্যাকুলতা হইতে যে কার্য্য সমুপস্থিত হয়, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করা ইহাকে সামাজিক ভাবের অপব্যবহার বলে এবং কল্পনাকে ইহার নেতা

* সূক্ষ্মরূপে দেখিলে তিনেরই কর্ম্ম প্রথম হইতে এককালে হইয়া আসিতেছে। তবে যেটি যখন স্পষ্টতঃ প্রধানরূপে লক্ষিত হয়, তাহা ধরিয়া তত্তৎসময়কে তত্তৎপ্রধান বলা গিয়া থাকে। শারীরিক বল, মানসিক বল, এবং হৃদয়ের বল, ব্যক্তি, গৃহ, এবং সমাজের সঙ্গে যথাক্রমে গ্রথিত একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বলা যায়। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদিগের সাধারণতঃ স্বপ্নদর্শী বলা গিয়াথাকে। মানবীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ব্যক্তি, গৃহ এবং সমাজ এই ত্রিবিধ যন্ত্রের মধ্য দিয়া সমভাবে সাধিত হওয়া আবশ্যক।

পাঠিকাগণ বলিতে পারেন ইহাতে "শিক্ষিতা মহিলাগণের গুরুতর দায়িত্ব" কি বুঝা গেল? সুশিক্ষিতগণ ব্যক্তি, গৃহ এবং সমাজ এই তিন সম্বন্ধে অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শিক্ষিতা মহিলাগণ তাহা না করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের গুরুতর দায়িত্ব অবস্থান করিতেছে, তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত ব্যক্তি, গৃহ এবং সমাজ সম্বন্ধে যে যে অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম,সে গুলি গুরুতর দোষ ও তাহাই সংশোধন আবশ্যক, কিন্তু এতদপেক্ষায় গুরুতর দোষ আরো আছে। যখন ব্যক্তিত্ব প্রবল হইয়া গৃহ এবং সামাজিক বন্ধন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হয়, তখনই উহা পাপ হইয়া উঠে। এই পাপ পুনরায় মানবমণ্ডলীকে আদিম অসভ্য অবস্থাতে আনয়ন করিতে উদ্যত হয়; মনুষ্যজাতির উন্নতির উপর উন্নতি হইয়া গৃহ এবং সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। এখন যদি গৃহ সম্বন্ধ বা সামাজিক অবস্থার বিচিত্রতা এককালে তিরোহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, তবে বলা যাইতে পারে জন-ভঙ্গ উপস্থিত। পাঠিকাগণ বলিতে পারেন, এমন কাণ্ড কোথায় আরম্ভ হইয়াছে? স্বপ্নদর্শীর ন্যায় এ সকল বিষয়ে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা স্বপ্নদর্শী নহি। বাস্তবিক সভ্যতর দেশে এ সম্বন্ধে যে প্রতিকূল স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদিগের এই প্রস্তাব।

পরিণয়বন্ধন গৃহের ভিত্তিভূমি। উহার বিশুদ্ধতা ও অটলতা,সুখ শান্তি ও উন্নতির মূল। কতকগুলি অল্পদর্শী লোক এই পরিবারের মূলে স্পষ্টতঃ বা পাকতঃ কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত। আমরা শুনিতে পাই, সুসভ্য আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশে বিবাহ সম্বন্ধে নিত্য নূতন প্রণালী সৃজিত হইতেছে। অনেকে রমণী উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইয়া মনোনীত পুরুষের সহিত স্বাধীন প্রণয় করিতেছেন, কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সহিত পত্নীত্বের এগ্রিমেণ্ট করিতেছেন, কেহ কেহ পরিবারবন্ধনকে কুসংস্কার

বলিয়া তাহা এককালে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। আবার শুনা যায় এ দেশের বহুবিবাহ প্রথার ন্যায় প্রথা তথায় স্থাপিত করণার্থ অনেক স্ত্রী এক স্বামীর পত্নী হইবার অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন। উন্নতির নামে এ প্রকার উন্নতি বিঘাতক ঘোর বর্ব্বরত্ব সাধক কার্য্যে লোকের কেন প্রবৃত্তি হইতেছে? আমরা উপরে গৃহাদির অপব্যবহার সম্বন্ধে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই উহার মূল। পরিণীত স্ত্রীপুরুষ নিজ২ স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত বলিয়া যদি সমূহ অনিষ্টপাত হয় সে দোষ পরিণয় বিধির নহে, পরিণেতৃদ্বয়ের। স্বার্থসাধন বিনাশ কর, পরিণয় অতি সুমধুর ফল প্রসব করিবে। মনুষ্য পরিণীত হইয়া পরিবারের সুখসাধন জন্য সমাজের উপরে অত্যাচার ও অকল্যাণ সাধন করে। ইহা পরিণয় বিধির দোষ নয়, অবিধিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়েরই দোষ। বিশুদ্ধ বৈবাহিক ও পারিবারিক নিয়ম একদিকে ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করে, অন্য দিকে সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের সহায় হয়।

কুমারী সফায়া ডবসন কলেট।

আমরা উপরে যাঁহার নামাঙ্কিত করিলাম, ইনি ইংলণ্ড দেশীয় একজন কৃতবিদ্য রমণী। আমাদিগের রাজদেশে ভারতহিতার্থিনী যত কামিনী আছেন, তন্মধ্যে ইনি একজন সর্ব্ব প্রধান। ইনি যদিও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি ইহাঁর অসাধারণ ভক্তি এবং ইংলণ্ডে যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিতেছেন, তন্মধ্যে ইহাঁর উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের 'English Visit' ইংলণ্ড ভ্রমণ নামে যে বৃহৎ পুস্তক আছে, ইনি তাহা বহু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক প্রকাশ করেন, কেশব বাবুর ভারতবর্ষীয় কতকগুলি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা একত্র করিয়াও পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করেন, ব্রাহ্ম বিবাহ এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক পুস্তকও ইনি ইংরাজীতে লিখিয়াছেন। এদেশের বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে এবং এদেশীয়দিগের রীতি, নীতি ও বর্ত্তমান সময়ের উন্নতি সূচক আন্দোলন সকল অবগত হইতে ইহাঁর যে কতদূর আগ্রহ তাহা বলিয়া

শেষ করা যায় না। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'বামা হিতৈষিণী' নামে একটী সভা আছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাহার সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত পত্রস্থ করিতেছি। এরূপ করিবার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। বিলাতের বিদ্যাবতী এক রমণী একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের নয়। কিন্তু তিনি এই পত্রখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছেন, এইটী বিশেষ চমৎকার ও আনন্দের বিষয়। আমরা শুনিয়াছি ইংলণ্ডে বসিয়া আপনার অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে ইনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, যদি কাহার নিকট কিছু সাহায্য পাইয়া থাকেন, সে নিতান্ত সামান্য। আমরা আরো শুনিয়াছি, এদেশীয় নারীগণের সহিত পত্রালাপ করিবার সুবিধা হইবে ইহা তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষার একটী মুখ্য অভিপ্রায়। পাঠিকাগণ এইটী স্মরণ করিলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি যে পত্র খানি লিখিয়াছেন তাহা অতি স্পষ্ট ছাপার ন্যায় অক্ষরে এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন, আমাদিগের ইচ্ছা ছিল ইহা লিথোগ্রাফ করিয়া বামাবোধিনীতে প্রকাশ করি, কিন্তু তাহার সুবিধা না হওয়াতে অবিকল মুদ্রিত করিলাম।

"লণ্ডন্ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রদ্ধেয় ভগিনি!

বিগত জুন মাসের বামাবোধিনীতে আপনার লিখিত বামাহিতৈষিণী সভার বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও আপনার নিকট এই পত্র খানী লিখিতে সাহসী হইতেছি এই বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ জানিতে আমার এখন ইচ্ছা হইয়াছে। এবং তজ্জন্য এই প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

(১) স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ এই সভায় পাঠ করিবার জন্য রচনা লিখেন কি না?

২। মহিলারা কি নিজেই স্বলিখিত রচনা পাঠ করেন? তাহা না হইলে রচনা গুলি কে পাঠ করেন?

(৩) আপনার সভা বিবরণে যে সকল রচনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কে কে লিখিয়াছেন?

(৪) এই সমুদায় রচনা গুলি কি প্রকাশিত হইবে? বিগত এপ্রিল মাস হইতে আমি বামাবোধিনী পাইতেছি, সুতরাং ইহাতে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা আমি দেখিতে পাই।

৪র্থ ও ৮ম রচনার শিরোনাম পড়িয়া বোধ হইতেছে যে এই রচনা গুলি অত্যন্ত ভাল হইবে।

(৫) বামারচনাবলীতে উদ্ধৃত রচনার মধ্যে কোন্ কোন্ রচনা ভারত সংস্কার স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে?

বাঙ্গালাতে আমার অতি অল্পই অধিকার, কিন্তু আমার ভরসা এই, যে সময় মধ্যে আপনার উত্তর পাইতে আশা করি তখন বিনা সাহায্যে আপনার পত্র পড়িতে পারিব। আমাদের বামাকুলের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন তাহাতে আমার কিরূপ গাঢ় সহানুভূতি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

আপনাদের উন্নতি হউক, ইহা আমার আন্তরিক বাসনা।

আপনার ইং রাজ ভগিনী
সফায়া ডবসন কলেট।"

গার্হস্থ্য দর্পণ।

পরিশ্রম ও বিশ্রাম।

কোন কর্ম্ম না থাকার অপেক্ষা অধর্ম্মের ভোগ পৃথিবীতে আর নাই। আমরা স্বভাবতঃ কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি, এবং কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না পাইলে অনর্থক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। নিষ্কর্ম্মা লোকের শরীরে ঘুণ ধরে ও মনে পোকা পড়ে। শরীরের ঘুণ রোগ ও মনের পোকা পাপ।

যাহাদের দাস দাসী রাখিবার যথেষ্ট সঙ্গতি আছে, তাহাদের সংসারেও স্ত্রীলোকদিগকে সাংসারিক কর্ম্মের জন্য না হউক. শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা রক্ষার অনুরোধে অনেক কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করা আবশ্যক। প্রত্যূষে উঠিয়া দাস দাসীদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং আবশ্যক মতে ও ইচ্ছামতে কোন কার্য্যভার গ্রহণ, সন্তানাদির যথোচিত পালন ও গৃহসজ্জাদির আয়োজন ইত্যাদি সংসারিক কার্য্য গৃহিণীদিগের স্বয়ং নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য যথোচিত সাধন করিতে হইলে আর অনর্থক ক্রিয়া দ্বারা কার্য্যাসক্তি চরিতার্থ করিতে হয় না। তাস পিটিয়া বৃথা গল্প করিয়া কালক্ষেপ করিলে শুদ্ধ আবশ্যক কর্ম্ম সকল অসম্পাদিত থাকে এই মাত্র দোষ ঘটে না, শারীরিক কার্য্য যথোচিত সম্পাদিত না হওয়াতে স্বাস্থ্য রক্ষারও ব্যাঘাত হয়। আহার নিদ্রাও যেমন, শারীরিক পরিশ্রমও তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ,কি ধনী, কি দুঃখী বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই নিজ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এত আছে যে সেই সকল কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে গেলে আর অনর্থক পরিশ্রমের আবশ্যকতা থাকে না, তথাপি অনেক স্থলে বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সকল না করাতেই উক্ত শারীরিক নিয়ম যথেষ্টরূপে প্রতিপালিত হয় না। গৃহিণীর পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, কারণ তাঁহাকে কেবল নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেই যথেষ্ট হয় না, শিশুসন্তানাদি সকলের পক্ষেই যে রূপে যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহাও তাঁহার জানা আবশ্যক। অতএব অঙ্গচালন, পরিশ্রম, ক্রীড়া, ব্যায়াম, বায়ুসেবন, শয়ন ও নিদ্রা এ সমুদায় বিষয়ের স্থূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা যাইতেছে।

শরীরের সর্ব্বাঙ্গে পেশী আছে, তদ্দ্বারা অঙ্গসঞ্চালনাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়। পেশী সকল শরীরের রজ্জুস্বরূপ, তাহাদের অগ্রভাগ স্নায়ু ও অস্থির সহিত সংযুক্ত, সেই সকলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন হয়। ইহা মেদ ও ত্বকদ্বারা আবৃত থাকে এবং মেদের ভাগ অধিক হইলে শরীরটি হৃষ্টপুষ্ট দেখায়, কিন্তু তাহা হইলেই যে বল অধিক থাকে তাহা নহে। পেশীর বলেই শরীরের বল। পেশী সকল যত সঞ্চালিত হয়, তত

উহাদের মধ্যে রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে, মেদ অর্থাৎ চর্ব্বির অংশ হ্রাস হইয়া মাংসের অংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি হইয়া অনেকাংশ মলভাগও পরিষ্কৃত হয় এবং ঘর্ম্মদ্বারাও অনেকাংশ বহির্গত হইয়া যায়। পরিশ্রম না করিলে যদিও কোন বিশেষ রোগ না হয়, তথাপি শরীরটি কেবল মেদ ও মলপূর্ণ এবং বলশূন্য হইয়া থাকে, এমন শরীরের ভারেই অস্থির যে ব্যক্তি সে কর্ম্মের ভার কি রূপে বহন করিতে সক্ষম হইবে? এমন নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের পেশীসমূহ রক্তহীন ও নিস্তেজ হইয়া থাকে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন যতই আহার কর না কেন, তাহাতে শরীরে কেবল চর্ব্বি বাড়ে ও স্থূলতা বৃদ্ধি হয়। বোঝাটি বড় হয় মাত্র, বল বাড়ে না। কিন্তু যথোচিত পরিশ্রম করিলে শারীরিক সমস্ত কার্য্যই তদনুসারে অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হইতে থাকে, সুতরাং অধিক পরিমাণে আহারাদিও আবশ্যক হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা মনও উত্তেজিত হয়, কেন না প্রধানতঃ মানসিক উত্তেজনা দ্বারাই ইচ্ছামতে পেশীসকল কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয় এবং পরে শারীরিক কার্য্য সকল তদ্দ্বারা সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হওয়াতে, শরীরের স্ফূর্ত্তি যেমন হয়, মনেরও তেমনি উৎসাহ ও আনন্দ হয়। এই জন্য কোন কার্য্য বিশেষ সাধন করা অভিপ্রেত না হইলে অনর্থক পরিশ্রম দ্বারা সম্যক্ উপকার হয় না।

যাহা হউক বয়স ও অবস্থাভেদে পরিশ্রমের তারতম্য আছে। যে শিশু শুদ্ধ শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকেও মধ্যে মধ্যে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে দিতে হয়, যত সে হস্ত পদ নাড়িতে পারে, তত তাহার আহ্লাদ হয় এবং আনন্দসূচক চীৎকার দ্বারা সেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পিতামাতা ও অপরের মনোরঞ্জন করে। শিশুরা যখন হামাগুড়ি দিতে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের আরো অধিক অঙ্গসঞ্চালন হইতে থাকে। কিন্তু তাহারা যখন যে কার্য্য করিতে যোগ্য না হয়, তখন তাহাদিগকে সেই কার্য্য করান উচিত নহে। পরে তাহারা যখন দৌড়া দৌড়ি করিতে শিখে, তখন তাহাদিগকে দৌড়া দৌড়ি করিতে না দিয়া শুদ্ধ বসাইয়া রাখিলে তাহাদের শরীরের পক্ষে হানি করা হয়। ছেলেরা

আপন ইচ্ছানুসারে যত লম্ফ ঝম্প ও দৌড়া দৌড়ি করে, ততই তাহারা সবল হয়। পরে তাহারা ব্যাট ও বল ইত্যাদি নানা প্রকার খেলা করিতে ইচ্ছুক হয়, সে সকল খেলাদ্বারাও শারীরিক উপকার হয়। ছেলেরা যাবৎ কোন হানিজনক কার্য্য না করে, তাবৎ তাহাদিগকে খেলা করিতে দেওয়া উচিত। বালক সময়ানুসারে যথোচিত মতে খেলা করে কি না? ইহা দেখা আবশ্যক, যে ছেলে একেবারে খেলা ভাল বাসে না, তাহাকে শান্তশিষ্ট না বলিয়া বরং অপ্রাকৃতিক স্বভাব বিশিষ্ট বিবেচনা করিতে হয়। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি হইলে অশ্বারোহণ ও সন্তরণ ইত্যাদি যে সকল কার্য্যে অধিক বল ও সাহস আবশ্যক, সেই সকল কার্য্যে মনের প্রবৃত্তি জন্মিলে সাধ্যমতে তাহাতেও উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অভাবপক্ষে সকলেরই কিঞ্চিৎ ব্যায়াম চর্চ্চা রাখা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের অবস্থায় এ দেশের বালকদিগকে অল্পবয়সেই এতদূর শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় যে তাহাদের আর ব্যায়ামের প্রয়োজন থাকে না। প্রায় সাংসারিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেই অনেককে নিয়মিত কার্য্যের নিমিত্ত যে রূপ পরিশ্রম করিতে হয় তাহাই যথেষ্ট। তথাপি সকলের নিয়মিত কার্য্যানুরোধে পরিশ্রম করিতে হয় না, এই জন্য তদভাব পূরণার্থ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম অভ্যাস করা বিধেয়, কেননা ব্যায়ামের অভিপ্রায়ই এই, যে সর্ব্বাঙ্গের পেশী বিলক্ষণ রূপে সঞ্চালিত হয়। গীত বাদ্য নৃত্যদ্বারাও সেই অভিপ্রায় সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। যদিও গীতবাদ্য চর্চ্চা পুরুষদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে আছে, কিন্তু নটী ভিন্ন আর কাহাদিগের মধ্যেই নৃত্যের চর্চ্চা নাই। এ বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার আছে, তাহা শীঘ্র দূর হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক, কি ব্যায়াম, কি নৃত্যাদি, যে কোন প্রকারেই অঙ্গচালন করা হউক, তজ্জনিত পরিশ্রম দ্বারা যে হাঁপ আইসে তাহাতে বিশেষ উপকার হয়। অনেকে ছেলেদের দৌড়িতে বারণ করিবার সময় বলে "ওরে দৌড়িস না, হাঁপিয়ে পড়বি," যেন হাঁপ আসিলে বড় হানি হয়। বাস্তবিক তাহা নয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য শীঘ্রং সম্পন্ন হওয়াতে শীঘ্রং এবং অধিক পরিমাণে রক্ত সংশোধিত হইতে থাকে। অতএব এই মাত্র জানা

উচিত যে ব্যায়ামাদি পরিশ্রমের কার্য্য প্রচুর পরিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ স্থানে করা কর্ত্তব্য। বায়ুই প্রাণীর জীবন, সকলের পক্ষেই বায়ু সেবন করা আবশ্যক। ঝড়, বৃষ্টি, ও কুজ্ঝটিকার সময় ব্যতীত সকল কালেই শিশুকে প্রত্যূষে ও অপরাহ্নে ক্রোড়ে করিয়া বায়ুসেবন করান উচিত। বেড়াইতে শিখিলে ছেলেদিগকে কিয়ৎক্ষণ উক্ত সময়ে বায়ুসেবনার্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। বড়লোকদিগেরও অভাবপক্ষে একবার প্রত্যূষে কিয়দ্দূর সজোরে বেড়াইয়া আসিলে বিশেষ উপকার হয়। কথিত আছে "প্রৌঢ়াবস্থায় নীরোগ ও সবল শরীরে প্রত্যহ ৪।৫ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে যে রূপ শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক করে, অন্য প্রকারে ঐ পরিমাণে পরিশ্রম না করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইতে পারে না"। সেইরূপ "বালক বালিকাদিগের পক্ষে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণ অথবা তদনুরূপ অন্যপ্রকার পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক।" অতএব নিয়মিত যে রূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক, প্রাতঃকালীন বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ দ্বারাই তাহার পূরণ করা কর্ত্তব্য, কেননা প্রত্যূষে বায়ু যেরূপ শীতল ও বিশুদ্ধ থাকে, আর কোন সময়েই সে রূপ থাকে না। বায়ু সেবনার্থ এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের বহির্গমন করা রীতিবিরুদ্ধ ও অসম্ভব। তাঁহারা প্রায় অনেকে নিয়মিত সাংসারিক কার্য্যে যে রূপ ব্যস্ত থাকেন, তাহাতে আর অন্য প্রকার পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই তথাপি বাটীতে যদি বৃক্ষলতাদি থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের জন্য আবশ্যক কার্য্য সকল প্রত্যূষে ও অপরাহ্নে সম্পন্ন করিলেই বিশেষ উপকার হইতে পারে। নিয়মিত কার্য্য, ভ্রমণ বা ব্যায়াম যে প্রকারেই হউক যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে প্রচুর রূপে রক্ত সঞ্চালন হয় না এবং রক্তের বেগ না থাকিলে যে রক্ত শরীরের নিম্ন ভাগে অর্থাৎ পাদদেশে আইসে, তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বেগে ঊর্দ্ধদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে না। এইরূপে বাত, শোঁথ, গোদ এই সকল রোগের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি।

হিন্দু সমাজে আমি নিতান্ত দুঃখিনীর ন্যায় দিন কাটাই। আজ কাল আবার সমাজ সংস্কারকদের হাতে পড়িয়া আমার বিষাদের অগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক আমার দুঃখ দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিসে আমার মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে আমার মত কেহ জিজ্ঞাসা করে না। আর দশ জনের মতে আমাকে চলিতে হয়। আমাকে সংস্কার করিবার জন্য—আমার সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়াছেন। অনেক সভাতে আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হইয়া থাকে; আমার দুঃখে কাতর হইয়া অনেকে কত পুস্তক লিখিতেছেন, সংবাদ পত্রে আমার দুর্দ্দশা সর্ব্বদাই বর্ণিত হইয়া থাকে। এ সকল দেখিলে আমার কিঞ্চিৎ আহ্লাদ ও আশা হয় বটে, কিন্তু আমার উপরে বলপূর্ব্বক সামাজিক উন্নতি চাপাইয়া দিবার চেষ্টা আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছে। আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভাল করিবার জন্য কেহ কেহ যে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমি হাঁসিব কি কাঁদিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। "যাহার বিবাহ তাহার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই" আমার সম্বন্ধে এই কথাটী ঠিক্ খাটিয়াছে। লোকের দয়াই আমার পক্ষে নিষ্ঠুরতা হইয়াছে, আমার সংস্কারকই আমার বিনাশক হইয়াছেন, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইলেন। এই দুঃখেই আমি বিশেষ কাতর হইয়াছি। হিন্দুরাত আমাকে অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে কুসংস্কার শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া নানা বিধ কষ্ট দিতেছেন। ইহা তত আশ্চর্য্য নহে, কেন না তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না এবং প্রবল দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কষ্ট দেন। কিন্তু নব্য দলের যে সকল ব্যক্তি সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত এবং যাঁহারা আমার মত দুঃখিনীদিগের হিত সাধন উদ্দেশে ধুম ধাম করিতেছেন, তাঁহাদেরই হস্তে আমার এত দুর্দ্দশা—ইহা ভাবিলে দুঃসহ কষ্ট উপস্থিত হয়। আমি বলি আগে আমার ভিতর ভাল কর, পরে বাহ্যিক উৎকর্ষ সাধন করিও। কিন্তু তাঁহারা এ কথা শুনিবেন না। আগে আমাকে

বিলাতী ঘাঘরা পরিতেই হইবে। আমি উহা কোন মতেই সাম্‌লাইতে পারি না। বার বার পায়ে জড়াইয়া গিয়া আমি হোঁচট খাই, কিন্তু এ কথায় সকলে বধির, আমাকে সভ্য হইতেই হইবে। মাংস খাইলে আমার অত্যন্ত অসুখ হয়, তাহাতে ছুরি কাঁটার অভ্যাস কোন কালে নাই, ব্যবহার করিতে গেলে মুখ বিঁধিয়া যায়; তথাপি সভ্যতার অনুরোধে ছুরি কাঁটা ধরিয়া শূকর প্রভৃতির মাংস খাইতেই হইবে। আমি ইংরাজি জানি না, তথাপি মেমদিগের নিকটে আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুই পাঁচটী ইংরাজি বোল আমার মুখ দিয়া বলাইতে হইবে। মদের গন্ধে আমার নাড়ি উঠিয়া আইসে এবং উহা দ্বারা আমি জানি ধর্ম্ম এবং প্রাণ উভয়ই নষ্ট হয়, তথাপি সাহেব বিবিদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য দুই এক গ্লাশ বিয়ার কিম্বা সেরি আমোদ করিতে করিতে খাইতেই হইবে। চির কাল ঘরের বৌ হইয়া ছিলাম, লোকের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হয়, তথাপি কখন সভাতে—কখন বগি গাড়িতে দশ জনকে দেখাইবার জন্য আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। দেশস্থ সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার পক্ষে এরূপ ব্যবহার অন্যায় ও নিষ্ঠুর কি না? পাপ ও কুসংস্কারে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, বাহিরে আমাকে বেশ ভূষা দিয়া সাজাইলে কি হইবে? অগ্রে আমাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম দাও, আমার মনকে উন্নত কর, হৃদয়কে প্রশস্ত কর, ইচ্ছাকে পবিত্র কর; ঈশ্বরের প্রতি, সমাজের প্রতি, এবং নিজের প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দাও। সমুদায় পাপ রোগের ঔষধ যে উপাসনা এবং ঈশ্বর নির্ভর তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সহবাসে রাখিয়া আমাকে পুণ্যবতী হইতে সহায়তা কর। আমার মন উন্নত ও ধর্ম্মশীল হইলে আর কিছু অভাব থাকিবে না। অন্য কাহাকেও ক্লেশ করিয়া আমাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে না, আমি নিজে ঈশ্বরের সাহায্যে স্বাধীন হইব।

জগদ্দল বালিকা বিদ্যালয়।

আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া গত ৬ই আশ্বিন রবিবার এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতার ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব জগদ্দল নামে একটী প্রাচীন গ্রামে ইহা সংস্থাপিত। গ্রামটী পূর্ব্বে বৃহৎ এবং অনেক ভদ্রলোকের বসতি পূর্ণ ছিল, আদি গঙ্গা ইহার উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত হইত; এখন সে গঙ্গা মজিয়া গিয়াছে, ইহাও নিতান্ত ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়টী জেনানা মিসনের বিবীগণ দ্বারা সংস্থাপিত। ৮।৯ বৎসর হইল ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে এবং অনেক গুলি বালিকা ও যুবতী ইহা হইতে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জগদ্দলের স্ত্রীলোকগণ বিদ্যোন্নতি সাধনে অনেক পল্লীগ্রামের ভগিনীগণ অপেক্ষা যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য অত্রত্য একটী হিন্দু কুলবধূ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই শিক্ষয়িত্রীর বিষয় আমরা সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। বিদ্যার প্রতি ইহাঁর অসাধারণ অনুরাগ। স্বয়ং সর্ব্বদা নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আপনার উন্নতি সাধন করেন এবং বালিকাগণকে কন্যার ন্যায় স্নেহে বশীভূত করিয়া শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। সকল পল্লীগ্রামে এইরূপ শিক্ষয়িত্রী ও এইরূপ এক একটী বিদ্যালয় থাকিলে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত পথ যে আশু প্রসারিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইলে একটী প্রখর বুদ্ধিমতী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কোকিল কণ্ঠে এই পদ্যটী পাঠ করিয়া সভাস্থ গণকে বিমোহিত করিয়াছিল।

আজি কি সুখের দিন, ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
অপূর্ব্ব আনন্দ আর হৃদয়ে না ধরে।
প্রকাশিতে মনোভাব, যে ভাবের আবির্ভাব,
জ্ঞান বুদ্ধি হীন বালা বর্ণিতে না পারে।
ইচ্ছা হইতেছে মনে, প্রীতি আর ভক্তি সনে,
সুচিকণ বাক্য হার গাঁথি সযতনে,

দেখাইব সবাকায়, আনন্দ হৃদয়ে যায়,
গ্রহণ করিবে সবে গুণী সাধুগণে।
আমরা কি সেই বালা, রচিব নবীন মালা,
গাঁথিয়া দেখাব সবে নূতন কৌশল।
নূতন গাঁথিতে মালা, কি জানে অবোধ বালা?
যতন করাই সার হইবে বিফল।
কিন্তু উথলিছে মনে, মনোভাব, সযতনে
আনিয়াছি তাই, কিছু দিতে উপহার।
এ নহে রচনা মালা, কেবল সে বাল্য খেলা,
বাল্য খেলা সকলতে করি একবার।
যাঁহাদের কৃপাগুণে, উৎসাহ পূর্ণ বচনে,
বিদ্যালয়ে আসি লভি অমূল্য রতন।
তাঁহাদের কাছে বালা, দেখাইতে বাল্য খেলা,
কেন ভয়—অন্তরেতে হইবে এখন?
ধন্য সেই সাধুগণ, ধন্য তাঁহাদের মন,
যাঁহাদের কৃপাগুণে দুঃখী বালাগণ।
নিঃস্ব নিঃসহায় দেশে, কত ক্লেশে অবশেষে,
করিতেছে আপনার উন্নতি সাধন।
জ্ঞান ধন ধর্ম্মসহ, স্থাপি বিদ্যালয় গৃহ,
দুঃখিনী বালিকা প্রতি হইয়া সদয়।
মহৎ মাহাত্ম্য গুণে, অকাতর পরিশ্রমে,
পরীক্ষায় উত্তেজিত করিলা সবায়।
অদ্য আসি পুনর্ব্বার, দিতেছেন পুরস্কার,
কেবা করে বামাগণে এত উপকার?
এস সব ভগ্নীগণ, হয়ে সবে এক মন,
মিলি এক ভাবে করি বিভু গুণ গান।
তাঁদের সুযশ নিধি, আমাদের দেন বিধি,
যাতে স্বদেশের হবে মঙ্গল বিধান।

সবে মিলে করি যত্ন, লভিবারে জ্ঞান রত্ন,
সামান্য রতন তুচ্ছ যার কাছে হয়।
বিদ্যাবতী বামাগণে, ভূষিলে গুণ ভূষণে,
অলঙ্কার তার কাছে শোভা হীন রয়।
সুশীলতা সরলতা, হৃদয়ের কোমলতা,
বিনয়ে বিনীতা হয়ে জীবন যাপয়।
নাহি থাকে অন্য আশা, ত্যজিয়ে লোভ পিপাসা,
ছাড়িয়া প্রবৃত্তি, লয় শান্তির আশ্রয়।

এলোকেশীর শোচনীয় হত্যা।

তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরির বৃত্তান্ত বঙ্গদেশের আর কোন খানে অশ্রুত নাই, কিন্তু আমরা বামবোধিনীতে এতদিন এ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করি নাই। আমাদিগের না করিবার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। প্রথমতঃ এ ঘটনাটী একটী স্ত্রীলোকের কুচরিত্র সংস্পৃষ্ট, এরূপ বিষয় পাঠিকাগণের গোচর করা আমাদিগের অভীষ্ট নহে। দ্বিতীয়তঃ এ ঘটনাটী লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী রাজবিচার চলিতেছিল, তাহার পরিণাম কি হয় দেখিয়া একবারে আমাদিগের বক্তব্য যাহা কিছু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কুৎসিত বিষয় হইলেও ইহা নীতিশিক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং রাজবিচার সমাপ্ত হইয়া দোষীদিগের প্রতি যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইয়াছে, অতএব এখন আমরা এ ঘটনাটীকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য পত্রিকাস্থ করিতেছি।

তারকেশ্বরের সন্নিকট কুমকল গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিল। এলোকেশী তাহার দ্বিতীয় কন্যা। ইহার সহিত নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই ব্রাহ্মণ যুবা কলিকাতা মিলিটারীঅরফান নামক ছাপাখানায় অতি অল্পবেতনে কর্ম্ম করিত। সে স্ত্রীকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিত, অভিভাবক কেহ না থাকাতে তাহাকে বরাবর পিত্রালয়েই রাখিয়াছিল। যে বেতন পাইত, তাহা হইতে কায়ক্লেশে

নিজব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, কিছু কিছু তাহার জন্য পাঠাইতে ত্রুটী করিত না এবং অবকাশ পাইলেই শ্বশুরালয়ে যাইত। এলোকেশীর বয়স ১৫।১৬ বৎসর, দেখিতে পরমা সুন্দরী। সে কুক্ষণে একদিন কতিপয় আত্মীয় সমভিব্যাহারে তারকেশ্বর দর্শন করিতে যায়। তত্রত্য মোহন্তের দর্শন পথে পড়িলে উক্ত দুরাত্মা তাহাকে হস্তগত করিতে লোলুপ হয়। তারকেশ্বরের প্রসাদে মোহন্তের অতুল ঐশ্বর্য্য। সে অর্থ দ্বারা এলোকেশীর পিতা নীলকমলকে বশ করে এবং নানাবিধ বসন, ভূষণ ও খাদ্যদ্রব্যের লোভ দেখাইয়া এলোকেশীর মন ভুলাইয়া লয়। গত মাঘ হইতে জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অসৎবৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছিল। গত ২৬এ মে মহারাণীর জন্ম দিনের ছুটীতে নবীন শ্বশুরালয়ে গিয়া নানা স্থান হইতে স্ত্রীর কুচরিত্রের কথা শুনিতে পায়। বস্তুতঃ সে প্রদেশে এ সংবাদ এত প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে নীলকমলকে এক ঘরে করে এবং সাবিত্রীর ব্রতোপলক্ষে নবীন তাহার দিদী শশুড়ীর (শাশুড়ীর মা) বাটীতে আহার করিতে গেলে নিমন্ত্রিতেরা তাহাকে হুঁকা দেয় না এবং আপনার উচ্ছিষ্ট আপনাকে লইতে বাধ্য করে। নবীন ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে ও অপমানে পাগলের ন্যায় হইয়া বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে যথোচিত তিরস্কার করে এবং উঠানের মাটীতে লুটাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। পরে সে তাহার স্ত্রীকে সবিশেষ বলিতে আদেশ করিলে সরলা বালা স্বামীর পা ছুঁইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করে এবং দোষ স্বীকার করিয়া পায় পড়িয়া ক্ষমা চায়। নবীন তখন অবিলম্বে স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু মোহন্ত পথরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক এলোকেশীকে লইয়া যাইবার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আছে শুনিতে পায়। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া একখানি বঁটী কোপা করিয়া এলোকেশীর প্রাণ বধ করে এবং রক্তাক্ত শরীরে উন্মত্তবেশে এক চৌকীদারকে ধরা দিয়া বলে "আমার স্ত্রীর প্রাণবধ করিয়াছি, শীঘ্র আমার ফাঁসী যাহাতে হয় তাহার উপায় কর।" হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে চালান হইয়া নবীন যেরূপ কাতর ভাবে ও আর্ত্তস্বরে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করে, তাহাতে শ্রোতাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পরে সে তাহার

স্ত্রীর সতীত্ব হরণকারীর নামে অভিযোগ করে। মোহন্ত এই সকল সংবাদ শুনিয়া নিরুদ্দেশ হয়। কিন্তু বারিষ্টার জ্যাক্‌সন ও আর আর মন্ত্রীর পরামর্শে আদালতে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে আইসে। মাজিষ্ট্রেট গুরুতর অপরাধাক্রান্ত বলিয়া ইহাকে দায়রাতে সমর্পণ করেন। মোহন্ত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অনেক উকীল বারিষ্টার খাড়া করে, সাক্ষীদিগেকে গোপন করিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে এলোকেশীর বিমাতা ও পিতার মৃত্যু হইয়াও তাহার পক্ষের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি,গোপীনাথ রায় নামে এক পুরাতন দ্বারবানকে সে সিদ্ধিপান করাইয়া, অর্থলোভ দেখাইয়া, ভয় প্রদর্শন করিয়া কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে নাই,উহা দ্বারা তাহার সকল দোষ সপ্রমাণ হয় এবং ফিল্‌ড সাহেবের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসরের মেয়াদ ও ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। মোহন্ত অব্যাহতি পাইবে বলিয়া প্রধানতম আদালতে আপীল করে, কিন্তু হাইকোর্টের জজেরা তাহার সেই দণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছেন। হত্যাপরাধে নবীনের দ্বীপান্তর নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হইয়াছে।

মোহন্তের যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হইয়াছে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ন্যায়বান্ ঈশ্বর পাপাত্মা নীলকমলকে সমূলে নিপাত করিয়াছেন, ইহাতেও লোকে সুখী। এলোকেশীর জন্য আমাদিগের দুঃখ হয়, কিন্তু সে সজ্ঞানে নারীর পরমধন সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, এজন্য কলঙ্কিত দেহ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য নবীনের জন্য সকলে শোক করিতেছে, কিন্তু অশেষ অনিষ্টকারী মোহন্তকে শাসন করিয়া যে সে মহা কার্য্য করিল, তজ্জন্য তাহার খ্যাতি চিরস্থায়ী হইবে এবং এ দেশের লোক তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তারকেশ্বরের মোহন্ত-সম্বন্ধে একটী পদ্য আমাদিগের কোন পাঠিকা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১

সখি কি সুখের কথা শুনিলাম আজ।
মোহন্ত ছাড়িল নাকি মানব সমাজ?

হইয়ে নিগড়ে বদ্ধ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,
কারাগারে নিবসতি করিল দুর্জ্জন।
জয় জয় ধার্ম্মিকের জয় জয় জয়,
"যতো ধর্ম্মো স্ততো জয়" শাস্ত্রে এই কয়।

২

শিবের মোহন্ত এ না? হায় হায় হায়।
এমন পাষণ্ড ভণ্ড ছিল এ ধরায়?
অবলার সারধন সতীত্ব রতন।
কার বলে পাপমতি করিল হরণ?
কার তেজে এত দর্প কার বলে বল?
কেনা জানে জগদীশ অনাথ সম্বল।

৩

"ধার্ম্মিকের পরাজয় পাপীগণ জয়"
সদা মুখে বলে মূঢ় মানব নিচয়।
নির্দ্দয়, কপট, মূর্খ, মোহন্ত দুর্জ্জন,
কলিতে পাপের জয় ভাবিয়ে তখন
করেছিল এই কায, জগদীশে হেলি।
ওরে মূর্খ তার ফল হাতে হাতে পেলি?

৪

ছি, ছি, বোন্ এলোকেশি কি কায করিলে?
ভারত রমণী গণে প্রাণেতে বধিলে!
পাতক নিশান হায় গগণে উঠিল,
কলঙ্ক ডঙ্কার নাদে জগৎ নাদিল।
লৌহময় অবলার পবিত্র অন্তর।
হায় দিদি কোন্ প্রাণে ভর্জিলি পামর?

৫

ছিল না এলোর দোষ বিমাতা সাপিনী,
সেধেছিল এ বিষাদ মানব ঘাতিনী।
হইয়ে পিশাচী মুগ্ধা পিশাচ মায়ায়,
হরিল সতীত্ব পুনঃ নাশিল বালায়।
অপঘাতে শেষে কিন্তু আপনি মরিল,
ধর্ম্মের যে সূক্ষ্ম গতি সকলে জানিল।

৬

শুনিনে কখন সখি এ ঘটনা হায়,
হইয়া জনক স্বীয় তনয়া মজায় ?
পাপাশয় কোন্ প্রাণে তনয়া রতনে,
সঁপে দিল হাতে হাতে মোহন্ত দুর্জ্জনে ?
অর্থ লোভে নরাধম কি কাজ করিল।
অপঘাতে পুনঃ হায় আপনি মরিল।

৭

নির্দ্দোষী সে এলোকেশী বলিব কেমনে,
(প্রত্যহ যাইত কেন মোহন্ত সদনে ?)
আশঙ্কায় (এই কথা যদি সত্য হয়)
অপঘাতে কেন না সে গেল যমালয় ?
অপঘাত সমপাপ (নহে সর্ব্বক্ষণ)
হলো না কি অপঘাতে এলোর মরণ ?

৮

আয় দিদি সবে মেলি রাজদ্বারে যাই,—
আমাদের মনোভাব ভূপেরে জানাই।
(বাঁচাতে নবীনে সেই হতভাগ্য জনে।
হয়েছে যে দ্বীপান্তর পাপিনী কারণে।)
হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধাদির হইয়ে সহায়।
অজ্ঞানেতে নাশিয়াছে কুলটা জায়ায়।

৯

স্মরিলে সে দুঃসময় উড়ে যায় প্রাণ,
আশঙ্কায় হতভাগ্য হারাইয়ে জ্ঞান,
সেধে ছিল এ বিষাদ। হায় হায় হায়!
আয় দিদি এর কিছু করিগে উপায়॥
একে মূর্খ তার দোষ কি দিব বল না ?
আয়লো বঙ্গের আজ পুরাই বাসনা।

১০

ভারত সন্তান সবে নবীন কারণ।
চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিছে এখন॥
পক্ষপাত মহাপাপ করিয়ে স্মরণ।
আমরাও কাঁদি আয় নবীন কারণ॥
ধন্য ধন্য জগদীশ মহিমা তোমার।
নমি প্রভু, পূর্ণ কর বাসনা আমার॥

বাগবাজার। শ্রীশান্তকালী বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন সংবাদ।

১। বাঙ্গালার আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ লইয়া গত মাসদ্বয় যেরূপ ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছিল, আজি কালি তাহার কিছু হ্রাস দেখা যাইতেছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চাউলের মণ ৪ টাকা উঠিয়াছিল, কিছু কমিয়াও পড়িয়াছে। এখন নূতন চাউল কিছু কিছু পাওয়াতে ২।৩ মাস দুর্ভিক্ষের কষ্ট না ঘটিতে পারে, কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কি হয় বলা যায় না।

২। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ অনেক হিন্দু রমণী উদ্যোগী হইয়াছেন। দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনী প্রজাদিগের জন্য অন্নছত্র প্রভৃতি করিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার ভৃত্যগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এই, মান্দ্রাজের বোবিলীর রাণী ৫০,০০০ টাকা মূল্যের হাজার গাড়ী চাউল বঙ্গদেশে প্রেরণার্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

৩। সিন্দিয়ার মহারাজা সম্প্রতি যে রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। মহারাজা আদর করিয়া তাঁহাকে 'মহারাণী চর্চা' উপাধি দিয়াছেন।

৪। মিস্ আক্রয়েডের বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই উক্ত গুণবতী রমণী ছাত্রীগণকে গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি ছাত্রীগণের জ্ঞান, চরিত্র এবং কার্য্য দক্ষতা এই তিনের যাহাতে সমঞ্জস উন্নতি হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

৫। ২২এ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

৬। কলিকাতায় বুণ্ডিন নামে এক সাহেব আসিয়াছেন, তিনি নায়েগারায় আশ্চর্য্য বাজী করিয়া প্রসিদ্ধ। গড়ের মাঠে উচ্চে দড়ী খাঁটাইয়া তাহার উপর নৃত্য, লম্ফ ঝম্প প্রদান, চেয়ারের দুই পায়া বা এক পায়া দড়ীর উপর রাখিয়া তদুপরি উপবেশন ও রন্ধনাদি করিয়া দর্শকদিগকে আশ্চর্য্য করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

ক্রোধের সময় প্রার্থনা।

হে দয়াময় পরম পিতা পরমেশ্বর! আমি সর্ব্বদাই পাপ ও রোগের যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছি। একবার তোমাকে হৃদয়ের সহিত স্মরণ করিতে ও ডাকিতে দেও। হে হৃদয় নাথ! আমি যখন কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি, তখনি অকারণে পাপ আসিয়া আমাকে যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির করিতে থাকে, একবারও তোমাকে স্মরণ করিতে দেয় না। কিন্তু হে পরম পিতা পরমেশ্বর! আমি কি এই সামান্য রিপুর যন্ত্রণাবশতঃ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব, একবারও কি তোমার প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার দুঃখিত অন্তরকে শীতল করিব না? এক্ষণে একবার এই বিষম যন্ত্রণা হইতে আমাকে রক্ষা কর, তোমার পবিত্র শ্রীচরণ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। হে হৃদয়নাথ! তোমাকে অন্তরে না দেখিয়া আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছি না, অতএব হে পিতা মাতা! তুমি এক্ষণে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার ব্যাকুলতা দূর কর। রোগের যন্ত্রণায় আমি তোমাকে অনেক দিন ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু দেখো পিতা! এক্ষণে যেন আর আমি তোমাকে বিস্মৃত না হই। আমি রাগের জন্য যতই কেন কষ্ট পাইনা, যেন সর্ব্বদাই আমি এই বলিতে পারি হে পিতা মাতা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ কর। হে দয়াময় পরম পিতা পরমেশ্বর! যদিও আমি রাগ হিংসা স্বার্থপরতায় দগ্ধ হইতেছি, তথাচ আমি সর্ব্বত্রই তোমার দয়ার চিহ্ন সকল দেখিতেছি। হে করুণাসিন্ধু পিতা! আমি তোমার অপার করুণা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি। হে দীননাথ! আমার যে সকল অভাব আছে তাহা তুমি সকলই জানিতেছ এবং জানিয়া তাহা পূর্ণ করিতেছ। আমার যে সকল অভাব আছে, তাহার কিছুই তোমাকে জানাইতে পারি নাই, কিন্তু পিতা তুমি সেই সকল অভাবই জানিতে পারিয়া মোচন করিতেছ; তোমার দুর্ব্বল কন্যার প্রতি আরও কত দয়া প্রকাশ করিতেছ। এই পাপিনীকে সাধু স্বামীর হস্তে প্রদান করিয়াছ ও তোমার সাধুপুত্র ও সাধ্বী কন্যার সঙ্গে একত্র বাস করিতে দিয়াছ।

হে হৃদয়নাথ! তোমার পুত্র কন্যা অনেকেই সাধুসঙ্গ পাইবার জন্য কতই ইচ্ছা করেন, কিন্তু তোমার দয়ায় আমি ইচ্ছা না করিয়াই সাধু-সঙ্গ পাইয়াছি। হে দয়াময়! তোমার সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সাধু পতির হস্তে প্রদান করিয়াছ। কিন্তু নাথ! আমার শত্রু রাগ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে দেয় না, কেবল পাপ পথ দেখাইয়া দেয়। হে দয়াময়! তোমার নিকট আমি যে সকল পাপ করিয়াছি তজ্জন্য বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, হে করুণাময় তুমি এই পাপীয়সীর সকল অপরাধ স্নেহগুণে ক্ষমা কর এবং তোমার পুত্র কন্যাদের নিকট এই পাষাণ হৃদয়কে বিনীত হইতে শিক্ষা দেও। হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! তুমি আমাকেও ক্ষমা ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেও, নতুবা আর কত দিন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিব? আর যে একাকিনী রোদন করিতে পারি না। হে পিতামাতা! এই দুঃখিনী কন্যাকে একবার দর্শন দেও, হৃদয়কে পবিত্র কর। হে পিতামাতা! তোমার পুত্র কন্যাদের নিকট আমি যে সকল অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার জন্য আমি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যেন এই পাপীকে কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া অপরাধ ক্ষমা করেন ও তোমার নিকট এই দুঃখিনী ভগিনীর জন্য সদা সর্ব্বদাই প্রার্থনা করেন যে আমি রাগ রোগের যন্ত্রণা হইতে বিরত হইতে পারি ও তোমার শ্রীচরণের দাসী হইতে পারি। হে হৃদয়নাথ! তুমি আমার সুখের জন্য কি না করিতেছ? হে জগদীশ্বর, তুমি সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য প্রদান করিতেছ। তুমি আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সাধুসঙ্গ দিয়াছ। হে পিতা! তুমি অন্তর্যামী, সকলের মনের ভাব জানিতে পার এবং সেই জন্যই তোমার সাধু পুত্র কন্যার সঙ্গে পাপীকে বাস করিতে দিয়াছ। হে পরমপিতা! ধন্য তোমার করুণা! কিন্তু হে হৃদয়-নাথ পুনরায় আমার নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আর যেন আমার মনে ক্রোধের উদয় না হয়। হে পিতা! দুঃখের মধ্যে থাকিয়া যেন সর্ব্বদাই পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি। হে পরমপিতা পরমেশ্বর! আমি বিনীত-ভাবে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীকাঃ

১৫১

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২৫ সংখ্যা | পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

নীতি ও প্রমোদগর্ভ উপন্যাস।

সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখঃ—

কোন ধনাঢ্য বণিক্ বহুদিনের জন্য বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাত্রা করিবার সময় তাহার এক মাত্র প্রিয়তম পুত্রকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া অবশেষে একখানি কাষ্ঠ ফলক প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আদেশ করিয়া গেলেন, "আমার অবর্ত্তমানে তুমি যত দোষ করিবে, যত কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইবে, এই কাষ্ঠ ফলকে তত গুলি শঙ্কু বিদ্ধ করিবে; আবার যখন এক একটী দুষ্কৃতি অথবা কুঅভ্যাস হইতে মুক্ত হইবে এক একটী করিয়া শঙ্কু গুলিও ক্রমশঃ উন্মোচন করিও।" পিতার অবর্ত্তমানে তরুণ বয়স্ক পুত্র বিবিধ পাপাচারে নিরত হইতে লাগিলেন। একে একে অসংখ্য শঙ্কু বিদ্ধ হইয়া কাষ্ঠফলক খানিও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পুত্র দেখিলেন কাষ্ঠফলকে আর স্থান নাই। তখন তাঁহার পিত্রাদেশ স্মরণ হওয়াতে, পিতার অবর্ত্তমানতা জনিত মনঃপীড়া ও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন ও নিজ পাপাচারসম্ভূত অনুতাপ দ্বারা তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পাপাচার পরিবর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ক্রমশঃ এক একটী করিয়া কুঅভ্যাস পরিহার করিতে লাগিলেন। সুতরাং এদিকে কাষ্ঠফলক হইতে এক একটী করিয়া পাপ শেলও উন্মোচিত হইতে লাগিল। যুবকের মনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই অভূতপূর্ব্ব নবীন আনন্দভাবে নব উৎসাহের সহিত

তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদায় দোষ অপনয়ন করিলেন। যখন কাষ্ঠফলকের সমুদায় প্রেক উন্মোচিত হইল, যুবার মন অপার আনন্দে প্লাবিত হইল। অনন্তর সংবাদ আসিল তাঁহার পিতা স্বদেশে আগতপ্রায়। পিতার আগমন বার্ত্তায় তিনি বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। কাষ্ঠফলক দেখিয়া ক্রমে তাঁহার লজ্জাবোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শুভ দিনে জনক স্বগৃহে বিপুল সম্পত্তির অধিপতি হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বহুদিনের পর প্রিয়তম পুত্রের মুখ চন্দ্র দর্শনে সুখানুভব করিয়া সহাস্য বদনে পুত্রকে বলিলেন, "আমার সে কাষ্ঠফলক খানি দেখি।" জনক কাষ্ঠফলক দেখিয়া নিতান্ত সুখী হইলেন। কহিলেন "পুত্র! তুমি সকল দোষ পরিবর্জ্জন করিয়াছ দেখিয়া আমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলাম, তুমিও কি ইহাতে সুখানুভব করিতেছ না?" পুত্র বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন, "না।" কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, পুত্র কহিলেন "পিতঃ আমি আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, এবং আপনার কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ কাষ্ঠফলকে যে অদ্যাপি অসংখ্য শেল বিদ্ধ কলঙ্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাই আমার অন্তঃকরণে অদ্যাপি যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। ঐ সমস্ত কলঙ্ক যত দিন না অপনীত হইবে, ততদিন আমি সম্যক্ সুখী হইতে পারিব না।"

পুত্রের এই শেষোক্ত বাক্য গুলিতে যে মহামূল্য উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় কয় জন তাহা ভাবিয়া থাকে? —দুষ্কৃতি অপনীত হইলেও তজ্জনিত কলঙ্ক ত্বরায় অপনীত হইবার নাহে।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক নামক একটী সম্প্রদায় আছে। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের একটী বিশ্বাস এই, কোন ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট নিজ পাপ স্বমুখে ব্যক্ত করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোন স্ত্রীলোক জনৈক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা পাপাচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুন্দরী অসঙ্কুচিতভাবে সকলই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে

লাগিলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মাচার্য্য সেই সুন্দরীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুরা সুন্দরী বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মাচার্য্যকে কৌশলক্রমে উত্তর দিলেন "কেন মহাশয়! আমার নাম তো একটি দুষ্কৃতি নয়?"

কোন সাহেব এক জন বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে তো স্বয়ম্বরা প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সুপতি উপস্থিত হইলেও আপনারা কেন অবশেষে এক জন অপাত্রকে পতিত্বে বরণ করেন?" ইহার প্রত্যুত্তরে বিবী একটী ক্ষুদ্র গল্প বলিলেন। "একদা আমার জনৈক মিত্র আমাকে একটী উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় কৌতুক দেখিবার জন্য আমাকে কহিলেন "এই উদ্যান মধ্যে তুমি একবার মাত্র ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তন্মধ্যে আমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপ ফুলটী আনিয়া দিতে হইবে।" আমি সেই কথায় সম্মত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম চয়নে গমন করিলাম। কতই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গোলাপ প্রস্ফুটিত দেখিলাম। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বন্ধুকে একটী অপকৃষ্ট গোলাপ ফুল আনিয়া দিলাম। মিত্রবর হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কেন বন্ধু! এতদপেক্ষা তুমি কি আর সুন্দরতর গোলাপ দেখিতে পাইলে না?" আমি কহিলাম, এতদপেক্ষা অনেক উত্তমোত্তম গোলাপ দেখিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু যখন উত্তরোত্তর ক্রমশঃই উৎকৃষ্টতর কুসুম অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, তখন যেটি দেখি, মনে করি এতদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট ফুল দেখিলেই লইয়া যাইব। অবশেষে ভ্রমণ পথের প্রান্তে আসিয়া পড়িলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া নিরাশ হইলাম। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া গিয়া যে একটী সুন্দর ফুল আনিব এরূপ প্রতিশ্রুত হই নাই। অগত্যা কি করি, সেই প্রান্তদেশ মধ্যে যেটীকে ভাল দেখিলাম তাহাই আহরণ করিতে হইল। যেটীকে আনিয়াছি, সেটি একটী অপকৃষ্ট ফুল।"

আমাদিগের ও কন্যাদান সময়ে সচরাচর এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইয়া মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণার্থ পরম ধার্ম্মিক গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্মান পুরঃসর কহি-

লেন, "মাতঃ আশীর্ব্বাদ করুন, যুদ্ধে জয় লাভ করি।" ধার্ম্মিক গান্ধারী তাহাতে যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। গান্ধারী কহিলেন "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" যে পক্ষে ধর্ম্ম, তাহারই জয় হউক। গান্ধারী নিজের পুত্রের অন্যায় ব্যবহার জানিয়াও অন্যায় পক্ষের জয় হউক এরূপ কামনা করিলেন না। কোন সামান্য স্ত্রীলোক এতদবস্থায় এরূপ উত্তর করিতে পারিত না। গান্ধারীর ধর্ম্মভাব মাতৃস্নেহ অপেক্ষা কি উন্নত ছিল! এরূপ মহৎ বাক্য আমরা কোন স্ত্রীলোকের মুখে এপর্য্যন্ত শুনি নাই। বাস্তবিক মহাভারত মধ্যে গান্ধারীর চরিত্রের সহিত কোন স্ত্রী-চরিত্রের তুলনা হয় না।

কন্যাবিবাহ বিষয়ক বিধান মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকারগস্ কন্যাদান সঙ্গে অপর দান নিষিদ্ধ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতেছিলেন। এই বিধানের তাৎপর্য্য কি? জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "দার পরিগ্রহ কালে পত্নীর গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি রাখাই পুরুষ জাতির কর্ত্তব্য। ধনসম্পত্তির জন্য যে কোন কন্যা সমধিক লোভনীয় হইবে, আর দীনতা নিবন্ধন যে কোন স্ত্রী পরিত্যাজ্য হইবে, রাজবিধান দ্বারা ইহা শাসিত হওয়া উচিত।"

লাইকারগস্! এসময়ে বঙ্গ দেশে যে তোমার বিধানের কতদূর প্রয়োজন, তাহা কেবল কন্যাভারগ্রস্ত জনেই বুঝিতে পারে।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

বাবুদের অনেকের রীতি আছে যে তাঁহাদের ভৃত্যেরা তাহাদিগের সমুদায় গাত্র দলিয়া দেয়, কেহবা তৈলমর্দ্দন সময়ে কেহবা রাত্রিতে এইরূপ দলিত না হইলে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তাহার কারণ এইমাত্র যে কেবল তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট পরিমাণে না হওয়াতে দলন ব্যতীত সুচারুরূপে রক্তসঞ্চালন হয় না, সুতরাং গা কামড়ায় ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয়। যদিও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, দলন

দ্বারা সম্পূর্ণ না হউক, কিয়ৎপরিমাণে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি এ রীতিটি অস্বাভাবিক। অনেক স্ত্রীলোকের মধ্যেও এই কুরীতি আছে, কিন্তু আবশ্যক কার্য্যের অবহেলন করিয়া এমন কুরীতির আশ্রয় লওয়া অতি অন্যায়। অনেক বাবুলোকের মুখে প্রায় শ্রবণ করা যায় যে তাঁহাদের এত কর্ম্ম যে তাঁহারা সময় পান না, কিন্তু বাস্তবিক যথেষ্ট কর্ম্ম না থাকাতেই ব্যায়ামের বা গাত্র দলনের প্রয়োজন হয়, তাহার কোন সংশয় নাই। যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সময়ের অভাবও হয় না, কর্ম্মেরও অভাব হয় না। যাহা হউক সকলের পক্ষেই শক্তির অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করা কদাচ উচিত নহে। যেমন যথাশক্তি পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদিত হইলে এবং ক্ষুধার সময়ে পুষ্টিজনক আহার পাইলে শরীর দৃঢ় ও বলবান্ হইতে থাকে, সেইরূপ শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, অথবা পরিশ্রমোচিত পুষ্টিজনক আহার না পাইলে শরীর হ্রাস হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

শয়নগৃহ সুপ্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও প্রচুর বায়ুবিশিষ্ট হওয়া উচিত, কেননা নিদ্রাবস্থায় পরিশুদ্ধ ও প্রচুর বায়ুসেবন করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু শরীরে বাতাসের বেগ না লাগে এই জন্য, বাতায়নের সন্নিকটে শয্যা করা উচিত নহে, গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই শয্যা করা বিধেয়। শীত ও বর্ষাকালে বাতায়ন বন্ধ রাখিতে হইলে সেই গৃহের সঙ্গে যদি অন্য গৃহের যোগ থাকে, তাহা হইলে ঐ অপর গৃহের দুই একটি বাতায়ন খুলিয়া রাখিলেই শয্যাতে আবশ্যকমত পরিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতে পারে। সে রূপ গৃহ না থাকিলে, শয়নগৃহে ফুকর থাকিলেও হয়, কিন্তু তাহাও না থাকিলে দুই একটি বাতায়নের কিয়দংশ খুলিয়া রাখা উচিত। সমুদায় বাতায়ন ও দ্বার বন্ধ করিলে গৃহে শীঘ্রই দূষিত বায়ু সঞ্চয় হইয়া হানি করে, এবং তাহাতে সুনিদ্রা না হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে হয়। শিশুর সুনিদ্রা না হইলে ক্রন্দন করে এবং বাতায়ন খুলিয়া দিলে বা তাহাকে একবার বাহিরে আনিলেই সে পুনরায় সুস্থ

বোধ করে। প্রচুর বায়ুর নিমিত্ত যেমন শয়ন গৃহের বিষয়ে ও শয্যার স্থানের বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, মশারির বিষয়েও সেইরূপ মনোযোগী হওয়া উচিত। যেস্থলে মশকাদির উপদ্রব না থাকায় মশারি ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ হয় না, সে স্থলে ব্যবহার না করাই ভাল, কিন্তু ব্যবহার করিতে হইলে নেট্ বা এমন কাপড়ের মশারি করা কর্ত্তব্য যাহার মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে। শয়ন গৃহ উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বা অন্য কোন কারণেই তন্মধ্যে অগ্নি রাখা উচিত নহে। অগ্নি রাখিলে কেবল শয়ন গৃহের বায়ু উষ্ণ হয় এমন নহে, বায়ু দূষিত হইয়া হানিজনক হয়। আলো থাকিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেইরূপ ফল হয়, সেই জন্য শয়ন গৃহে আলো থাকিলে অনেকের সুনিদ্রা হয় না। কিন্তু যে উপায়ে হঠাৎ আলো জ্বালা যাইতে পারে, তাহার আয়োজন করিয়া রাখা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা সুকঠিনও নহে, দিয়াশিলায়ের বাক্স ও একটি বাতি নিয়মিত স্থানে রাখিলেই ঠিক্ হয়। আগুণ রাখিতে হইলে ঘরের বাহিরে রাখা উচিত।

এক শয়ন গৃহে অনেক লোকের শয়ন করা কদাচ উচিত নহে, তাহা হইলে অতিশীঘ্র বায়ু দূষিত হইয়া সকলেরই সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। এক শয়ন গৃহে একজনের অধিক বড় লোকের শয়ন করা স্বাস্থ্যকর নহে, সন্তানাদির কিঞ্চিৎ বয়স হইলে তাহাদিগের শয়নার্থ পৃথক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদিও স্থানাভাব প্রযুক্ত এক গৃহে অনেককে শয়ন করিতে হয়, তথাপি এক শয্যায় দুই বা অধিক জনের শয়ন করা উচিত নহে। কেবল শিশুর নিকটে মাতাকে বা অপর কাহাকে শয়ন করা উচিত। কিন্তু যাহাদিগের শয়নের রীতি ভাল নহে এবং যাহারা সাবধান হইয়া নিদ্রা যাইতে না পারে, তাহাদিগকে শিশুর নিকট শয়ন করিতে দেওয়া উচিত নহে, কেননা এমন লোকের অসাবধানতা প্রযুক্ত হঠাৎ শিশুর শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে এবং এরূপ দুর্ঘটনা অনেক ঘটিয়াও থাকে। স্তন পান দিতে দিতে মাতা নিদ্রাভিভূত হওয়াতে শিশুর মুখ ও নাসিকা মাতার ক্রোড়মধ্যে চাপা পড়িয়া শিশুর শ্বাস রোধ হইয়া যায়। শিশুর অতি নিকট শয়ন করিলে শিশুর মুখ আপনার দিক্ হইতে

ফিরাইয়া রাখা উচিত। কোন বস্ত্র বা বালিসের দ্বারা শিশুর মুখ আচ্ছাদিত না হইতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। শিশু কদাচ উপুড় হইয়া বা সর্ব্বদা এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া না থাকে, এ বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। আপনাআপনি নিদ্রা ভঙ্গ না হইলে জাগান কর্ত্তব্য নহে। যে সকল শিশুকে রাত্রিতে আহার দিতে হয়,তাহাদিগকেও জাগাইয়া আহার দেওয়া উচিত নহে। শিশু ক্ষুধিত হইয়া আপনি জাগিয়া ক্রন্দন করিলে আহার দিবে, তাহা না করিয়া যাহারা আপনাদিগের কার্য্য শেষ করিবার অনুরোধে সুনিদ্রিত শিশুকে জাগাইয়া আহার দেয় এবং আপনাদিগের নিদ্রার অনুরোধে শিশুকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনা আপনিই উচিতমত দণ্ড পায়, কেননা শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া স্বচ্ছন্দ থাকে না এবং শীঘ্র পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইতে চাহে না। সুনিদ্রিত ব্যক্তি যে কেহই হউক, হঠাৎ জাগরিত হইলে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন, অতএব নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বেই নিয়মিত স্থানে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া শয়ন করিবে। কোন কর্ম্ম করিতে অবশিষ্ট থাকিতে নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যায় না। অতএব নিরালস্য হইয়া তাহা অগ্রে শেষ করা আবশ্যক। আহারের বা জলপানের পরেই অনতিবিলম্বে শয়ন করা উচিত নহে। কোন নিগূঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া শয়ন করাও অনুচিত। শয়নের পূর্ব্বে শরীর ও মনের ভার ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া শয়ন করিবে। নতুবা শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইবে না এবং শয্যায় গেলে শয্যা কণ্টক বোধ হইবে। শিশুরও নিদ্রাগম না হইলে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু নিদ্রার সময়ের নিয়ম রাখা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই সময়ে নির্ব্বিঘ্নে শয়ন করিলেই নিদ্রা আসিবে। অতি শিশুরা দিন রাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নিদ্রিত থাকে; ৪।৫ বৎসরের সন্তানকেও মধ্যাহ্নে ২।১ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে হয়। ক্রমশঃ দিবানিদ্রা-রহিত হইলে সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইয়া থাকিতে হয়। ৮।১০ বৎসরের সন্তানকেও ৯।১০ ঘণ্টা নিদ্রিত থাকা আবশ্যক। নিদ্রার সময় ক্রমশঃ কমিয়া যৌবনাবস্থায় ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র হইলেই যথেষ্ট বোধ হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে সমান নহে, অভ্যাস ও শারীরিক অবস্থানুসারে ইহার কমবেশি হইয়া

থাকে। নিদ্রার নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম সকলের পক্ষে ঠিক রাখা কর্ত্তব্য, সে নিয়মটি এই যে, প্রত্যূষেই নিদ্রা ভঙ্গের অভ্যাস করিবে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আর ক্ষণকালও শয্যায় থাকিবার আবশ্যকতা নাই, থাকিলে বরং শরীরের গ্লানি হয়। দিবসে নিদ্রিত হওয়া কদাচ উচিত নহে। দিবানিদ্রায় সহজ শরীরে জড়তা, ক্ষুধামান্দ্য ও মস্তক পীড়া হয়। শয্যার বিষয়ে গৃহিণীর বিশেষ যত্ন রাখা আবশ্যক। শয্যা অত্যন্ত কোমল হওয়া ভাল নহে। যে শয্যায় শরীর লেপের ভিতর বা মস্তক বালিসের ভিতর বসিয়া যায়, এমন শয্যায় শরীর অত্যন্ত উষ্ণ বা ঘর্ম্মাদি হইয়া অসুস্থ হয়, শক্ত গদির উপর এক কোমল লেপ হইলেই দিব্য বিছানা হয়। মাথার বালিস কিছু উচ্চ হওয়া উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে যাহার যেমন অভ্যাস। পার্শ্বের বালিস কিঞ্চিৎ দৃঢ় ও স্থূল হওয়া আবশ্যক। বিছানার কোমলতার বিষয়ে নিয়ম এই যে ইহা টিপিলে নরম বোধ হয় অথচ অঙ্গ বসিয়া না যায়। বিছানা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বিছানা ময়লা ও বালিসে তেলচটি প্রায় বাঙ্গালির ঘরের দোষ, ইহাতে শয্যা আরামের স্থান না হইয়া ছারপোকার বাসা ও রোগের ঘর হইয়া থাকে। বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড় সপ্তাহান্তে ধোপাকে দিলে চলিতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ বিছানার চাদর তুলিয়া বাতাসে দিলে এবং শয্যাতে বাতাস লাগাইলে শয্যা আরামজনক থাকে, তাহা না করিয়া যাহারা শয্যার লেপ বালিস সমুদয় গুটাইয়া এক পিণ্ডবৎ করিয়া রাখে, তাহারা রোগকে পুষিয়া বাঁধিয়া রাখে। এরূপ নিয়ম প্রায় অনেক স্থানেই দেখা যায়। যাহাদের স্থানের অভাব নাই, তাহাদের এরূপ কর্ম্ম করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। তাঁহাদের শয়ন গৃহ স্বতন্ত্র থাকা উচিত। তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টির সময় ব্যতীত শুষ্ক বাতাসের সময়ে বিছানা যে রূপ বিস্তারিত থাকে, সেইরূপ রাখিয়া চাদর খানি টাঙ্গাইয়া দিলেই হয়। যাহাদের স্থানাভাব তাহাদের উচিত যে লেপ বালিস সমুদায় ভাল করিয়া না জড়াইয়া যাহা টাঙ্গাইবার যোগ্য তাহা টাঙ্গাইয়া রাখিবে ও বালিসাদি তুলিয়া যেখানে বাতাস লাগিতে পায়, এমন স্থানে রাখিবে এবং লেপ বালিস মধ্যে২ রৌদ্রে দিবে। শয্যার শত্রু ছারপোকা ও কখন

কখন পিঁপড়ে। মশার অরি, মশারি। ছারপোকার কারণ ময়লা ও পিঁপড়ের কারণ ছারপোকার ডিম; উহাদের তাড়াইবার উপায় কর্পূর, কিন্তু পরিষ্কার রাখাই বিশেষ উপায়।

উক্ত নিয়ম সকল কতদূর পালন করা হয় তাহা সকলেই মনে২ জানেন, "হীনাবস্থার লোকদিগের বাটীতে পুত্রপৌত্র কন্যা প্রভৃতি বাটীতে যতগুলি বালক বালিকা থাকে, সকলকে এক প্রশস্ত শয্যায় লইয়া গৃহিণী শয়ন করিয়া থাকেন। অর্দ্ধরাত্রে এই শয্যা দর্শন করিলে অতি ভয়ানক বোধ হয়। জাগ্রদবস্থায় ১০।১১ জন বালক বালিকার তত্ত্বাবধান করা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহাতে আবার তিনি নিজে নিদ্রিত। কাহার পা কাহার গাত্রে, কাহার মস্তক শয্যার পাতলে, কাহার দেহ এবং হস্তপদাদি বক্র, কাহার মুখ বালিসের মধ্যে, প্রায় সকলেরই মস্তক বালিসের নীচে ইত্যাদি সংস্থানে এই সকল নিরাশ্রয় শিশুদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যারোলিনা লুক্রিসিয়া হর্শেল।

আমরা যে রমণীর চিত্রপট অঙ্কিত করিলাম, ইনি সুবিখ্যাত জ্যোতি-

বের্ত্তা সার উইলিয়ম হর্শেলের ভগিনী। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ জর্ম্মণির অন্তঃপাতী হানোবর প্রদেশে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি নিজে একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, জ্যোতিষের অনেক অনুসন্ধান স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া এবং চন্দ্রমণ্ডলের প্রতিমূর্ত্তি গ্লোব নির্ম্মাণের উদ্ভাবন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সার উইলিয়ম হর্শেল যে সময়াবধি জ্যোতিষের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময়াবধি তাঁহার ভগিনীও দিনের বেলা তাঁহার সঙ্গে একত্র পরিশ্রম করিতেন, রাত্রিকালে তাঁহার সহিত একত্র নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সাহায্য এতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে হর্শেল যখন ডাচেট ও তথা হইতে স্লো নগরে স্থানান্তরিত হন, এবং যখন তিনি খগোল ও অন্যবিধ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার ভগিনী অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার জ্যোতিষ গণনার সহকারীর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন—কেবল যে ঘড়ী দেখিয়া সময় লিখিতেন এবং ভ্রাতার কথানুযায়ী গণনা সকল অঙ্কিত করিতেন তাহা নহে, কিন্তু জটিল উচ্চ অঙ্কের গণনা সকল সম্পন্ন করিয়া বিজ্ঞান প্রচার বিষয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত সহোদরের সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল পাণ্ডিত্যের জন্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন এবং তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী যথেষ্ট বৃত্তি বিধান করেন।

তিনি যে সকল কার্য্য করিতেন, তাহা সামান্য শ্রমসাধ্য নহে। বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা কোন প্রতিবন্ধক না হইলে সন্ধ্যা অবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কি শীত কি গ্রীষ্ম সমানভাবে আপনার কার্য্য সাধনে তৎপর থাকিতেন, শীতকালে আরো অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—তিনি এ সকল সময়েই সহকারিতার কার্য্য করিয়াও অলস বা পরিশ্রান্ত হইতেন না। যখনি মধ্যে মধ্যে অবসর পাইতেন, স্বয়ং জ্যোতিষ্ক সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন এবং একখানি বৃহৎ ও অতি উপাদেয় পুস্তক রচনায় অভিনিবিষ্ট হইতেন।

ক্যারোলিনা স্বয়ং সহজে জ্যোতিষ্ক সকলের পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, একারণে তাঁহার ভ্রাতা নিউটনের প্রণালী অনুসারে একটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি সময় পাইলেই তদ্দ্বারা ধূমকেতু সকলের অনুসন্ধান

করিতেন। এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা তিনি অন্যূন আটটী ধূমকেতু দর্শন করেন। ইহার মধ্যে ৫টী ধূমকেতুর তিনিই সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কর্ত্রী। লণ্ডন ফিলসফিকাল ট্রান্‌জ্যাক্‌সন পত্রে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। তিনি এই সঙ্গে কতকগুলি অদৃষ্টপূর্ব্ব তারকাপুঞ্জও আবিষ্কার করেন। সার উইলিয়ম হর্শেলের তালিকার ৫ম শ্রেণীর প্রথম সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জ এই সকলের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয়।

তিনি অবকাশকালে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়। ১—জ্যোতির্ব্বেত্তা ফ্লামষ্টিডের নিরীক্ষিত ৫৬১টী নক্ষত্রের বৃত্তান্ত। ২—ব্রিটিষ কাটেলগ নামক জ্যোতিষ বিবরণ ধৃত প্রত্যেক নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ ব্যঞ্জক সূচীপত্র। রয়াল সোসাইটী নামক বিজ্ঞান সভা এই দুই খানি পুস্তক একত্র বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন এবং বেলি সাহেব ফ্লামষ্টিডের যে জীবন চরিত লেখেন, তাহাতে এই পুস্তকের উপকারিতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ৩—জ্যোতিষ্ক তালিকা নামে তাঁহার ভ্রাতার নিরীক্ষিত সমুদয় নক্ষত্রপুঞ্জের বিবরণ। এই শেষোক্ত পুস্তক খানির জন্য লণ্ডনের 'এষ্ট্রনমিকাল সোসাইটী' সভা ইহার স্বর্ণপদক দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন এবং তাঁহাকে সেই সভার অবৈতনিক সভ্য মনোনীত করিয়া স্ত্রীজন-দুর্লভ সম্ভ্রমে তাঁহাকে ভূষিত করেন। 'রয়াল আইরিস্ আকাডেমী' নামক বিজ্ঞানসভাও তাঁহাকে সভ্যপদে মনোনীত করেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে সহোদরের মৃত্যু হইলে ক্যারোলিনা হানোবরে প্রত্যাগত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ষড়্‌বিংশতি বৎসর সেই স্থানেই যাপন করিলেন। সে স্থানে তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয় বন্ধুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে যারপরনাই সমাদর ও সেবা করিতেন, সময় সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণ আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন এবং হানোবরের যুবরাজ ও তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা তাঁহার প্রতি অনেক সম্মাননা ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেন।

তিনি যাবজ্জীবন অবিবাহিতা ছিলেন এবং জ্ঞানালোচনাদ্বারা সমুদায় সুখের অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত

তাঁহার স্বাস্থ্য অবিকৃত ছিল, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী ছিল এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ছিল। মৃত্যুকালে তিনি শান্তভাবে নয়ন মুদিত করিলেন, ক্লেশ যন্ত্রণার কোন চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই।

ডাক্তার নিকোল্‌স 'নভোমণ্ডলের রচনা কৌশল' নামে যে এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ সুনৃত বাক্যে তাঁহার প্রশংসা বাদ করিয়াছেন :—

"জ্যোতির্ব্বেত্তা সার উইলিয়ম হর্শেল যে সকল রাত্রি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণে একান্ত নিমগ্ন থাকিতেন, তাঁহার কুমারী ভগিনী তাঁহার পরিশ্রমের সাহায্য করিতেন। এই রমণী সহোদরের সহিত বিজ্ঞানামোদে আমোদিত হইবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক শীত বাতের কষ্ট, অনায়াসে সহ্য করিতেন। ভ্রাতার মুখ হইতে গণনাঙ্ক সকল যেমন বহির্গত হইত, তিনি অমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়—সমস্ত রাত্রি দূরবীক্ষণ লইয়া জাগরণপূর্ব্বক প্রত্যূষেই স্বহস্তে চোঁতা কাগজ পত্র লইয়া আপন কুটীরে গমন করিতেন এবং সমস্ত রাত্রির গণনা প্রাতঃকালেই পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন। প্রত্যেক রাত্রির কার্য্য প্রণালী তিনি স্থির করিতেন, প্রত্যেক দর্শন লিপিবদ্ধ করিতেন, প্রত্যেক গণনার অঙ্ক কসিতেন এবং পর্য্যবেক্ষণের প্রত্যেক আয়োজন সুশৃঙ্খল রূপে সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। এই মিস্ কারোলিনা হর্শেল তাঁহার সহোদরের অক্ষয় কীর্ত্তিলাভের সহায়তা করিয়াছেন। এই মান্যা মহিলা এক বিষয়ে ভ্রাতার অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মিলিত পরিশ্রমের গৌরবের তিনিই অধিকারিণী হইয়াছিলেন। সার উইলিয়মের মৃত্যুর পর তিনি হানোবরে যান, আমাদিগের জ্যোতির্বিজ্ঞান সমাজ ইহার স্বর্ণ মেডাল তথায় পাঠাইয়া তাঁহাকে উপহার দেন; এবং পরে এই সমাজ তাঁহাকে সভ্য পদে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি এতদপেক্ষাও অধিকতর পুরস্কার লাভ করেন এবং তাহাই তাঁহার নিকট সমুদায় পার্থিব সুখ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সার জন ফ্রেডরিক উইলিয়ম হর্শেল তাঁহার তত্ত্বাবধানে জ্যোতির্বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া ইউরোপের বিজ্ঞানবিদ্

পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহোচ্চ পদবী লাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বতোভাবে মহৎ পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া আপনাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছেন।"

কুমারী ক্যারোলিনা ১৮৪৭ সালে তাঁহার সপ্তনবতি জন্মোৎসব করেন, তাহাতে হানোবরের রাজা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করেন এবং যুবরাজ সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজবধূ স্বহস্তে একখানি মূল্যবান্ কেদেরা খোদকারী করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে উপঢৌকন দেন এবং প্রুসিয়াধিপতি বিজ্ঞান প্রচার পুরস্কারার্থ স্বর্ণ মেডাল তাঁহাকে প্রদান করেন।

১৮৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারি কুমারী হর্শেলের মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম ৯৮ বৎসর হইয়াছিল। ঈশ্বর স্ত্রীলোককে যে পুরুষের সহকারিণী হইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাহার উচ্চ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া অসাধারণ খ্যাতি ও গৌরব উপার্জ্জনপূর্ব্বক তিনি ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। কবে এ দেশীয় রমণীগণ এইরূপে পুরুষদিগের সহকারিণী হইতে সমর্থ হইবেন?

মায়াকুসুম।

নীরদা নদীর পশ্চিম পারে সুভাগপুর নামক নগর। তথায় অনেক লোকের বাস, এবং বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান, সেই নগরস্থ প্রধান রাজপথের পার্শ্বে সামান্য অথচ সুদৃশ্য একটী ভবনে মহেশকান্ত চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। অনেক দিন হইল মহেশকান্তের মৃত্যু হইয়াছে, গৃহে তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও পুত্রবধূমাত্র অবস্থান করেন। এই পরিবার নিতান্ত নিঃস্ব নহে, যে সঙ্গতি আছে তাহাতে এক প্রকার সচ্ছন্দে চলিয়া যায়, কিন্তু তত্রাপি কাহারও মনে সুখ নাই। আপাতত দেখিতে গেলে অসুখের বিশেষ কোন কারণ লক্ষিত হয় না, বাটীর গৃহিণী বধূকে বিলক্ষণ স্নেহ করেন, এবং তিনিও নিজ শ্বশ্রূকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও যথাসাধ্য সেবা করেন, পল্লীর সকলেই তাঁহাদিগের সুখ্যাতি করিয়া থাকে, এবং অনেকেই তাঁহাদিগের অনুগত। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণে যথেষ্ট

শ্রদ্ধা; একাদশীর দিন বৈষ্ণবদিগকে দান, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে কটী ভোজন প্রভৃতি সকল ব্রত পালনই দৃষ্ট হয়। বধূমাতা এখনকার অনেক মেয়েছেলের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, "বামাবোধিনী" পত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং কখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া (বোধ হয়) উপাসনা করেন। কিন্তু উভয়েরই অত্যন্ত বিরস বদন, কর্ত্রী স্নেহাতিশয় বশতঃ বধূর নাম ধরিয়া ডাকিতেন, সে নাম "হেমকুসুম;" বধূ শ্বশ্রূকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহেশকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র কোথায়? ও কথা জিজ্ঞাসা করিও না, জিজ্ঞাসা করিলে হেমকুসুম কাঁদিবেন, কর্ত্রী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিবেন, সেই জন্য প্রতিবাসীরা কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। তাহারা সকলেই জানে যে সেই হতভাগ্য যুবক এক বৎসর অতীত হইল গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না, কেন গিয়াছে কেহ বলে না, আর কখন ফিরিয়া আসিবে কি না আসিবে সে বিষয়েও কাহাকে স্থির নিশ্চয় দেখা যায় না। তার বিষয় ভাবিবার যে কাহারো অবকাশ কি ইচ্ছা ছিল তাহা বোধ হয় না। আনন্দকান্ত চক্রবর্ত্তীর অভাবে সুভাগপুরের কোন কার্য্যই বন্ধ থাকিত না; কাহারও সুখ শান্তির বিরাম হইত না; কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিত না। পূর্ব্বেরই মত নীরদা নদীতে নাবিকেরা রাত্রিকালে নৌকার উপর হইতে বাঁশী বাজাইত, পূর্ব্বেরই মত সুভাগপুরস্থ নরনারীরা পরস্পরে ভাল বাসিত, জনসমাজের হিতসাধন করিত; পাপ করিত, পুণ্য করিত, যে যাহা চিরকাল করিয়া আসিতেছে, এখনও তাহা করিত, কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার কেহ খোষগল্পচ্ছলে কহিত "ওহে আনন্দ চক্রবর্ত্তীর কি হইল বলিতে পার? সে গেল কোথায়, তাহার বাটীর লোকেরা বলে কি? এই প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইতে পাইতেই, অন্য খোষগল্প আসিয়া পড়িত।"

এক বৎসরের অধিক হইল একদা বর্ষাকালে রাত্রিতে মহা ঝড় বৃষ্টি হয়। অনেক বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়, অনেক লোকে গৃহচ্যুত হয়, অনেক নৌকা জলমগ্ন হয়। কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মেঘ সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া হেমবর্ণ শশিকলাকে গ্রাস করে, তারাগণ এক একটী করিয়া চক্ষুনিমীলন করে,

প্রকৃতি অন্ধকার রূপ পরিচ্ছদে আপনার মুখ আবরণ করে, এবং নির্ম্মল নদী অধীর হইয়া কূলে প্রবল তরঙ্গাঘাত করে, সেই দিন আনন্দকান্ত চক্রবর্ত্তী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক তাঁহার বয়ঃক্রম, সুন্দর সুদীর্ঘ, সবল শরীর, অত্যন্ত কোমল হৃদয়, তিনি বহুগুণ সম্পন্ন পুরুষ, দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা কোন উচ্চ অভিপ্রায় সাধনের জন্য তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, মাতৃভক্তিতে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র ছিল, তিনি জননীর বাক্যে সবল ছিলেন। তিনি ভার্য্যার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, হেমকুসুম তাঁহার পত্নী হইয়া মহাভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, কিন্তু হেমকুসুম তাহা বুঝিতেন না। ভাল বাসিতেন না বলিয়া কি বুঝিতেন না তাহা নহে, তিনি স্বামীর জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারিতেন। প্রাণ দিতে পারিতেন বটে, কিন্তু স্বামী যাহা চাহিতেন, তাহা দিতে পারিতেন না—অকপটে সরল ভাবে আপনার হৃদয় দিতে পারিতেন না। মনে করিতেন আমি স্বামীকে এত করিয়া স্নেহ করিলাম, এতাধিক সেবা করিলাম, আমি তাঁহার জন্য মরিতে অবধি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তত্রাপি তিনি আমার হইলেন না, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা করেন না, সে রূপ চলেন না, কেবল আমারে দুঃখ দেন, আমার ন্যায় অভাগিনী আর কে আছে? আনন্দকান্ত এ সমস্ত ভাব বুঝিতেন। তিনি বারম্বার বলিতেন "হেমকুসুম! বিষণ্ণ হইও না" আমি তোমাকে এতাধিক স্নেহ করি তুমি কি জন্য বিষণ্ণ হও? আমি তোমার নিকট কিছুই প্রতিদান চাহি না, আমি যেরূপ ইচ্ছা করি তুমি সেরূপ চলিওনা: তুমিও যেরূপ ইচ্ছা কর, আমিও সেরূপ চলিতে পারিব না। আইস ঈশ্বর যেরূপ ইচ্ছা করেন আমরা উভয়ে সেইরূপ চলি। আমার বিশুদ্ধতম স্নেহ গ্রহণ কর, তোমার স্নেহ আমাকে দাও এই মাত্র আমি ইচ্ছা করি।" হেমকুসুম নীরব হইয়া থাকিতেন, ও মনে মনে করিতেন "আমাকে আর লেক্‌চার ঝাড়িতে হইবে না, এক আঁচড়েই বোঝা গিয়াছে কত ভাল বাস।"

ক্রমশঃ।

নবহলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসিদিগের বিবরণ।

আসিয়া খণ্ডের দক্ষিণে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত অষ্ট্রেলিয়া নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সর্ব্ব প্রথম পর্টুগিজ পরে স্পেনবাসী নাবিকেরা ইহা আবিষ্কৃত করে; তৎপরে ওলন্দাজেরা স্বদেশের নামানুসারে নব হলণ্ড বলিয়া ইহার নামকরণ করে। প্রসিদ্ধ কাপ্তেন কুক ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইহার পূর্ব্ব অঞ্চল দেখিয়া আইসেন! ৮ বৎসর পরে দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত ইংলণ্ডের গুরুতর অপরাধীরা ইহার পূর্ব্ব অঞ্চলে (নিউসৌথওয়েল্‌স্) প্রেরিত হইত। ক্রমশই দুঃস্থ ও ভদ্র অনেক ইংরাজ ও অপর জাতীয়েরা তথায় ও অপরাপর অংশে গিয়া অধিবাস করিতেছে। এক্ষণে ইহা ৫টী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত, যথা—১ নব সৌথওএল্‌স, ২ কুইন্সলাণ্ড, ৩ দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়া, ৪ ভিকটোরিয়া, ৫ পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশও ভারত মহারাজ্ঞীর কর্ত্তৃত্বাধীন। তাঁহার প্রতিনিধি ও স্থানীয় পার্লিয়ামেণ্টের অথবা ব্যক্তি ব্যূহ প্রতিনিধি সভা দ্বারা সমুদয় রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে। ১০ লক্ষের অধিক সাহেব এই বৃহৎ দ্বীপে বাস করে। এই কয়েকটী রাজ্যের আয় ৯৬০ লক্ষ, ব্যয় ৯২০ লক্ষ এবং ঋণ ২৭৪০ লক্ষ টাকার অধিক।

অষ্ট্রেলিয়া এরূপ প্রকাণ্ড যে ইহাকে মহাদ্বীপ বলা যাইতে পারে। ইহার আয়তন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরাংশ বিষুবরেখা সন্নিহিত থাকাতে অত্যন্ত উষ্ণ এবং দক্ষিণ খণ্ড বিলক্ষণ শীতপ্রধান, মধ্য দেশ বালুকাময় মরুভূমি। এখানকার তাপের অবস্থা অনিশ্চিত ও ক্ষণ পরিবর্ত্তনীয়। সমুদ্রের বাতাসে শরীর শীতল হয়, কিন্তু দেশ মধ্য হইতে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে এককালে তাপমান যন্ত্রের ৫০০ ডিগ্রি তাপ বাড়ে। এদেশে ভিক্টোরিয়া মরে মুরডিকিন ভিন্ন বড় নদী অতি বিরল। রেলওয়ের সৃষ্টি না হইলে ইহা বহুজনের বাসোপযোগী হইবার কোন ক্রমেই সম্ভাবনা ছিল না।

ইতি পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় কোন প্রকার খাদ্য ফল বা শস্য পাওয়া যাইত না, এক্ষণে বিবিধ প্রকার কৃষিজাত উৎপন্ন হইতেছে। কুক্কুর ভিন্ন এখানকার পশু সকল অদ্ভুত। কাঙ্গারু জাতীয় ছোট বড় ১০০ প্রকার চতুষ্পদ প্রসবের পরও রাত্রে বা আশঙ্কা উপস্থিত হইলে স্বস্ব সন্তানকে উদরের নিম্নে শরীরস্থ একটী থলি মধ্যে রক্ষা করে। সাহেবেরা এখানে বহুবিধ জন্তু লইয়া আসিয়াছেন এবং সংপ্রতি এদেশ হইতে বহু কোটী টাকার মেষলোম ও মাংস এবং অশ্ব প্রভৃতি রপ্তানি হইতেছে। ইংরাজ জাতি এরূপ সাহসী, উদ্যোগী ও চতুর যে মরু দেশে ২৬ কোটী টাকার দ্রব্য আমদানী এবং এখান হইতে ৩০ কোটীর অধিক টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সাহেবদিগের বংশে সমস্ত দেশটা ছাইয়া ফেলিবে এবং ইহাও বিলক্ষণ সম্ভবপর যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের ন্যায় ইহার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্বতন্ত্র থাকিয়াও একত্র সাধারণ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। ভবিষ্যতে ইহারাও সভ্য জাতির অগ্রগণ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়া মানব মণ্ডলীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।—এদেশের আদিম বাসিদিগের কি দুর্দ্দশা! দিন দিন তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। সাহেবদিগের ও ইহাদিগের অবস্থায় এত অন্তর যে উভয়ে এক জাতি হইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক্ষণে ইহাদিগের আনুমানিক সংখ্যা ২ লক্ষ। শ্বাপদ পশুর ন্যায় ইহারা কোন মতে পোষ মানে না, নিয়মিত শ্রমে অনিচ্ছু, নিশ্চয়ই অল্প কাল মধ্যে এজাতি এক কালে লয় পাইয়া যাইবে। আমরা সংক্ষেপে ইহাদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আকার—পুরুষেরা ৫।৬ ফিট উচ্চ, চক্ষু বসা ও ক্ষুদ্র, নাসিকা কিঞ্চিৎ চাপ্‌টা, মুখ ফাঁদাল, ওষ্ঠাধর পুরু এবং দন্তগুলি শ্বেত ও সুন্দর, ললাট প্রশস্ত, গ্রীবা স্থূল ও খর্ব্ব, বক্ষ বিশাল ও সুঢপ, কিন্তু পায়ের ডিম্ব এককালে নাই বলিলেই হয়। বামাগণ অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, তাহাদের ললাট অপ্রশস্ত, এবং হাত পা অধিক সরু। যৌবনাবস্থায় ইহাদিগকে সুশ্রী কহিলে কহা যায়, কিন্তু বৃদ্ধা হইলে ইহারা কুরূপার একশেষ হয়—এমন কি ছেলেরা দেখিলে ভয় পায়।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কৃষ্ণবর্ণ, কেশ কোঁকড়া বা খাড়া, তাহা অধিক বাড়িতে দেয় না। ইহাদিগের অবয়ব ও গঠন কতক নিগ্রো ও কতক মালাই জাতির ন্যায়।

আদিম বাসিরা বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। এক এক জাতি স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে বাস করে। উহাদিগের এক এক গৃহস্থের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জমি আছে, তাহার মধ্যে অন্য কাহাকে শিকার করিতে দেয় না। সাহেবেরা তাহাদিগের ভূমি আবাদ করিলে কিছু মাত্র আপত্তি করে না, কিন্তু তথাকার বন্য পশু আপনারা মারিতে না পাইলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয় এবং পারে ত বিপক্ষের অপকার করিবারও বিলক্ষণ চেষ্টা পায়। ইহাদিগের গৃহ অতি সামান্য। গ্রীষ্মকালে মাচার উপরে পাতা ঘাস চাপা দিয়া রাত্রি কালে তাহার নীচে থাকে এবং বর্ষা ও শীতে পালা দ্বারা পার্শ্ব দেশ আচ্ছাদিত করে। কখন বরাবর লম্বা ধাউড়ে ঘর করিয়া তন্মধ্যে ৮।১০ পরিবার একত্র বাস করে। আহারের দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ বহু সপ্তাহ এক স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তজ্জন্য কিছু কষ্ট হয় না, কেন না ইহাদের বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক মাল মসলা বা শ্রমের আবশ্যকতা নাই।

বেশভূষা—অনেক স্থলে পশুচর্ম্মই ইহাদিগের বস্ত্র। মধ্যে মধ্যে ইহারা দুই তিন খান চর্ম্ম যুড়িয়া কোমর ও বুক বেড়িয়া পরে। প্রসূতিগণের পশ্চাৎ ভাগে একটী থলিয়া থাকে, তাহার মধ্যে শিশু সন্তানকে রাখিয়া দেয়। যেখানে পশু দুষ্প্রাপ্য, সেখানে পুরুষেরা হয় বিবস্ত্র থাকে, নয় সামান্য কৌপীন পরে এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাসের বুন্সিতে পাতা ঝুলাইয়া দেয়, অথবা তৃণের চেটাই বুনিয়া শরীর আবর্ত্তন করে।

ইহারা সোণা রূপার গহনা পরিতে পায় না, গেরুয়া মৃত্তিকা ও চরবি দ্বারা কেশ চিক্কণ ও লাল করে এবং পক্ষীর পালক, কুকুরের লেজ, কাঙ্গারু দন্ত, হাড়ের বা ফটিকের মালাদ্বারা মস্তক গলা হাত পা সমস্ত সুশোভিত করে। শরীরে সাদা বা অপর রং মাখায়।

আহার—আদিমবাসিরা কৃষিকর্ম্ম জানে না, পশু পালনও করে না, দেশে ফলবান্ বৃক্ষের ও অভাব, এ অবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহ করা বড় সহজ

ব্যাপার নহে। সুবিধার মধ্যে ইহাদিগের অখাদ্য কিছুই নাই। বৃক্ষের ছাল পাতা ও ডগা, কোঁড়ক, গঁদ, বন্য শুটী ও মূল, সাপ, বেঙ, ইঁদুর, গিরগিটি, উই, পোকা, মাকড়, মৎস্য কচ্ছপ, পক্ষী ও বন্য জন্তু যাহা কিছু পায় তাহাই উদরস্থ করে। ঋতু পর্য্যায় অনুসারে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আহার করে অর্থাৎ যখন যাহা অধিক মিলে, তাহাই খায়। বাস-স্থানে খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইলে স্থানান্তরে যায়। বড় আহার কষ্টের সময়ে দলভঙ্গ হইয়া বেড়ায়। ইহাদের পাক করিবার অথবা খাদ্যাদি সঞ্চিত রাখিবার নিমিত্ত পাত্রাদি নাই। বহ্নি জ্বালিয়া কতক বা ঝলসিয়া কতক বা গরম ছাই মধ্যে রাখিয়া সিদ্ধ করিয়া লয়, কোথায় বা গর্ত্ত উত্তপ্ত করিয়া তাহার মধ্যে মাংস ফেলিয়া সুপাক করে। আহারের অনিশ্চয়তা হেতু যখন খাদ্য যথেষ্ট পায় আকণ্ঠ পূরিয়া খায়, ফেট ফাটিয়া পড়িবার উপ-ক্রম হয়, ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু যন্ত্রণার একটু সমতা হইলে আবার হাঁসের মত খাইতে থাকে। আশ্চর্য্য মনুষ্য প্রকৃতি! এদিকে আবার ইহারা বহু দিন স্বল্প বা বিনা আহারে থাকিতে বিলক্ষণ সক্ষম। ইহাদিগের খদ্য আহরণের ফিকির শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সর্পকে টোপ দিয়া গর্ত্ত হইতে বাহির করে, পরে উহার সঙ্গে খেলায়। সর্প ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে লাঠী চাপা দিয়া রাখে এবং পর দিন খায়। ইহারা বলে সর্পের শরীরে তৈল থাকাতে ইহা বাইন মৎস্যের ন্যায় সুস্বাদু। সমুদ্র তটে বা নদীতে কচ্ছপ ভাসিলেই ইহারা অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সালতি ছাড়ে এবং আস্তে আস্তে নিকটস্থ হইয়া উহার গায় ঝাঁপিয়া পড়িয়া, হস্ত স্থিত ফাঁস উহার পায়ে লাগাইয়া টানিয়া আনে। ছোট কচ্ছপ ধরিবার নিমিত্ত ডোঙ্গায় জোঁকের ন্যায় এক প্রকার শোষক মৎস্য রাখে। কচ্ছপ ভাসিতে দেখিলেই উহাকে ছাড়িয়া দেয়, সে তাড়া করিয়া গিয়া পিঠে কসিয়া বসে এবং চুসিয়া ধরে, কিছুতেই ছাড়ে না। এদিকে মাঝি লেজ বাঁধা দড়ি টানিলে মৎস্য সহ কচ্ছপ উঠিয়া আইসে। মৌচাক ভাঙ্গা প্রথা আরো অদ্ভুত। ইহারা মৌমাছিকে কোন ফুলে বসিতে দেখিলে অমনি নিকটস্থ জলাশয়ে গিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া স্থির-ভাবে থাকে। মাছি বড় জল প্রিয়, পান করিতে আসিলেই উহার গায়ে

জোরে কুলি করে। তাহাতে আহত হইয়া পড়িলে উহার গায়ে আটা দিয়া পক্ষীর লোম সংযুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। এইরূপে আধ বা এক ক্রোশ গিয়া চাক দেখিতে পায়। পথি মধ্যে কতই হোঁচট খায়, কত বারই পড়ে, কিন্তু উপাদেয় দ্রব্য ভোগের নিমিত্ত কে না কষ্ট স্বীকার করিতে চায়? স্থানে স্থানে ইহারা নরমাংস খাইয়া থাকে। সুস্বাদু বলিয়া অথবা বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশে যে ভক্ষণ করে এমত বোধ হয় না। কথিত আছে যে নরমাংস ভক্ষণ করিলে অনায়াসে যাদু শিখিতে পারে। আমাদিগের বোধ হয় যে স্নেহপরবশ হইয়া তাহারা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ে তাহা প্রতীত হইবেক। একজন সাহেব লেখেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের দুই দল মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। এক দলের একটী যুবতী সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। পরদিন প্রাতে মৃত ব্যক্তির পক্ষীয়েরা পুনর্যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া শত্রুদিগকে পরাভব করত, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই ক্রোশ গিয়া বিপক্ষীয় তাম্বুস্থিত একজন মহিলাকে বিংশতি বড়বা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, আনন্দে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। এ দিকে ইহাদিগের প্রিয়তমার মৃত্যু হইবার ১ ঘণ্টা পরে, উহার পিতা ও ভ্রাতা ও অপর আত্মীয়েরা শবটা লইয়া একটী ঝোপে গেল। ইঙ্গিত দ্বারা সাহেবকে অন্তর হইতে কহিল। ইহারা কি করে, জানিবার নিমিত্ত তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সকলে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া থাকায় তিনি যেন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন ভাণ করিয়া বৃক্ষমূলে শুইয়া পড়িলেন। দেখিলেন যে পিতা সর্ব্বপ্রথম পেটটা ফুটা করিবামাত্র সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বিলম্বে নাড়িভুড়ি বাহির করিলে পর, স্ত্রীলোকেরা যকৃৎ পাইবার নিমিত্ত কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, যে একটুকু আধটুকু পাইল তাহাই অমনি গালে পূরিল। হৃৎপিণ্ড ও মেটে পাইবার জন্যও ঐ রূপ গোলযোগ। সকল যন্ত্র স্বতন্ত্র করা হইলে পর পিতা বুকের খোদলে হাত পূরিয়া আঁজলা আঁজলা রুধির স্বয়ং পান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হাড় হইতে মাংসাদি কতক অস্ত্র কতক দন্তদ্বারা পৃথক্কৃত করা হইল। কতক ঝুড়িতে সঞ্চিত করিল, কতক আগুনে কাবাব করিয়া

পূর্ব্ব লিখিত নিয়মে গর্ত্তমধ্যে সুসিদ্ধ করিয়া উদরস্থ করিল। সাহেবকে ঐ সময় মনে পড়ায় এক স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে রক্ত মাখান পায়ের পাতা খানা আনিয়া দিল, ভয়ে তিনি উহা রুমালে জড়াইয়া তাম্বু দেখাইয়া দিলেন এবং পৌঁছিলে পরও তাহারা খানিকটা মাংস ও কতকগুলা হাড়গোড় আনিয়া দিলেন। নবসৌথওয়েল্‌সে আঙ্গম সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে আদিম বাসিদিগের মধ্যে একটী বালক মরিলে কয়েকজন যুবক আসিয়া মাথাটা কাটিয়া ও ছালটা ছাড়াইয়া উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিল, জনকজননী এক পার্শ্বে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে ছিল, কিন্তু চর্ম্ম খুলিবামাত্রই তাড়াতাড়ি আসিয়া পদদ্বয়ের পেশী ছেদন করত, সিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। আত্মীয়েরা অপর ২ খণ্ডের মাংস বাটী লইয়া গেল, সন্তানের স্মরণার্থ শুষ্ক চর্ম্ম ও মাথাটি বাপ ঝুলি মধ্যে রাখিলেন। বীর পুরুষেরা স্বহস্ত-নিহত শত্রুর মস্তক ছিন্ন ও সিদ্ধ করিয়া চক্ষুর্দ্বয় ও গণ্ডদেশের মাংস খাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ওঝাদিগের নরমাংস আস্বাদ না করিলে তাহাদিগের কুহক ফুরে না।

নদীর অভাব ও দেশ অধিক বালুকাময় হওয়াতে মধ্যে মধ্যে বহুদূর-পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র জল পাওয়া যায় না। বিদেশীয়েরা এখানে পড়িলে মারা যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহারা বৃক্ষবিশেষের শাখা শিকড় বাহির করিয়া ছাল ছাড়াইয়া উহা খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহা হইতে যে জল নিঃসারণ হয় তাহাই পান করে।

কর্ম্মকার পুত্র ও চিত্রকর দুহিতা।

৩য় অধ্যায়।

অন্ধকারে আলোকোদয়।

গৃহে পতিহীনা স্ত্রীলোক ও পিতৃহীন শিশু, বড় দিনের উৎসব তাহাদিগের নিকট নিরানন্দে পরিণত হইল। যতদিন না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান হইল, গ্রিচেন তাহার একমাত্র ধন সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর শব মুনিয়া রহিলেন। তাঁহাকে স্থিরচিত্ত—এককালে পাষাণবৎ নিস্তব্ধ বোধ

হইল; তাঁহার যে মুখশ্রী শান্ত ভাবের আধার ছিল, এক্ষণে অকস্মাৎ বার্দ্ধক্যজনিত রেখাঙ্কিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল এবং তাঁহার কেশ পাশ এক রজনীতেই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। তিনি শ্বেত বসনাবৃত মনুষ্যাকৃতির প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রহিলেন, কেবল কুইণ্টিন যেখানে চলিয়া বেড়াইত, ব্যাকুলভাবে সেই দিকে সে দৃষ্টি এক একবার প্রসারিত করিতেন। সন্তানটীর পক্ষে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। সে ইতিপূর্ব্বে মৃত্যু দেখিয়াছে এবং তাহার মৃত ভাই ভগিনীর প্রস্তরময় মূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শন করিতেও ভীত হইত না। কিন্তু এখন কি এক প্রকার ভয়ে পিতার দেহের নিকট হইতে দূরে দূরে রহিল।

যাহাদিগের গৃহে মৃত্যু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করে, দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগ যন্ত্রণা ও হা হুতাশ পূর্ব্বাহ্নে আইসে, তাহারা এরূপ মৃত্যুর ভাব অনুভব করিতে পারে না—এক মুহূর্ত্তেই সংহারকের কার্য্য শেষ হইলে, এক মুহূর্ত্তেই গৃহ জনশূন্য, এবং হৃদয় নিরাশাপূর্ণ হইলে যে কি ভাব হয় তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। একে অন্তরের গভীর শোকাবেগ, তাহার উপর আবার ভবিষ্যতে সংসারের দশা কি হইবে, দরিদ্রতার ভীষণ পীড়ন কিরূপে বহন করা যাইবে এ চিন্তা যখন উদয় হয় তখন যাতনা দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠে।

হান্‌স মাফ্টিসের শব তাহার সন্তানগণের কবর পার্শ্বে সমাহিত হইলে তাহার বিধবা রমণী যখন শূন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন যে তিনি হীনবল ও ভগ্নাশ হইয়া পড়িবেন ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। তাঁহার শান্তচিত্ত এতক্ষণ যে দুর্ব্বহ শোকভার ধারণ করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার একটী উচ্ছ্বাসে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বহমান হইল এবং তিনি ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া রুদ্ধ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কুইণ্টিন তাঁহার সান্ত্বনার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য, তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

অবশেষে তিনি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হা বৎস! হা বৎস! আমাদিগের আর আশা নাই, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

"মা! যখন লাইসা মরিল, তুমিত এমন কথা বল নাই। তুমি

আমাকে বলিলে সৎপথে থাক, তাহা হইলে ঈশ্বর কখন পরিত্যাগ করিবেন না।"

শোকার্ত্ত রমণী বলিলেন "আমি ও কথা বলিয়াছিলাম—কিন্তু এখনকার অবস্থা যে আর একপ্রকার। হা প্রিয়তম! হা নাথ! কেন তুমি আমাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেলে।"

কুইণ্টিন দাঁড়াইয়া উঠিয়া এবং প্রবীণোচিত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বলিল "না মা! সম্পূর্ণ একাকিনী নয়; কুইণ্টিন তোমার আছে। আমি তোমাকে দেখিব শুনিব।" তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে উজ্জ্বল স্নেহজ্যোতি স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাঁহার চক্ষু তাঁহার মাতার বোধাতীত চিন্তা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল হইতে লাগিল। তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া মাতার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। মাতার যদিও প্রবোধ মানিবার কোন পথ নাই, তথাপি সন্তানের মুখে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি বুঝিলেন কুইণ্টিন এক দিন তাঁহার অবলম্বন ও সান্ত্বনাস্থল হইবে।

মাতা ও সন্তান অনেকক্ষণ পরস্পরের গলা জড়াইয়া পরস্পরের স্নেহ ও নির্ভর পরস্পরের উপর প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে জননী বলিলেন "আমরা কি প্রকারে বাঁচিব? তোমার দুঃখী পিতা আমাদিগের প্রতিপালনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, এখন তিনিত নাই, আর কে আমাদিগকে খাওয়াইবে? বাছা তুমি যে নিতান্ত শিশু, দোকানটী যে চালাইতে পারিবে, তার ত সম্ভাবনা নাই, ইহা অন্যের হস্তে যাইবে। আমাদিগের আর কোন আশা নাই; অনাহারে আমাদিগকে মরিতে হইবে।" বালক উৎসাহে আপনার ক্ষুদ্র দেহটী ফুলাইয়া বলিল "আমরা অনাহারে মরিব না। মা! আমরা অনাহারে মরিব না। আমি শীঘ্র বড় হইব: কিন্তু যত দিন না হই, আমাদিগকে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। এখনি আমি বেশ কাজ করিতে পারি; আমি জানি যে কেহ দোকান লইবে, আমাকে তার সঙ্গী করিয়া লইবে। মা! আমি যত দিন আর একটু বড় হইয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে না পারি, তোমাকে কাটনা কাটিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে একদিন আমি যখন একটা দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তুমি

আমাকে বলিয়াছিলে 'যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায়ও আছে।' মা! আমার ইচ্ছা আছে, দৃঢ়তর ইচ্ছা আছে, আমি যে একটা উপায় করিয়া লইতে পারিব তাহাতে শঙ্কা করি না।"

ইহা শুনিয়া বিধবা রমণীর অন্তরে সান্ত্বনার সঞ্চার হইল। তিনি আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় নিরাশ রহিলেন না। আশ্চর্য্য অবস্থার প্রভাব! যে বালক দিন কয়েক পূর্ব্বে নিরাশ্রয় শিশুর ন্যায় মাতার অঞ্চল ধরিয়া থাকিত এবং তাঁহার আদেশ, উপদেশ ও সাহায্য না পাইলে কিছুই করিতে পারিত না, এখন তাঁর অসময়ে সেই বালক তাঁহাকে উপদেশ ও উৎসাহ দান করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে যাঁহারা মহৎ লোক হন, তাহাদের এইরূপ লক্ষণই দেখা যায়; কোন বিশেষ ঘটনা বা আকস্মিক বিপৎপাতদ্বারা তাঁহারা শৈশবাবস্থা হইতে এককালে প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরোহণ করেন। কুইণ্টিনের পক্ষে এরূপ পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে; বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং নানা কারণে তিনি তাঁহার সমবয়স্কদিগের সহিত কখন মিশ্রিত হয়েন নাই, সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার সহবাসেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চিন্তা সর্ব্বক্ষণই তাঁহার বয়স ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই সকল ঘটনা বশতঃ তাঁহার বিচার শক্তি পরিপক্ক এবং তাঁহার হৃদয়ের ভাব এরূপ গভীর হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার মাতার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথনে এক জন বয়স্ক বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় বিজ্ঞতা ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই দৃঢ়তা ভবিষ্যতে তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হয়। তাঁহার মাতা সন্তানের মুখমণ্ডলের প্রত্যেক রেখায় দৃঢ়তা পাঠ করিয়া নিরাশ মনে আশা পোষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

এক্ষণ হইতে কুইণ্টিন আর বালক রহিলেন না। তিনি দেখিলেন তাঁহার পক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, একজন দয়ালু হৃদয় প্রতিবাসী তাঁহার পিতার দোকানের ভার লইলেন, তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তথায় কর্ম্ম করিতে যাইতেন। কুইণ্টিনের শরীরের বলের অভাব তাঁহার বুদ্ধি নৈপুণ্য দ্বারা পূরণ হইত, ইহাতে তিনি বালকের প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক বেতন পাইতেন। বেতন সমুদায়ই গৃহে লইয়া আসিতেন। সমৃদ্ধি-

শালী বণিক্ ভারতবর্ষ হইতে জাহাজ ভাসাইয়া লাভাঙ্ক গণনায় যত না আনন্দ পান, কুইণ্টিন মাসান্তে বেতনের কয়েক মুদ্রা মাতার হস্তে গণিয়া দিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রমলব্ধ ধনের একটী মধুরতা আছে, বহুমূল্য দান সামগ্রী পাইলেও তাহা কখন লাভ করা যায় না। কুইণ্টিনও অনেক সময় দেখিতেন 'কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যে অন্ন উপার্জন করিতেন, তাহার অমৃতাস্বাদের সহিত আর কিছুরই তুলনা হইতে পারে না।' তাঁহার মাতাও হয় ত এইরূপ ভাবিতেন; এবং যখন কুইণ্টিন কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তিনি সন্তানের শ্রমগঠিত সবল হস্ত এবং চিন্তাশীল মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেন—বলিতেন 'সে ঠিক্ তাহার পিতার ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।' দুঃখী সাধুশীল কর্ম্মকারের কঠোর মূর্ত্তি এবং বালকের মেধাপূর্ণ কোমল মুখমণ্ডলের মধ্যে সেরূপ সৌসাদৃশ্য আর কেহ আবিষ্কার করিতে পারিত না।

কুইণ্টিন ইতিপূর্ব্বে অবসর পাইলেই আপনার মনোমত খেলার জিনিষ তৈয়ার করিয়া আমোদিত হইতেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অবধি সকল খেলা এককালে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এক মুহূর্ত্ত বৃথা ক্ষেপণ করিতেন না, দোকান হইতে আসিয়াই গৃহকার্য্য বিষয়ে মাতার সাহায্য করিতেন, শোকে তাঁর শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, প্রাণান্তে তাঁহাকে শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্ম করিতে দিতেন না। কুইণ্টিন কোমলতায় ও গৃহকর্ম্মদক্ষতায় একটি কার্য্য পটু বালিকার ন্যায় হইয়াছিলেন, মাতার শ্রমভার লাঘব করিবার জন্য তিনি না করিতেন এমত কোন কর্ম্মই ছিল না। তিনি কাটনা কাটিতেও শিখিয়াছিলেন এবং গ্রীষ্মকালে নিকটস্থ কয়েকখানি ঘরের সকল লোকে নিষুপ্ত হইলে মাতাপুত্রে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। কিন্তু শীতকালের দারুণ কষ্টের হাত হইতে কি রূপে বাঁচিবেন এইটী তাঁহাদিগের ভাবনার প্রধান বিষয় হইল। তাঁহারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ জন্য দিবারাত্রি প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। কুইণ্টিনের উৎসাহপূর্ণ চিত্ত মাতাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং সৌভাগ্যের পুনরুদয় হইবে, এই প্রত্যাশায় তাঁহারা ধৈর্য্যশীল হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তুষার গৃহ।

আমরা এস্‌কুইমা জাতির বিবরণে লিখিয়াছি, তাহারা শীতকালে বরফের গৃহে বাস করে এবং বিলক্ষণ উষ্ণ থাকে, ইহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠিকা আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে বরফ শরীরে একটু লাগিলে কতক্ষণ হিমাঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়, শীতকালে তাহারই মধ্যে বাস করা যাইবে এবং তাহাই আবার শীত নিবারক হইবে ইহা না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? যাহা হউক ইহা কল্পিত কথা নয়। এই বরফ গৃহের বিশেষ বিবরণ আজি আমরা পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি।

কাপ্তেন প্যারী নামে এক নাবিক সাহেব উত্তর মহাসমুদ্রে অনেকবার ভ্রমণ করেন। তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়া শীতদ্বীপ নামে একটী দ্বীপে শীতকাল অতিবাহন করেন। প্রথমে সমুদ্র ভ্রমণ করিতে করিতে এই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলে একদল এসকুইমা বন্ধুভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে এবং যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের গৃহ দেখাইতে লইয়া যায়। কাপ্তেন লিয়ন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কোন নূতন দৃশ্য দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া চলিয়াছেন, এমত সময়ে হঠাৎ বরফের গৃহ পূর্ণ একটী গ্রাম দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই গ্রামে নৌকা, চক্রহীন শকট, কুকুর এবং পুরুষ রমণী ও বালক বালিকায় অন্যূন ৬০ ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাঁহারা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

বরফগৃহ সকল নির্ম্মাণ করিতে তুষার ও হিমশীলা ভিন্ন অন্য কোন মাল মসলা ব্যবহৃত হয় না। ইহার ইষ্টক বরফের চাপ। দুই ফুট দীর্ঘ ও ৬।৭ বুকল পুরু এক একখানি বরফের ইষ্টক গোলাকার করিয়া স্থাপন করা হয়। এক থাক গাঁথা হইলে তাহার উপরে ভিতর দিক্ ঘেঁসিয়া আর এক থাক বরফ স্থাপিত হয়। এইরূপে স্তরে স্তরে গোলাকার করিয়া বরফ সাজাইলে উপরে অল্প মাত্র ফাঁক থাকে। সেই শূন্য স্থানে একখানি বৃহৎ বরফ খণ্ড অতি সুন্দর কৌশলে স্থাপিত হয় এবং তাহাই গৃহের ছাদ হয়। এই গৃহ সকল বৃহদাকারেও নির্ম্মিত হয় এবং তাহার অভ্যন্তরের

পরিপাটী আশ্চর্য্য। ভ্রমণকারী সাহেবদ্বয় একটী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রথমে প্রায় ১০ ফুট দীর্ঘ ও ৪।৫ ফুট উচ্চ এবং খিলান করা দ্বার বিশিষ্ট দুইটী গলি পথের মধ্য দিয়া একটী গোলাকার মহলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাহার তিনটী দ্বার, দুইটী দুই পার্শ্বে ও একটী গলির বিপরীত দিকে। এক একটী দ্বার দিয়া এক একটী বাসগৃহে প্রবেশ করা যায়। গৃহ সকলের অভ্যন্তরের সজ্জা দেখিয়াও তাঁহারা কম চমৎকৃত হইলেন না। গৃহের পার্শ্বে এক এক শয্যায় স্ত্রীলোকেরা বসিয়া প্রত্যেকে এক একটী আগুন পাত্র বা আলোক কাছে রাখিয়াছে, গৃহের আসবাব সকল তাহাদিগের চারিদিকে রহিয়াছে; শিশু সকল হামাগুড়ি দিয়া মাতাদিগের পশ্চাতে বেড়াইতেছে; কুকুর দিগের মেদীরা শয্যার কিয়দংশ অধিকার করিয়া শয়ান আছে, মদ্দারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন ভয় পাইয়া পলাইতেছে।

কাপ্তেন ফ্রাঙ্কিলিন নামে এক সাহেব বরফগৃহ নির্ম্মাণ প্রণালীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। নদীতীরে যেখানে ২।৩ ফুট বরফ জমিয়াছে, একজন এস্‌কুইমা এমত একটী স্থান মনোনীত করিয়া লয় এবং ৮ হস্ত ব্যাস একটী গোল রেখা টানিয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করে। রেখাঙ্কিত স্থানের মধ্যে যে জমাট বরফ থাকে, একখানি লম্বা বাঁটওয়ালা প্রশস্তফলক ছুরী দ্বারা তাহা সজোরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করে। এক এক খণ্ড ৩ ফুট দীর্ঘ, ৬ বুকল প্রশস্ত এবং ২ ফুট পুরু হইয়া থাকে। এই বরফ খণ্ড সকল হালকা অথচ প্রস্তরের ন্যায় আঁটাল ও কোণাল হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হয়। যেখানে বক্রতর হয়, ছুরিকাদ্বারাই তাহা ঠিক্ হইয়া যায়। গৃহটী একটী গোল ঘরের মত নির্ম্মিত হইলে উপরে ত্রিকোণাকৃতি বরফ খণ্ড পরিপাটীরূপে বসাইয়া ছাদ করিয়া দেওয়া হয়। এই ছাদ ভূমি হইতে প্রায় ৮ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ভিতর দিক্ হইতেই নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হইলে যদি কোন স্থানে ভাঙ্গা বা ফাঁক থাকে, কোমল তুষার লেপিয়া তাহা বুজাইয়া দেওয়া হয়। পরে সেই বদ্ধ গৃহে ছুরী দ্বারা নিম্ন করিয়া দরজা কাটা হয়। তৎপরে শয্যাস্থল প্রস্তুত হয়, শরীরের উত্তাপে তাহার

বরফ গলিয়া না যায়, এজন্য দেব দারুর শাখা সকল তদুপরি বিছাইয়া দেয়। শয্যার উভয় পার্শ্বে আলোক রক্ষার্থ এক একটী বরফের স্তম্ভ গঠিত হয়। অবশেষে দ্বার দেশের সম্মুখে গাড়ী বারাণ্ডার মত স্তম্ভ-শোভিত ছাদ নির্ম্মিত হয়। গবাক্ষের জন্য গৃহ প্রাচীরের গহ্বর করা হয় এবং তাহা অতি স্বচ্ছ এক খণ্ড বরফে আবৃত থাকে। যেরূপ উপাদানে গৃহটী প্রস্তুত হয়, যেরূপ সুন্দর কৌশলে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং যেরূপ স্বচ্ছ প্রাচীরে ইহা পরিবেষ্টিত হয়, তাহাতে ইহা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর। ধনী লোকে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যেরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে না পারে, এই অসভ্য জাতি তাহা অতি সহজে সম্পাদন করে। কিন্তু বরফ জলবহুরূপীর একটী বিশেষ আকার ভিন্ন আর কিছুই নহে, অতএব লোকে জল দিয়া ঘর গাঁথিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে, এ কি আশ্চর্য্য কথা।

নূতন সংবাদ।

১। ১৩২ জন হিন্দু-মহিলা বরিশাল ফিমেল্ এডুকেশন কমিটীতে পরীক্ষার্থিনী হইয়া আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন কুমিল্লা ও অপর এক জন ফরিদপুর বাসিনী। এটী বড় শুভ চিহ্ন। কলিকাতা অঞ্চলের নারীগণের এরূপ উন্নতিকর বিষয়ে মনোযোগ দেখা যায় না। এই কারণে বামাবোধিনী সভার অন্তঃপুর পরীক্ষা প্রণালী রহিত হইয়াছে।

২। বোম্বাইয়ের সর্ব্ব প্রধান জমীদার এবং মৃত পারসী ওয়াদিয়া মাণিকজী নৌরজীর বিধবা পত্নী মটলী বাই মহিম 'ডিস্পেনসারী' নামক ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ ১০,০০০ টাকা এবং একটী বাটী দান করিয়াছেন।

৩। লণ্ডন হইতে ২৩ এ জানুয়ারি তারযোগে এই সংবাদ আইসে, অদ্য অপরাহ্নে সেণ্টপিটার্সবর্গ মহানগরে রুসীয় রাজকুমারী মেরীর সহিত এডিনবরার ডিউকের শুভবিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ কার্য্য প্রথমতঃ গ্রীক চর্চ্চ, তৎপরে ইংলণ্ডীয় চর্চের মতানুসারে সম্পন্ন হয়। উক্ত রাজধানীতে ৩ দিবস ধরিয়া প্রদর্শন, ভোজ আলোক দান প্রভৃতি হয়। রাজদম্পতি মস্কৌ দর্শন করিয়া আগামী মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবেন। এ দেশীয় মহিলাগণ আমাদের রাজপুত্রের শুভবিবাহে হুলুধ্বনি করুন।

৪। মহারাণী স্বর্ণময়ী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে

কেবল কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি রঙ্গপুর ও মুরসিদাবাদের জমীদারীতে প্রজাদিগের খাজানা মাপ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুঃখী রাইয়ত দিগের মধ্যে বিতরণার্থ ১০ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

৫। বরাহনগর পত্রিকা বলেন ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ৯০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদাদ্বারা আর ৯০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এ কার্য্যের জন্য আমরা কমিটীকে প্রশংসা করি, কিন্তু যেমন বরাহনগরে সেইরূপ অন্যান্য স্থানেও যেন তাঁহাদিগের বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। অত্যন্ত সুখের বিষয়, ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ডাক্তার আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাইতে মিস সারা নারিস্ এম ডি সম্প্রতি আসিয়াছেন, এলাহাবাদে মিস্ প্রিস্টস এম ডি চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইতেছেন। বেরিলীতে সোয়েন এম ডি নাম্নী আমেরিকার এক বিবী ডাক্তার স্ত্রীলোকদিগের জন্য হসপিটাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই দিন যথার্থ সুখের হইবে যে দিন এ দেশীয় রমণীগণ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এদেশের অভাব সকল মোচন করিবেন।

বামাগণের রচনা।

পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটন করিলে যে প্রকার আনন্দ ও উপকার লাভ করা যায়, তাহা ভ্রমণকারী মাত্রেই অবগত আছেন। এক স্থানে ও এক প্রকার লোকের মধ্যে থাকিলে মনুষ্য মন ক্ষুদ্র হইয়া যায়, মনের তাদৃশ প্রফুল্লতা থাকে না। কিন্তু পৃথিবীর যত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, প্রকৃতির যত শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করা যায় এবং যত প্রকার লোকের সহিত বাস করা যায়, মন তত প্রশস্ত হয়। প্রবল বেগবিশিষ্ট নদ নদী, উত্তাল তরঙ্গ পরিপূর্ণ গভীর সমুদ্র, আকাশভেদী সমুন্নত পর্ব্বতশিখর, অভিনব লতামণ্ডিত বারিধারাসিক্ত উপত্যকা, মনুষ্য সমাগম শূন্য প্রান্তরে নানা জাতীয় নয়ন তৃপ্তিকর পুষ্পের মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শন ইত্যাদিই ভ্রমণকারিদিগের প্রফুল্লতা ও তাহাদের হৃদয়ের প্রশস্ত সাধনের বিশেষ কারণ। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মন এত সঙ্কীর্ণ কেন? ইহার কারণ তাঁহারা আজীবনকাল বাটীর ভিত্তির চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা মহিলাগণের সহবাস ভিন্ন আর কাহার সহবাস প্রাপ্ত হন না। বঙ্গবাসিনীগণের ভাগ্যে এ প্রকার সুবিধাও বড় অধিক নাই যে তাঁহারা বিদ্যা চর্চ্চাদ্বারা ভূগোল, ইতিহাস ও সং-

যাদ পত্র প্রভৃতির সাহায্যে জগতের ব্যাপার কিছু অবগত হইয়া সুখী হইবেন। সুতরাং তাঁহারা জানেন না যে তাঁহাদের জন্মভূমি অতিক্রম করিয়া পৃথিবী কেমন বিস্তৃত ভাবে সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমাকে মহীয়ান করিতেছে; এবং কত জাতীয় মনুষ্য এই পৃথিবীতে বাস করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মন অধিক প্রশস্ত, ইহার কারণ তাঁহারা উন্মুক্ত-ভাবে বিচরণ করেন। ভ্রমণ করিলে শরীর মন উভয় ভাল থাকে। নানা স্থানের বিশুদ্ধ জল বায়ু দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়, এক স্থানে থাকাতে মনে যে বিরক্তি জন্মে, নূতন স্থান পরিভ্রমণ দ্বারা স্থানের নূতনত্বে ও নূতন দৃশ্য দর্শনে সে বিরক্তি-ভাব বিদূরিত হইয়া সুখ ও সন্তোষ উৎপন্ন হয়। ভ্রমণকালে নানা অবস্থায় পতিত হইয়া বহুকালের অভ্যাসকে দমন করা যায় ও আত্ম-রক্ষার ভাব পরিপক্ক হয়। যত দেশ ভ্রমণ করা যায়, তত পৃথিবীর কোথায় কোন্ রাজ্য, কোন্ পর্ব্বত কি কি নদী আছে, কোন্ স্থানের জল বায়ু কি প্রকার, কোন্ দেশে কোন্ কোন্ জাতীয় লোকের বাস, তাহাদিগের আকৃতি, প্রকৃতি, রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার কি প্রকার এবং কোন্ জাতির কি ভাষা, কি ধর্ম্ম এ সমস্ত জানা যায়। ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক পাঠে জগতের অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুস্তকোপার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারা তাদৃশ উপকারলাভ করা সম্ভবপর নহে।

দেশ ভ্রমণ করিলে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পায় সেইরূপ ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায়। সৃষ্ট বস্তু দর্শন করিলে স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ হয়। এক জন বিশ্বাসী ব্যক্তি জনশূন্য পর্ব্বত স্থানে উপবেশন করিয়া অসীম আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিবেন? অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হইবে। তিনি যখন সমুদ্রতীরে বসিয়া সমুদ্রের পরাক্রম দেখেন, তখন তাহার মধ্যে স্রষ্টার ক্ষমতা ও পরাক্রম দেখিতে পান। যখন তিনি জীব জন্তুর মধ্যে বিচরণ করেন, তখন দেখিতে পান যে বিশ্বপালক কত করুণা গুণে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বর বিশ্বাসীর বিশ্বাস দৃঢ় হয়, প্রেমময়ের প্রতি প্রেম স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ঈশ্বরেতে অটল ভক্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার হৃদয় চরিতার্থ হয়।

শ্রী সৌ।

অধুনা আপনাদের আয়াস ও প্রযত্নে বঙ্গাঙ্গনাগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে দিন দিন জ্ঞানালোকের যে বিমল আভা প্রকাশিত হইতেছে তাহা সন্দর্শন করিলে সাধ্য কার যে অন্ত-

রের সহিত কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে? শৈশবে যাঁহারা বহু পূর্ব্বার্জ্জিত কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া অবৈধ লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথার দাসত্ব করত জীবনের প্রথম ভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই আবার আপনাদের প্রসাদে বিদ্যাজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া নানাবিধ হিতানুষ্ঠান দ্বারা বামাকুলের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ইহা কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়। যাহা হউক যদিও তদ্রূপ উন্নতি আপাততঃ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না, কিন্তু কালে যে হইবে ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন? স্ত্রী সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে যুগান্তর উপস্থিত বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্বেষী ছিলেন, এক্ষণে দয়াময় পিতার কৃপাবলে তাঁহারা তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা প্রভৃতি সন্তানগণের জ্ঞান ধর্ম্ম চর্চ্চার যথোপযুক্ত সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছেন। এমন কি প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের স্ত্রী কন্যার নাম প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বিদ্যাবতী মহিলাগণ কেবল অবগুণ্ঠনকে পরম পদার্থ ও সারভূষণ মনে করিয়া আর তদ্দ্বারা মুখাবৃত করত শয্যা গৃহের কোণে বসিয়া থাকিলে পরিতৃপ্ত হয়েন না। ন্যায়ানুগত সম্বোধন ও সহৃদয়তা সংস্থাপনে তৎপর হইয়াছেন। কাহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অভক্তি প্রকাশ দূরে থাকুক, সঙ্গিনীগণের প্রমুখাৎ তদ্রূপ বাক্য নির্গত হইতে শুনিলে তাঁহারা যারপর নাই দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েন; কিন্তু বহুকাল অবধি স্ত্রী সমাজে সেরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত না থাকায় এখনও আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। এমন কি, তাঁহারা অনেকেই স্বামীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় তাহাও জানেন না অথচ পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে হুঁ হাঁ হাঁগো ওগো প্রভৃতি নিরর্থ শব্দ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং করাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রী পুরুষের যে রূপ গুরুতর সম্বন্ধ পৃথিবীতে এরূপ সম্বন্ধ আর আছে কি না জানি না। ইহাতে পবিত্র স্নেহ বাৎসল্য ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণই নিহিত রহিয়াছে সুতরাং উল্লিখিত সম্বোধনে যে ইহার কিছু রক্ষা পায় এরূপ বোধ হয় না। অতএব প্রার্থনা করি যে আগামী বারের পত্রিকাতে এরূপ একটী সম্বন্ধসূচক বাক্য নির্ণয় করিয়া দিবেন যদ্দ্বারা সম্বন্ধানুরূপ উভয়ের মধ্যে পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্ভাব সকল সংরক্ষিত থাকে এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আপনাদের কর্ত্তৃক এ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে অন্যত্র হওয়া অসম্ভব।

২৫এ নবেম্বর ১৮৭৩ } আপনার অনুগত কতিপয় পাঠিকা।

সন্তোষ।

সন্তুষ্ট থাকহে সবে নিজ অবস্থায়।
নতুবা জ্বলিবে সদা সংসার জ্বালায়॥
জানিবে নিশ্চয় যেই অসন্তোষ-মন।
তাহার কপালে সুখ না হয় কখন॥
পরের সুখেতে কভু করো না বিবাদ।
যতই জ্বলিবে তত ঘটিবে প্রমাদ॥
মনেতে প্রবল দ্বেষ প্রজ্বলিত হয়।
ক্রমশ পরের প্রীতে অন্তর দহয়॥
পরসুখ কভু সেই না দেখিতে পারে।
পরের উন্নতি দেখে গুমরিয়া মরে॥
তার চেয়ে কে পরিছে উত্তম ভূষণ,
তার চেয়ে সুখাদ্য কে করিছে ভক্ষণ,
তার চেয়ে ধনবান আছে কোন্ জন?
নিয়ত তাহার চক্ষু করে অন্বেষণ॥
আপনার ধন মানে তৃপ্তি নাহি পায়,
সর্ব্বদা পরের সুখ নিরখি বেড়ায়॥
কত শত অসুখী জন্মেছে তার চেয়ে।
ভ্রমে তাহা একবার দেখে না ভাবিয়ে।
সর্ব্বদা মনের দুঃখ দেখি পরসুখ।
অন্তরে দুরাশা তার সদা বাড়ে দুখ॥
তখন সে যে দারুণ দুঃখভোগ করে।
কে বর্ণিতে পারে তাহা কে বর্ণিতে পারে?
নিজ অবস্থায় যদি অসুখে থাকিবে।
কখন ভেবনা তুমি সুধু কষ্ট পাবে।
ঐশরিক নিয়ম লঙ্ঘন যেই করে।
সদত পাপের জ্বালা তাহার অন্তরে।
অনর্থক মন হয় নরক আলয়।
মিছে কেন কর তবে মলিন হৃদয়?
অন্তরে সন্তোষ যার বিরাজিত রয়।
সদা সুখ লভে তার নির্ম্মল হৃদয়।
দারিদ্র্য দুঃখেতে মন না হয় চঞ্চল।
সংসার সাধিতে নারে কভু অমঙ্গল॥

শ্রীযোগীন্দ্র মোহিনী বসু। কোন্নগর।

১৫৮

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২৬ সংখ্যা | মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

আমাদিগের একটী ভিক্ষা।

আমাদিগের পাঠিকাগণ বোধকরি শুনিয়া থাকিবেন এবৎসর বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া অন্নচিন্তায় দুঃখী শ্রমজীবী লোকদিগকে অতি কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিক্ হইতে আমরা হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। আহারাভাবে কোন কোন স্থানে দুঃখী লোকেরা ইহারই মধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এখন নূতন চাউলের সময় বঙ্গদেশের কৃষকেরা কোথায় সুখে এক মুষ্টি অন্ন উদরে দিবে, না, বৎসরের প্রথম হইতেই চারিদিক্ হইতে অমঙ্গলের সংবাদ উত্থিত হইল। বেহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্য পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাতেও এই কথা লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দয়াবতী মহারাণী নিজের তহবিল হইতে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং আমাদের বড় লাট সাহেবও দশ হাজার টাকা দিবেন। তদ্ভিন্ন এদেশের বড় বড় রাজা জমিদার বড় মানুষেরা কেহ দশ কেহ বিশ, কেহ বা চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। দুঃখী লোকদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নূতন নূতন রাস্তা এবং খাল ও রেলরোড প্রস্তুত হইতেছে। নানা দেশ হইতে চাউল ক্রয় করিয়া বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে খাদ্য ভাণ্ডার স্থাপন করা হইতেছে। এমন কি বিলাত হইতে

চাউল কিনিয়া আনা হইতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ একটী ভয়ানক প্রকাণ্ড ব্যাপার, মনুষ্য আর ইহার কতদূর নিবারণ করিয়া রাখিবে? দুঃখী লোকেরা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কোন ভদ্র লোক যদি আহার করিতে বসেন, তাহারা নিকটে গিয়া ক্ষুধায় ক্রন্দন করে। স্থানে স্থানে চুরি ডাকাইতি আরম্ভ হইয়াছে। এখনও খুব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ যদিও হয় নাই, কিন্তু যতদিন পুনরায় ধান্য না হয়, ইহার মধ্যে যে লোকের কত কষ্ট হইবে তাহা ভাবিলে গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই সব আয়োজন হইতেছে। আমাদেরও ইচ্ছা যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই সৎকার্য্যে কিছু সাহায্য দান করি। সহৃদয় পাঠিকাগণই আমাদের ভরসা। তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দয়াপরবশ হইয়া যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যথেষ্ট পুণ্য হইবে। অতএব ভারতসংস্কার সভার দাতব্য বিভাগের পক্ষ হইয়া আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে এই ভিক্ষা করিতেছি, বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠিকা যেন ইহার জন্য কিছু কিছু দান করেন। উক্ত দাতব্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইলেই হইবে। চারিদিক হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, এসময় আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। শ্রদ্ধার সহিত একটী পয়সা বা এক মুষ্টি চাউলও যদি কেহ দান করেন তাহাও আদরের সহিত আমরা গ্রহণ করিব। বস্ত্র অলঙ্কার যিনি যাহা দিতে পারেন, তাহা দিবেন। এরূপ দয়ার কার্য্যে অর্থদান করিলে অর্থের যথার্থ সার্থকতা হয়। নারীহৃদয়ে স্বভাবতঃই দয়া অধিক, আমরা ভরসা করি লেখা পড়া শিক্ষা দ্বারা আমাদের পাঠিকা ভগ্নীগণের হৃদয়ে সেই স্বাভাবিক দয়ার অভাব হইবে না। যিনি যাহা দিবেন শীঘ্রই যেন পাঠাইয়া দেন, আমরা যথার্থ পাত্রে উহা দান করিব। এই মহৎ কার্য্যে সুবিখ্যাত মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী, বোবিলীর রাণী প্রভৃতি মুক্তহস্ত হইয়া আপনাদিগের বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন, অন্যান্য ভারতাঙ্গনাগণ যথাসাধ্য তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মাতৃভূমির ক্লেশ নিবারণ ও ইহার মুখ উজ্জ্বল করুন।

নবহলগ্রের আদিম নিবাসীদিগের বিবরণ।

পুত্র সপ্তম দিবসের হইলে তাহার নাসিকাবেধ হয়, অর্থাৎ নাকের ডাঁটী ফুড়িয়া দেয় এবং বড় হইলে উহাতে এক খানি ৫।৬ অঙ্গুলি সক হাড় পূরিয়া মুখ মণ্ডল শোভিত করে। ১০ বৎসর কাল অতীত হইলে বালকের হস্ত হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখায়। তৎকালে পক্ষি-শিকার করিবার ও পোকা মাকড় ধরিবার নিমিত্ত এক গাছা বড়শা ও এক খানা কাঠের খন্তা তাহাকে দেওয়া হয়। বিংশতি বৎসরে যুবকের বুক পিঠ স্কন্ধ দেশ ও বাহুদ্বয় ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত্তিকা পূরিয়া দেয়। কোথায় বা সম্মুখের উপর পাটীর একটা দন্ত-ভাঙ্গা প্রথা প্রচলিত আছে। অন্যত্র ঐ উপলক্ষে এক জন বলিষ্ঠ ব্যক্তি যুবকের বুকে চড়িয়া নাচিতে থাকে। যাহারা এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে কাতর, তাহারা কাপুরুষ বলিয়া গণ্য এবং যাবজ্জীবন স্ত্রীগণ সহবাসী হইয়া তাহাদের ন্যায় দাস্যবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। বামারা পিঠে উল্কী পরে। জনৈক বলিষ্ঠ প্রাচীনা যুবতীর মস্তক হাঁটু দ্বয় মধ্যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ঝিনুক দিয়া পিঠ চিরে। শোণিত স্রোতে ভূমি অভিষিক্ত হয়, তৎ-কালে আত্মীয় মহিলাগণ উত্তেজক বাক্য উচ্চারণ করিয়া ও আপন আপন অঙ্গ কাটিয়া যুবতীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। তাহাকে যন্ত্রণায় 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতে হয়, যার নিমিত্ত বহু দিন শয্যাগত থাকিতে হয় এবং প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিতে অনেক মাস সময় লাগে! কিন্তু এত যে ক্লেশ হয় তাহাতে কি? ইহাতে যে সৌন্দর্য্য বাড়ে!! এবং রূপ বর্দ্ধনার্থ নবীনা যুবতীরা কষ্ট স্বীকারে কোথায় পরাঙ্মুখ?

বিবাহ।—পুরুষের বিবাহের পক্ষে ২৫ বৎসরই প্রশস্ত কাল। তৎপরে তিনি যত ইচ্ছা ততই দারগ্রহ করিতে পরেন। কন্যার বাজার বড় সস্তা। এক খানা ছুরি বা একটা বোতল দিলেই কন্যালাভের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কন্যা দান করিতে গিয়া কন্যাকর্ত্তার জমি বিক্রয় বা বাটী বন্দক দিতে হয় না। অল্প বয়সে বালিকার পাণিগ্রহণ হয়, কিন্তু ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ইহারা পিতৃভবনে থাকে। স্বামিগৃহে বাসের পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী

হইলে বিশেষ দোষ বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু ইহার পর সে রূপ ঘটনা ঘটিলে পত্নী ও তাহার উপপতিকে পতি বিলক্ষণ শাস্তি দেন। ইহাদের মধ্যে কোথায় কোথায় রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত। কোন বীর পুরুষ মনোনীত কন্যাকে একাকিনী পাইলে, লাঠীর প্রহারে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ছিনিয়া লইয়া যায় এবং কুটিরে আনিতে পারিলেই সে তাহার স্ত্রী হইল। কন্যার পিতা প্রবীণদিগের নিকট এ বিষয় জ্ঞাত করিলে, তাহারা দণ্ড স্বরূপ বরকে কিছুক্ষণের নিমিত্ত কেবল ঢাল অবলম্বন করিয়া কন্যার আত্মীয়ের লাঠী বাজি সামলাইতে বলেন, এইমাত্র। বিবাহ সম্বন্ধে কোন মন্ত্র পাঠ বা উৎসব নাই। স্ত্রীগণ সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধীন। ইহারা অধিকাংশ আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ, কাষ্ঠ ও জল আনয়ন, সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহ নির্ম্মাণ, এবং (স্থান পরিবর্ত্তন করিলে) দ্রব্যাদি ও পতির অস্ত্র শস্ত্র বহন করেন। পুরুষেরা পারতপক্ষে নড়িতে চাহেন না। স্ত্রীগণ আহারের বেলা অবশিষ্ট প্রসাদ মাত্র পান এবং খাদ্যের অল্পতা হইলে অনাহার থাকেন। অথচ অতি সামান্য কারণেই প্রহারিত হন, এমন কি যাহার কোন না কোন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত নয় এমত মহিলা ইহাদিগের মধ্যে অতি বিরল। স্বামী ৩৫ বৎসর উত্তীর্ণা পত্নীকে প্রায়ই ত্যাগ করে অথবা কোন যুবককে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার ভগ্নী বা অপর কোন পরিজনকে লয়। ইচ্ছামতে স্ত্রীকে ধার দেয় বা দান করে এবং হত করিলেও কাহারও নিকট দায়ী নয়। যে নারী অধিক সুন্দরী, তাহার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে। অধিক বলিষ্ঠ পুরুষ তাহাকে কাড়িয়া লয় এবং এইরূপে পুনঃ পুনঃ হস্তান্তরিত ও তৎসঙ্গে আহত হইয়া তাহার কোন অঙ্গই অক্ষত থাকে না এবং সর্ব্বদাই দেশ দেশান্তরে যাইতে হয়। এ অবস্থায় ইহাদিগের সতীত্বকে যে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ নাই ইহা বিচিত্র নহে।

গর্ভবতী রমণীরা প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে একাকী বা জনৈক আত্মীয় মহিলা সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ বনে যায় এবং আবশ্যক মতে তথায় ২।১ দিন অবস্থিতি করে। কিন্তু প্রায়ই প্রসবের ঘণ্টা কত পরে পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্ম করিতে থাকে। ফুল বাহির হওয়া মাত্র উহা পবিত্র জ্ঞানে পুতিয়া ফেলে, কুকুরকে কোন মতে খাইতে দেয় না। গড়ে

এক এক জনের ৫টী সন্তান হয়, তন্মধ্যে ২টী মাত্র রাখে। সন্তান পালন করা কষ্টকর এবং তাহা করিতে গেলে হয়ত স্বামীর সঙ্গে থাকিতে পারে না এই আশঙ্কায় প্রথম ৩।৪ টী সদ্যঃ প্রসূতকে নষ্ট করে। শেষের সন্তান রোগে মরিলে, বা আর গর্ভ না হইলে ইহাদিগকে পুত্রহীনা থাকিতে হয়। কোথায় কোথায় প্রসবের উপক্রমে একটী বালুকাময় স্থান উত্তপ্ত করে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র নিস্তব্ধে গলা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে পুতিয়া রাখে, ২ঘণ্টার পর মাতার নিকট বাহির করিয়া দেয়। কানীন সন্তানকে প্রায় জীবন্তই কবরস্থ করে। বর্ণ সঙ্কর ও ঔরসজাত বিকলাঙ্গ দিগেরও ঐ গতি। দুই তিনটীর অধিক পুত্র হইলে বিশেষতঃ কন্যা হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহা বলিয়া ইহাদিগের হৃদয় যে এককালে কঠিন বা স্নেহহীন তাহা নয়। প্রথম দিন নষ্ট না হইলে সন্তানকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করে। ছয় বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালক প্রাণত্যাগ করিলে জননীর শোকের সীমা থাকে না। তাহার দেহ আবৃত করিয়া ঝুলি মধ্যে পুরিয়া লইয়া বেড়ায়। আহার কালে সর্ব্ব প্রথমে উহার মুখে অন্ন তুলিয়া দেয় এবং নিদ্রার সময় উহাকে বালিস করিয়া শোয়। শব পচিয়া ভয়াবহ দুর্গন্ধ হইলেও মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অন্তর করে না। অবশেষে তাহার অস্থি ও কঙ্কাল মাত্র থাকে এবং যাবজ্জীবন তাহা লইয়া বেড়ায়। এরূপ মাতৃ স্নেহ কে কোথায় দেখিয়াছে? এ সমস্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে অত্যন্ত অসভ্য হৃদয়েও সত্যের ও মনুষ্যত্বের বীজ সমস্ত থাকে, সময় ও অবস্থানুসারে উহা শীঘ্র বা বিলম্বে অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া মানবকে দেবতুল্য করিয়া তোলে।

যুদ্ধ—নবহলণ্ডীয় ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ হইয়া থাকে। এক দলের লোক অপরের অধিকারে শিকার করা বা বলপূর্ব্বক অন্যের স্ত্রী কাড়িয়া লওয়া, অথবা উচ্চাটন দ্বারা কাহাকে এককালে নিপাত করা ইত্যাদি সমস্ত বিগ্রহের কারণ। যুদ্ধকালে দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের সাহস ও বীর্য্য এবং শত্রুর ভীরুতা কীর্ত্তন করিতে থাকে। পরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এক বা দুই জন পরাভূত হইলে সকলে ক্ষান্ত হয়। জয়ী হতশত্রুর পেট চিরিয়া তাহার চরবি লইয়া গাত্রে মর্দ্দন

করে। এরূপ করাতে শত্রুর বল বীর্য্য আত্মসাৎ হয় ইহা ইহাদিগের বিশ্বাস। সংগ্রাম কালে বালক ও স্ত্রীলোকগণ ঝোপের মধ্যে থাকিয়া করুণা সূচক গীত গাইতে থাকে এবং অনেক সময় উত্তেজনা বাক্যে পুরুষের উৎসাহ বর্দ্ধন করে ও অস্ত্রাদি যোগাইয়া দেয়।

চিকিৎসা—ইহারা পীড়া হইলে ওঝাকে ডাকে। স্থানীয় ব্যথা বা প্রদাহে তৎপ্রদেশ মর্দ্দন করে। হাতে পায়ে আঘাত লাগিলে ব্যাধি আর বিস্তৃত না হয় এজন্য উপরি ভাগে তাগা বাঁধিয়া দেয়। মাথা ব্যথায় মস্তক দড়ি দিয়া কসিয়া বাঁধে, অধিক কষ্টকর হইলে রক্ত মোক্ষণ করিয়া বৈদ্য উহা স্বীয় অঙ্গে মাখেন। চুম্বক মন্ত্র ও এক প্রকার কাষ্ঠি পাথর প্রয়োগে যা প্রভৃতি অনেক রোগ আরোগ্য করে। ওঝা রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া নৃত্য গান লাফান ঝাড়ান ও ঔষধ তোলা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করে। নর মস্তিষ্কের প্রলেপ দেওয়া নিরাময় করিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। ব্যাধি অভিনব প্রকার হইলেই, শত্রু পক্ষীয়েরা যাদু করিয়াছে সিদ্ধান্ত করে। ওঝারা জবাব দিলে, রোগীর নিকট কিঞ্চিৎ আহার ও পানীয় রাখিয়া মাটীতে ফেলিয়া যায়।

অবিবাহিতেরা গৃহস্থের আবাস হইতে কিছু অন্তরে রাত্রি যাপন করে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহিতদের উঠিবার অগ্রে তাহারা দূরে গিয়া থাকে। শশুর শাশুড়ী জামাতা কেহ কাহারও নাম ধরে না।

মৃত্যু—মরিলে পর প্রাচীনদিগের গোর দেয়, শিশুকে পোড়ায় এবং মধ্যবয়স্ককে চর্ম্ম ও মাদুরে জড়াইয়া বৃক্ষ বা মাচার উপরে রাখিয়া নীচে আগুণ জ্বালিয়া দেহ শুকাইয়া লয়। আত্মীয়েরা তৎকালে যথোচিত বিলাপ করে। পরে মৃত্যুর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কোথায় বা শবকে স্কন্ধে করিয়া স্থানে স্থানে লইয়া বেড়ায় এবং তৎকালে উহা নড়িলে নিশ্চয়ই যাদুদ্বারা মৃত্যু হইয়াছে স্থির করে। কোনস্থলে সে রূপ না করিয়া পেট চিরিয়া নাড়িভুড়ি পরীক্ষা করে। সমস্ত সটীক জানিয়া সর্ব্বশেষে গোর দেয়। এই উপলক্ষে কোন কোন জাতিমধ্যে কুস্তি, কৃত্রিম লড়াই প্রভৃতি আমোদ হইয়া থাকে। কোথায় বা প্রধান লোকের সমাধিকালে তাহার ভার্য্যা বা অন্য কোন জাতিকে বধ করা হয়। স্মরণার্থ সন্তান, জনক বা

জননীর মাথার খুলি নিকটে রাখে এবং উহাই তাহার জলপাত্র হয়। অশৌচ সম্বন্ধে মাথা কামায়, দাড়ি ছাটে ও বুকে সাদা মাটি মাখে এবং বামাগণ গরম ছাই দিয়া চুলের গোড়া পর্য্যন্ত পোড়াইয়া, মস্তকে ৩।৪টী কাদার লেপ দেয় ও বহুদিন উহা ধারণ করে। কোন কোন স্থানের বৃদ্ধেরা বলহীন হইলে আর অধিক দিন বাঁচায় কষ্টমাত্র সার বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ কোন কোঁপরা গাছের উপর উঠিয়া গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

ধর্ম্ম—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে জগতের মূল কারণ ইহা কাহারও বোধ নাই। ইহাদের মতে কতকগুলি হিংস্রদেব আছেন, তাহারাই সকল পীড়া ও অমঙ্গলের মূল। চন্দ্র ও সূর্য্য এক সময়ে নর ছিলেন। গ্রহগণ চন্দ্রের কুক্কুর এবং উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত তিনি প্রতি রাত্রে তাড়া করেন। নক্ষত্রগণ চাঁদের সন্তান। গ্রহণ অতি অমঙ্গলকর। ইহার পরই কোন না কোন দুর্ঘটনা হয়। মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহারা ডারউইন পণ্ডিতকে হারাইয়াছে। কাহার কাহার বিশ্বাস যে গিরিগিটি হইতে মানুষের উৎপত্তি এবং সেই নিমিত্ত পুরুষেরা মদ্দা ও স্ত্রীরা মাদি গিরগিটি মারে না। উল্কাপাতকে ভূত বলিয়া মানে এবং আপদ কাটিবে বলিয়া তৎকালে শ্বাস রোধ করিয়া মন্ত্র বিশেষ উচ্চারণ করে। আমাদিগের দেশে সে সময় ৭ জন বামন ও ৭টী পুষ্করিণীর নাম লইতে হয়।

আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ ও অবিনশ্বর এ বিষয়ে ইহাদিগের কিছুমাত্র সংশয় নাই। মৃত্যুর পর আত্মা কিছু দিন ভূত হইয়া বেড়ায়, পরে উমুড়ু নামক দেব উহাকে স্বর্গে লইয়া যায়। কিন্তু অনেক আত্মাকে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হয়। কেহ বা পশু কেহ বা নর রূপে পুনঃ২ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্বেতকায় সাহেবেরা ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ইহা ইহাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত এবং কেহ কেহ আপনার অমুক বলিয়া কোন কোন সাহেবকে চিনিয়া পর্য্যন্ত লয়।

সকলেই ভূতকে ভয় করে—বলে উহারা রাত্রে উড়িয়া বেড়ায়, গাছের ডাল ভাঙ্গে, তাড়িতের ন্যায় নানা স্থানে গতিবিধি করে, এবং কাহাকে

একাকী অন্ধকারে পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়। এই নিমিত্ত জ্যোৎস্না রাত্রেও ইহারা এক পাও চলে না। উপদেবতা ও পিতৃলোক সকলেই মন্ত্রের বশ এবং ওঝারাই সেই বশীকরণ মন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এই পদ সহজে পাইবার নয়। ইহার জন্য শিশুর বা বৃদ্ধের মাংস ভোজন অথবা একাকী সমস্ত রাত্রি শ্মশানে বাস করা নিতান্ত আবশ্যক। ওঝারাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য এবং ইহাদিগেরই ক্ষমতা অধিক।

শাসনপ্রণালী—ইহাদিগের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পিতাই পরিজনের কর্ত্তা। সাধারণ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থিত হইলে প্রবীণেরা বসিয়া নিষ্পত্তি করেন। সকলেই আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পরে কোন প্রস্তাবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির হয়।

কর্ম্মকার পুত্র ও চিত্রকর দুহিতা।

মাঘ মাস, ভয়ানক শীত! এক দিন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে একটী বালক কবর স্থানের মধ্যে আসিল। যে স্থানে মৃত দীন দুঃখিগণ ভূগর্ভ-নিহিত হইয়া পুনরুত্থানের আশা করিয়া আছে, যে স্থানে স্মরণার্থে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ বা একখানি প্রস্তর ফলকও নাই, সেই স্থানে বালকটী আগমন করিল। তাহার পরিধান বস্ত্র মলিন ও ছিন্ন, তাহার মুখমণ্ডল ও কর পল্লব শীতে নীল বর্ণ। চারি দিকে শীতল বাতাস বহিতেছে, তথাপি বালকটী মৃদু পদে গমন করিতেছে। তাহার হৃদয় দুঃখ ভারে অবনত এবং তাহাতেই তাহার চরণ দ্রুতগতিতে চলিতে অসমর্থ।

পাঠিকাগণ! এ বালকটী কে? সেই কর্ম্মকার পুত্র কুইণ্টিন, দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া দুঃখের কুটীরে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের অল্প পরিমিত যে কিছু খাদ্য সঞ্চিত ছিল, দারুণ শীতে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে; দারিদ্র্য এবং অনশন কি? কুইণ্টিনের সে বিষয়ে এই প্রথম শিক্ষা। বালক স্বভাব-সুলভ সরলতাগুণে সে মনে মনে ভাবিল, যে তাহার পিতার কবর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলে জগদীশ্বর তাহার কথা শুনিবেন এবং দুঃখের সান্ত্বনা করিবেন। কুইণ্টিনের পদদ্বয় শীতে অবশ,

এক এক খণ্ড বরফ এক এক খানি ছুরীর ন্যায় তাহার জীর্ণ পাদুকা ফুঁড়িয়া তাহার পদদ্বয় বিঁধিতেছিল, সে শীতে সঙ্কুচিত হইয়া ভূমির সহিত যেন এক সাথ হইয়া চলিতেছিল। কুইণ্টিন সমস্ত দিন দোকানে উত্তাপে বসিয়াছিল, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত দিন গৃহমধ্যে থাকিয়া উষ্ণশরীর হইয়াছিল বলিয়া বাহিরের শীত এখন এত দুঃসহ হইয়া উঠিল। হরিৎ তৃণ শোভিত যে কবরোপরি সে অনেকবার অশ্রু প্রবাহ বিসর্জন করিয়াছে, এখন সেই খানে উপস্থিত হইল; কিন্তু এখন আর তাহা হরিদ্বর্ণ নাই, তুষারে আবৃত হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

কুইণ্টিনের প্রার্থনা সমাপ্ত হইতে না হইতে ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইল, একটী ঘোর কুজ্ঝটিকায় কবর স্থান আচ্ছন্ন করিল। বালকটী যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ চিনিয়া উঠিতে পারিল না, তথাপি সে এক দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে নিকটস্থ একটী কবর হইতে একটী ধবলাকার মূর্ত্তি উত্থিত হইল। মূর্ত্তিটী অতি কৃশ ও খর্ব্বাকার; কুইণ্টিন আচম্বিত তাহাকে দেখিবা মাত্র মনে করিল তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য কোন স্বর্গীয় দূতের আগমন হইয়াছে। সে ভীত হইল না, কিন্তু করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং স্বর্গীয় দূত কি বলেন শুনিবার জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক আর একবার চাহিয়া দেখিয়া জানিতে পারিল, সেটী স্বর্গীয় দূত নয়, একটী ক্ষুদ্র বালিকা, শ্বেত বর্ণ পশমী বস্ত্রে আবৃত হইয়া চকিত নয়নে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে।

বালিকা তাহার উষ্ণ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র হস্ত বাহির করিল, কুইণ্টিনের তুষারের ন্যায় শীতল অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সিহরিয়া উঠিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে, আমাকে কি বলিবে?"

বালক চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিল "আমার নাম কুইণ্টিন।"

"ঐ যদি তোমার নাম হয়, দুঃখী কুইণ্টিন! তুমি অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়াছ। তোমার হাতখানি দাও, আমার পশমের কাপড় চাপা দিয়া গরম করিয়া দি।"

কুইণ্টিন নীরবে কর প্রসারণ করিল।

"তোমার পিতা কোথায়?"

কুইণ্টিন দুঃখার্দ্র হৃদয়ে কবরের প্রতি অঙ্গুলিপাত করিয়া বলিল "এইখানে এক বৎসর হইল তিনি মরিয়াছেন।"

"ভাই লোকে বলে, আমার মা মরিয়াছে, কই এখন আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমি কখন কখন এখানে আসিয়া তাঁর বিষয় ভাবি। যখন আমার পিতা ক্রুদ্ধ হন, আমি ঘর থেকে আস্তে আস্তে পলাইয়া এখানে আসি। অভাগা লাইসার জন্য কেও খোঁজ করে না।"

কুইণ্টিন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল "লাইসা! কি! তোমার নাম লাইসা? আমার এক বোন্ ছিল, তার নাম লাইসা, কিন্তু সে বোধ হয় তোমার চেয়ে অনেক বড়।" বালকটী তাহার নূতন বন্ধুর সুন্দর সুকুমার মুখখানির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তার মৃত ভগিনীকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত এবং এখনও তার হৃদয়ে তাঁহার ছবি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, সেই ছবির সহিত এই মুখের কোন সাদৃশ্য আছে কি না, মিলাইতে লাগিল।

বালিকাটী বলিল "আমি তোমার বোন্ লাইসা হইব। আমি তোমাকে ভাল বাসি, তোমাকে বড় উত্তম লোক দেখিতেছি। বালিকাটী হঠাৎ আনন্দে উত্তেজিত হইয়া বাহুদ্বারা তাহার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিল, বালকও অনুরূপ স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শন করিল এবং তাহার পিতা কে? জিজ্ঞাসা করিল। এই ব্যক্তি আণ্টোয়ার্প নগরের একজন চিত্রকর, তাহার পত্নীর মৃত্যু অবধি কয়েক মাস হইল, ঐ গ্রামের নিকটেই বাস করিতেছেন।

"তোমার মার পীড়া হইয়াছে, আমাকে বল নাই কেন? আমি নিকটেই থাকি? এস আমরা এখনি উভয়ে এক সঙ্গে তাঁর কাছে যাই।" বালিকা এই বলিয়া বালকটীর হস্ত ধারণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

দুই বন্ধুতে মিলিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমত সময়ে কুইণ্টিনের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং একটী কবরের উপর বসিয়া পড়িল।

বালিকাটী ভয়াকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই কুইণ্টিন! তোমার কি হইয়াছে?"

বালিকা তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শিশু বুদ্ধিতে বিবেচনা করিল, কিছু খাইতে দিলেই সব সারিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া সে তাহার জামার জেব হইতে কিছু মিঠাই বাহির করিয়া কুইণ্টিনের মুখে ধরিল। বালক আগ্রহ সহকারে তাহা ভক্ষণ করিল এবং বন্ধুর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল "তোমার কাছে কি আর আছে?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটু সলজ্জ হাস্যের উদয় হইয়া বালকটীর মুখ রক্তোৎপলের শোভা ধারণ করিল। বলিল "ভাই! আমার আর চাওয়া অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। আমি কাল অবধি কিছু খাই নাই।"

দয়ার্দ্রচিত্ত কুমারী সিহরিয়া উঠিল "কি! কাল অবধি খাও নাই?" আহা! তুমি যে তবে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, হইতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমার মাতা-তাঁর কি খাইবার কিছু নাই?"

"কোন দয়ালু প্রতিবাসী দয়া করিয়া যদি কিছু দিয়া না থাকেন, তাহাইলে তিনিও উপকারী আছেন।"

লাইসা জেবের মধ্যে আর একবার হাত দিল এবং একখানি বিসকুট পাইয়া তাহাও কুইণ্টিনকে খাওয়াইল। পরে তাহার চলিবার একটু সামর্থ হইলেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কুমারী বলিল "কুইণ্টিন! আমি তোমার সঙ্গে তোমাদিগের বাটী যাইব। এই দেখ আমার বাবা আমাকে একটী সোণার মোহর দিয়াছেন, আমরা ইহা ভাঙ্গাইয়া কিছু খাবার কিনিব এবং তোমার মার তরে লইয়া যাইব। আমারও বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আজি রাত্রে তোমাদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিব।" এই কথা গুলি এমন স্বাভাবিক আন্তরিক কোমলতার সহিত বলিল যে বালিকার মুখে সেরূপ শুনিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতে হয়।

কুইণ্টিন বালিকার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না এবং বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া লাইসাকে সঙ্গে লইয়া মাতার কুটিরাভিমুখে চলিল। মাতা দারুণ শীতে ও ক্ষুধাতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া অগ্নিশূন্য নিরানন্দ উনানের ধারে বসিয়া কাঁপিতেছেন। এক আটী শর গৃহের এক ধারে জ্বালা ছিল, তাহাতে গৃহের দুর্দ্দশাই দেখাইতেছে, জীবন ধারণের জন্য এক এক করিয়া দুঃখিনীর গৃহের সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে। বালক ও বালিকা

হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গ্রিচেন আশ্চর্য্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন যে কথা কহিতে পারিলেন না।

কুইণ্টিন বলিল "মা! দেখ মা! আমাদিগের ঘরে একটী দেবকন্যা আনিয়াছি, তিনি আমাদিগকে অনাহার মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে আসিয়াছেন।"

বালিকাটী অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "দেখ মা! আমরা যথেষ্ট খাদ্য আনিয়াছি; আমি আজি এখানে থাকিব এবং তোমাদের সঙ্গে একত্রে আহার করিব। আমি লাইসা, তোমারি লাইসা।"

কন্যার অনুরূপ নাম গ্রিচেনের কর্ণে বাজিল; পীড়া ও দারিদ্র্য যন্ত্রণায় তাঁহার মন ভগ্ন হইয়াছিল; তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বালিকাটীকে বুকে চাপিয়া বলিতে লাগিলেন "লাইসা আমার লাইসা, তুমি কি আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছ?"

ক্ষুদ্র বালিকা কিছু না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গ্রিচেন তাহাকে ভূমিতলে বসাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরাশহৃদয়ে বলিলেন "না মা, তুমি তো আমার সে লাইসা নও।"

কুইণ্টিনের বন্ধু বলিল "না মা! আমি তোমার নিজের লাইসা নই, কিন্তু হইতে চেষ্টা করিব।" এই সময় কুইণ্টিন অগ্রসর হইয়া মাতাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে লাগিল। মাতার হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কুইণ্টিন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া আলো জ্বালিলেন এবং লাইসা প্রবীণা রমণীর ন্যায় গৃহকার্য্যে পারদর্শিনী ছিলেন, আহারের সজ্জা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন—মৃতপ্রায় মাতাকে সতেজ করিবার জন্য ইতি পূর্ব্বেই. অল্প পরিমাণে আহার ও পানীয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিন জনে একত্র বসিয়া আনন্দে আহার করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ খাইতে ছিলেন বালিকাটী কুইণ্টিনের এক হাত ধরিয়াছিল এবং সে ভাল করিয়া খায় দেখিবার জন্য আপনি আহার করিতে অনেকটা ভুলিয়া গেল। সে নিজে যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে বলিয়াছিল তাহা তাহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল না।

অবশেষে বালিকা বলিল "কুইণ্টিন এখন আর তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে না!"

মাতা চমকিয়া উঠিলেন। "কুইণ্টিন! তোমার কি হইয়াছিল? তুমি কি সত্য সত্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলে! হা বৎস! তুমি না আমাকে বলিলে, দোকানে তারা তোমাকে খাবার দেয়, সেই জন্য প্রাতঃকালে যে এক টুকরা রুটি ছিল খাইলে না!"

কুইণ্টিন ভগ্নকণ্ঠে বলিল "হাঁ মা! কিন্তু—কিন্তু—তারা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হই নাই, তাই মনে করিলাম ভোজনের সময় শেষ না হইলে ঘরে যাইব না।"

"কেন? তোমার মাতা সব খাইয়া বসিবে? হা বৎস! হা প্রাণের কুইণ্টিন! ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন! বিধবা রমণী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "হা বাছা! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।"

লাইসা অশ্রুপূর্ণ লোচনে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বলিল "আহা! আজি যদি আমার মাতা এখানে থাকিতেন এবং তুমি যেমন কুইণ্টিনের মুখচুম্বন করিলে, তিনি যদি সেইরূপ আমার করিতেন!"

গ্রিচেন বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি মাতৃহীন হইয়াছ? তবে আমার কাছে আইস, তুমি আমারই লাইসা হইলে।"

বালিকাটী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল "কুইণ্টিন ইতি পূর্ব্বেই আমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা একত্র থাকিলে পরম সুখী হইবে।" কুমারীর ইচ্ছা ছিল, এই দুঃখীদিগের কুটিরেই রাত্রিযাপন করিবে, কিন্তু গ্রিচেন সুবিবেচনাপূর্ব্বক কুইণ্টিনকে বলিলেন "লাইসাকে নিরাপদে তাহার গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া আইস।" কুইণ্টিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া স্নেহের সহিত পরস্পরে বিদায় লইল। বালিকার প্রেম ও উৎসাহ পূর্ণ মধুময় ভাব কুইণ্টিনের হৃদয়ে একটী স্বর্গীয় ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, ইহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। তিনি ভবিষ্যতের আশার আলোক দেখিতে দেখিতে গৃহে গমন করিলেন; তাঁহার মাতার চিন্তাজীর্ণ মুখমণ্ডলে প্রফুল্ল ভাব লক্ষিত হইল এবং তাহা দেখিয়া ভক্তিমান্ সন্তানের মুখ অধিকতর প্রফুল্ল হইল। মাতা সহস্র মুখে কোমল